182 Ac. 877. 1.

REGISTERED No

BENGAL LIBRARY 1880 CALCUTTA

পথিক।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছয় আনা ডাকমাসুল ছয় আনা
প্রতি খণ্ড অৰ্দ্ধ আনা।

১ম খণ্ড] অগ্রহায়ণ—১৭৯৯ শক [১ম সংখ্যা

অবতরণিকা।

হোক্ তব ক্ষুদ্র দেহ, লজ্জা কিবা তায় ?
সাধু ইচ্ছা লয়ে যাও, যাইবে যথায়।

আমরা পথিককে উপরোক্ত উদ্বোধন দ্বারা বঙ্গ সমাজের ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে আদেশ করিয়াছি। সত্য বটে, এক্ষণে অনেকানেক ক্ষুদ্র বৃহৎ সংবাদ ও সাময়িক পত্র বঙ্গীয় পাঠকবৃন্দের তৃপ্তিসাধন করিতেছে, কিন্তু পথিক ও সাধ্যানুসারে সমাজের সেবা করিবার জন্য ব্যাকুল বলিয়া প্রতিমাসে পাঠক বৃন্দের সমক্ষে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। সাহিত্য ইতিহাস, জীবনবৃত্ত ও বিজ্ঞান, এতদ্ব্যতীত সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বিষয়ের আলোচনা করা পথিকের সংকল্প। ক্ষুদ্রদেহী পথিকের পক্ষে অনেক কথা বলা অসম্ভব বটে, কিন্তু অল্প অল্প করিয়া চেষ্টা করিলে বহু দিনে ও উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে, এই আশাই ইহার যত্ন ও শ্রম বিনিয়োগের উত্তেজক।

ভারতের অভ্যুদয়াশা।

প্রথম প্রস্তাব।

ভারতের সুখ রবি অস্তমিত হইযাছে। বহুদিন হইতে আমাদিগের মাতৃভূমি সৌভাগ্য বসন্ত ও আনন্দ মারুত হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। যে ভারতের অধিবাসীগণ পুরাকালে উন্নতিমঞ্চে অধিরোহণ করিয়া আপনাদিগের মহত্ব ধ্বজা দিঙ্‌মণ্ডলে উড্ডীন করিয়াছিলেন, আজ সেই ভারতে দুঃখের ক্রন্দন ও নিরাশার বিলাপ। পাপদস্যু আজ স্বকীয় প্রিয়তমা পত্নী অবনতিকে সঙ্গে লইয়া ভীষণ ভ্রূকুটী সহকারে আমাদিগের মাতৃভূমিকে অপমানিত ও শঙ্কিত করিতেছে। ঈদৃশ বিপদ-সঙ্কুল অবস্থায় কি ভারতের অভ্যুদয়াশা আছে? ভারত সমাজের যে সকল পণ্ডিত মণ্ডলী আপনাদিগের অভাব সকল প্রতীতি করিযাছেন, যখন দেখিতেছি, তাঁহারা কেবল বাক্যময় উচ্চ বক্তৃতাতে ভারতাকাশকে শব্দায়মান করিযাই নিরস্ত হইতেছেন, তখন কি ভারতের অভ্যুদযাশাকে অন্তঃকরণে স্থান প্রদান করিতে পারা যায়? চিন্তাশীল লোকেরা বলিবেন, বাক্যের আড়ম্বর হইতে হইতে কার্য্য আসিতেও পারে। যদি কোন চিন্তাশীল লোক ঈদৃশ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন ঈশ্বর করুন, যেন তাঁহারই সিদ্ধান্ত সার্থক হয়। কিন্তু যখন আবার একতার পূর্ণ অভাব, স্ব স্ব মর্য্যাদা প্রিয়তা, ও আলস্যকে অস্মদ্দেশীয় জন গণের উপরে আধিপত্য করিতে দেখা যায়,—যখন আবার এই সকল শত্রুকে মস্তকের উপর দণ্ডায়মান হইয়া ব্যঙ্গ সহকারে নৃত্য করিতে সন্দর্শন করিযা ও ইহাদিগের উপর অধিকাংশ লোককেই অক্রুদ্ধ থাকিতে দেখা যায়, তখন বাস্তবিক অন্তঃকরণ যুগপৎ লজ্জা ও নিরাশাতে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। এমন লোক ও ত দেখিতে পাওয়া যায় না, যিনি একবার বলেন, "হে ভারতবাসি! অনেক সময়ে ত অনেক লোকের উপরে তুমি ক্রোধ কর, অনর্থক তোমার ক্রোধ ত অনেক স্থলে শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তি আনয়ন করে, প্রকৃত ক্রোধের পাত্র পাইয়া কি এক্ষণে ক্ষমাশীল হইলে?" বাস্তবিক কেহই অনৈক্য

ভাবের উপর—মর্য্যাদাপ্রিয়তা রূপ নীচ প্রবৃত্তির উপর—অনিষ্টকর আ- সোর উপর ক্রুদ্ধ হইয়া বৈর নির্যাতন করিতে অগ্রসর হয় না; কিন্তু তা না হইলে যে কোন কালে ভারতের অভ্যুদয়াশা কোন ব্যক্তির অন্তঃকরণে স্থান প্রাপ্ত হইবে, তাহা সম্ভব নহে। ভারতের বাঙ্গালী আছে, বুদ্ধি চালনাতে কে বাঙ্গালীর নিকট দণ্ডায়মান হইবে? ভারতের রাজপুত আছে, বাহুবলে ত তাহারা অল্প দক্ষ নহে; ভারতের ভ্রমণ-পটু মহারাষ্ট্রীয় আছে তবে ভারতের অবনতি কেন? একতার অভাব। বাঙ্গালী যদি মস্তক হইত, রাজপুত যদি বাহু হইত মহারাষ্ট্রীয়েরা যদি চরণ হইত, তাহা হইলে অনায়াসে এত দিন এক বিশ্ব-ভীতি-প্রদ বীরমূর্ত্তি ভারতে দৃষ্টিগোচর হইত। স্ব স্ব মর্য্যাদাপ্রিয়তা যদি ভারতের অধিবাসীগণের অন্তঃকরণ হইতে দূরীভূত হইত, তাহাহইলে কি বঙ্গের উচ্চ উচ্চ এত বক্তৃতাতেও এতদিনে উন্নতিপথ কণ্টকশূন্য হইতে আরম্ভ হইত না? আলস্য যদি ভারতসন্তানদিগকে মুমূর্ষু প্রায় নিশ্চেষ্ট না রাখিত তাহা হইলে এত দিনে কত কার্য্যের অনুষ্ঠান আমাদের নয়নগোচর হইত। কিন্তু যে বিকার রোগে ভারতবাসীর বিকৃতি ঘটিয়াছে, এমন সকল চিকিৎসকের প্রয়োজন, যাঁহারা সেই রোগ আরোগ্য করিবেন। ইটালীর ম্যাটসিনির ন্যায়. এক্ষণে ভারতে চিকিৎসকের প্রয়োজন। বিকারমুক্ত হইয়া যদি ভারতবাসীগণ এক্ষণে পরস্পরে পরস্পরকে ভাল বাসিবার জন্য, অভিমান, আলস্য পরিত্যাগ করিয়া মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে উন্নতি-পরিশোভিত সুখময় ক্ষেত্র করিয়া তুলিবার জন্য নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে দলবদ্ধ হন, তবে ভারতের অভ্যুদয়াশা নিশ্চয়ই অনেকের মনে উপস্থিত হইবে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, ঈদৃশ দলবদ্ধ হইবার প্রত্যাশা করা বৃথা; আমরা তাহা হইলে বলিব, তবে ভারতের অভ্যুদয়াশা বহুদূরে অবস্থিত।

ধর্ম্ম।

কি সভ্য কি অসভ্য সকল সমাজেই ধর্ম্মের নাম আছে। বাস্তবিক ধর্ম্মেতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। সেই জন্যই পরমপিতা পরমেশ্বর মানবীয়

হজ জ্ঞানকে ধর্ম্মের প্রবেশিকা শ্রেণীর শিক্ষক রূপে নিযুক্ত করিয়াছেন। যাহারা সর্ব্ব প্রথমে সহজ জ্ঞানের নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হয়েন, তাঁহারা ক্রমশঃ বুদ্ধি, বিবেক ও জাগতিক ঘটনা সকলের সাহায্যে ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব সকল প্রতীত ও আয়ত্ত করিতে পারেন। মনুষ্যের মনুষ্যত্ব রক্ষার মূল যদি ধর্ম্মই হইল, তবে ধর্ম্ম বিষয়ে উদাসীন থাকা কখনও কাহারও কর্ত্তব্য নহে। পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—"একএব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেপ্যহনুযাতি যঃ। শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥" বাস্তবিক স্থিরহৃদয়ে গম্ভীর ভাবে যদি জগতের কার্য্য কারণ পর্য্যালোচনা করা যায়, তবে, ধর্ম্মই যে আমাদিগের অদ্বিতীয় সুহৃদ, পারলৌকিক সুখনিকেতনে গমন করিবার অমোঘ উপায়, আর এই ধর্ম্মই যে কেবল মৃত্যুর পর আমাদিগের অনুসরণ করিবে, ইহা আমরা সুন্দর রূপে অনুভব করিতে সমর্থ হই। ধর্ম্মেতেই যাবতীয় সুন্দর বস্তুর সমাবেশ। পবিত্রতার ন্যায় নয়ন-রঞ্জক সুন্দর পুষ্প আর কোথায় আছে? স্ফটিক-বিজয়ী স্বচ্ছ ঈশ্বর-প্রেমের সদৃশ অমূল্য রত্ন আর কোথায় পাওয়া যায়? ধর্ম্মই এই সকলের এক মাত্র আধার। বাস্তবিক ধর্ম্মপথে বিচরণে যে কত সুখ ও কত আনন্দ, তাহা ভুক্তভোগী লোকেরাই অবগত। ধার্ম্মিকের শরীর স্ফূর্ত্ত, হৃদয়ও স্ফূর্ত্ত; বদন সহাস্য। অগাধ ধনরাশীর অধিকারী হইলেও এই স্ফূর্ত্তি ও হাস্যের অধিকার লাভ করা যায় না। মনুষ্যের কি মতিভ্রম! সামান্য ও জঘন্য বিষয়ে আসক্ত হইয়া সাধারণ-দুর্ল্লভ ও পরমসুখকর পরমার্থ সঞ্চয়ে উদাসীন! ভ্রষ্টমতি লোক ব্যতীত ধর্ম্মালোচনা করিতে কেহই বিরক্ত হয়েন না। কেহ কেহ বলিতে পারেন, ধর্ম্মালোচনা করিতে গেলে মতভেদ বশতঃ সাধারণের মধ্যে একতা রক্ষা হইবে না, প্রত্যুত বিবাদের মূল হইয়া পড়িতে হইবে। কিন্তু ইহা যুক্তি-যুক্ত কথা নহে। যদি একতার কোন সাধারণ ভিত্তি নির্ণয় করিতে হয়, তবে আমাদিগের বিবেচনায় তাহা ধর্ম্মের সহায়তা ব্যতিরেকে কখনই হইতে পারে না। রাজনৈতিক একতার ভিত্তি সুদৃঢ় হওয়া অসম্ভব; বিশেষতঃ তাহা আপামর-পরিসর নহে; জাতিগত একতার

ও সীমা বড় অল্প-পরিসর। একতা-প্রাসাদ যদি সুপ্রশস্ত অথচ সুন্দর কোন ভূমির উপরে নির্ম্মাণ করিতে হয়, তবে তাহা "ধর্ম্ম"। সত্য বটে, ধর্ম্মের নামে পৃথিবীতে অশান্তি উপদ্রব সংঘটিত হইয়াছে; কিন্তু কেনা স্বীকার করিবেন যে, ধর্ম্মের মূল ধর্ম্মভাবের ব্যত্যয়ই তাহার কারণ। মতভেদ স্বত্বেও সাধারণকে প্রীতি করা, এবং সুদৃঢ় একতা সূত্রে বদ্ধ হওয়া কি ধর্ম্ম ভাবের একতম আদেশ নহে? আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যখন সকল ধর্ম্মেই ঈশ্বরকে পিতা ও মনুষ্যকে পুত্র অথবা ঈশ্বরকে রাজা ও মনুষ্যকে প্রজা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তখন সহস্র মতভেদ স্বত্বেও সাধারণে এক পিতার পুত্র বলিয়া অথবা এক রাজার প্রজা বলিয়া পরস্পরের মধ্যে প্রীতি সংরক্ষণে ধর্ম্মভাবের আদেশে অবশ্য বাধ্য। মুসলমানেরা ভিন্ন অপর সকলেই সাধারণ মনুষ্যের ভ্রাতৃত্বের মর্ম্ম বিশেষ রূপে অবগত; মুসলমানেরা অন্যতর পক্ষও ত অবলম্বন করিতে পারেন। যাহা হউক যদি একজন মনুষ্য অপর মনুষ্যকে "আমার ঈশ্বরের মনুষ্য" বলিয়া সম্বোধন করেন, তাহা হইলে কোটী কোটী ভিন্ন মত স্বত্বেও একতার অণুমাত্র ক্ষতি হইবে না। এক্ষণে ত জগতে একতা নাই। প্রীতি-বিহীন একতা কি একতা? ধর্ম্মভাবের সহায়তা ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি সাহস করিয়া বলিতে পারেন "আমি সবস একতাতে পৃথিবীতে সুশোভিত করিব"। বাস্তবিক মতভেদ স্বত্বেও প্রীতি রক্ষা করিতে না পারিয়া অর্থাৎ ধর্ম্মমূলে বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া ধর্ম্মালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে অনিষ্টফল উৎপন্ন হয়, অন্যথা ধর্ম্মা- লোচনা মঙ্গলের অবশ্য-প্রসূতি। সুতরাং আমরা আনন্দের সহিত ধর্ম্মা- লোচনা করিব।

ভূমণ্ডলে ধর্ম্ম নামে অনেক মত প্রকাশিত আছে। সকলেরই ঈশ্বর। ঈশ্বরকে বিশ্বাস করা ও তাঁহাতে অনুরক্ত হওয়াই সকল সার কথা। পরম পিতা পরমেশ্বরের নির্দ্দিষ্ট মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য ক ধর্ম্ম কহে। ধর্ম্ম একই। ঈশ্বর যে এক জাতিকে এক প্রকার, অন অন্য প্রকার শিক্ষা দেন, ইহা কখনই সম্ভব নহে। তবে মনু

ভিন্ন রূপে ঈশ্বরভাব আয়ত্ত করিয়াছে বলিয়া, সেই বুদ্ধি-বিশৃঙ্খলাই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় উৎপত্তির এক মাত্র হেতু। বুদ্ধির বিশৃঙ্খলা হওয়া আশ্চর্য্য নহে। পৃথিবী যখন আমাদের শিক্ষাস্থল, তখন কেনইবা আমরা নানা প্রকার বিষয়ের আলোচনা ও শিক্ষা করিতে বিরত থাকিব? ক্রোধ ও অহঙ্কার আমাদিগের পরম শত্রু। আমরা যদি শান্ত ও বিনীত হইয়া সংসারে ধর্ম্ম সাধন করি, তবে নিশ্চয়ই সংসার সুখময় হইয়া উঠে। ধর্ম্ম পথে বিবেকের সঙ্গে গমন করাই শ্রেয়ঃ। মহাত্মা থিয়োডার পার্কার বলিয়াছেন "মনুষ্যেরা যাহাকে বিবেক বলে, আমি তাহাকে মানবাত্মায় ঈশ্বর বাণী বলিয়া অভিধান প্রদান করি।" "বিবেক" যথার্থই "ঈশ্বর বাণী"। বিবেকের তুল্য অভ্রান্ত ধর্ম্মশাস্ত্র জগতে আর দ্বিতীয় নাই। ইহা পাঠ করিবার জন্য কাহাকেও পরমুখ-প্রত্যাশী হইতে হয় না। বিবেকের আদেশে সকল কার্য্য সম্পাদন করিলে জীবন অত্যন্ত সুন্দর হইয়া আইসে।

ধর্ম্ম-পথে সকলেরই বিচরণ করা অতি বিধেয়। অনেকের এরূপ বিশ্বাস আছে, বৃদ্ধকালেই ধর্ম্মসাধন করা আবশ্যক। কিন্তু ইহা নিতান্ত ভ্রম। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন "যবৈব ধর্ম্মশীলঃ স্যাৎ।" বাস্তবিক কি বালক, কি বৃদ্ধ সকলেরই ধর্ম্মসাধনে যত্নবান থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। মহাভারতে লিখিত আছে

"ন ধর্ম্ম কাল পুরুষস্য নিশ্চিতো, ন চাপি মৃত্যুঃ পুরুষং প্রতীক্ষতে।
সদাহি ধর্ম্মস্য ক্রিয়েব শোভনা, যদা নরো মৃত্যু মুখেঽভিবর্ত্ততে॥"

"মনুষ্যের পক্ষে ধর্ম্ম সাধনের নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, কেননা মৃত্যু তাহার [illegible]া প্রতীক্ষা করে না। মনুষ্য যখন নিয়তই মৃত্যুমুখে অবস্থিতি করিতেছে, [illegible]া সকল সময়েই ধর্ম্ম সাধন শোভমান হয়।"

[illegible]স্থ লোকেরও ধর্ম্ম সাধন অবশ্য কর্ত্তব্য। আর্য্য ঋষিরা বলিয়াছেন

[illegible]নিষ্ঠ গৃহস্থঃস্যাৎ তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণঃ।
[illegible] কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণী সমর্পয়েৎ॥"

[illegible]ক্তি তত্ত্বজ্ঞান পরায়ণ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন। এবং যাহা কিছু

কর্ম্ম করিবেন তাহা ব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন।" এই সকল ঋষিবাক্য আমাদিগের সাধয়িতব্য। এস আমারা সকলে স্ব স্ব আত্মাকে, জঘন্য পাপ ও নীচতা হইতে পরিমুক্ত করিয়া সেই পরম প্রিয়তম পরমেশ্বরে,—সেই সুখকর ধর্ম্মেতে, উৎসর্গ করি। সাধুরা কহিয়াছেন "ধর্ম্মাৎ পরং নাস্তি।" বাস্তবিক "ধর্ম্ম সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধুঃ।" ধর্ম্মই সর্ব্বভুতের পক্ষে মধু স্বরূপ।

ভবকিঙ্করস্য—

চিরদিন এ সংসারে থাকিবার নয়;
জনম হইলে হবে মরণ নিশ্চয়।

[শারদীয় পূর্ণিমা রজনীতে লিখিত।]

১

শারদ পূর্ণিমা আজ, নীলাম্বরে দ্বিজরাজ;
ছড়াইছে হাসি হাসি রজত কিরণ,
হাসিছে যামিনী, পরি কৌমুদীবসন।

২

চারিদিক স্তব্ধপ্রায়, কিছু নাহি শুনা যায়;
গভীর নিদ্রার ঘোরে রয়েছে মগন;
প্রকৃতি প্রলয়ে যেন মুদেছে নয়ন।

৩

ঝিল্লিগণ ঝিঁ ঝিঁ তানে, সুধা ঢালিতেছে কাণে,
প্রকৃতির শান্তিভঙ্গ করিছে কোথায়;
পক্ষ শব্দ করি পাখী কোথাও বা যায়।

৪

তরু'পরে ঊর্দ্ধমুখে, চকোর চকোরী সুখে,
বিভোর হইয়া এবে সুধা করে পান,
করিতেছে সুশীতল, তৃষাতুর প্রাণ।

৫

নীলাকাশে শশী হাসে, তা দেখি কুমুদী ভাসে,
প্রেমানন্দে সরোবরে প্রফুল্ল বদনে,
ঢুলে ঢুলে পড়ে ঢুলে, নৈশ সমীরণে।

৬

শান্ত নীল নভঃদেশে, বায়ু সনে হেসে হেসে,
সদা সাদা মেঘগুলি যায় পায় পায়,
ছোট ছোট ঢেউ যেন চলে চলে যায়।

৭

তারকা দীপের মালা, জ্বালিয়াছে সুরবালা,
স্বভাবের সুবিমল সুনীল প্রাঙ্গনে,
তাই আজ নিশীথিনী হাসে শশী সনে।

৮

শান্তিদেবী হৃষ্টমনে, বসুধার সিংহাসনে,
বসিয়া আছেন এবে প্রশান্ত অন্তরে,
সমুদয় বিশ্ব মগ্ন তপের সাগরে।

৯

মৃদু কল কল স্বনে, কিন্তু তুমি হে যমুনে!
বহিয়া চলেছ কোথা কাহার উদ্দেশে,
তারকার মালা বক্ষে দোলাইয়া হেসে। ক্রমশঃ।

“এই পত্রিকা সম্বন্ধীয় মূল্য ও পত্রাদি “আন্দুল পথিক কার্য্যালয় জেলা হাওড়া” ঠিকানায় শ্রীরাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর নিকট পাঠাইতে হইবে।”

Printed by Ashootosh Ghose & Co. at the Albert Press.
37, Machooabazar Street, Calcutta.

REGISTERED No. I

পথিক।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছয় আনা ডাকমাসুল ছয় আনা

প্রতি খণ্ড অর্দ্ধ আনা।

১ম খণ্ড] পৌষ—১৭৯৯ শক [২য় সংখ্যা

আত্মরক্ষা।

আপনাকে রক্ষা করার নাম আত্মরক্ষা। জগতে কেহই মৃত্যু প্রার্থনা করেন না, সকলেই বাক্যতঃ, আপনাকে রক্ষা করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু জাগতিক ব্যাপার সমুদায় পর্য্যালোচনা করিলে মনুষ্যকে আত্মরক্ষায় উদাসীন বলিয়াই বিশ্বাস করিতে হয়। আপনার ধন, আপনার গৃহ, আপনার পরিবার ও আপনার শরীরকে বিনাশের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে অনেকেই যত্নপরায়ণ; কিন্তু আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য অতি অল্প লোকেই চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমি যদি আত্মরক্ষার্থ যত্নবান হই, নিশ্চয়ই আপনাকে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য হইবে। আমার শরীর আমি নহি; জড়ীয়-উপাদান-বিনির্ম্মিত এই শরীর কিছু দিন পরে ধ্বংশ হইয়া যাইবে। যে জড় হইতে ইহার উৎপত্তি, তাহাতে বিলীন হইবে। আমি তবে কি? এই জড়শরীরাবদ্ধ চৈতন্যময় আত্মাই আমি। সুতরাং আত্মাকে

রক্ষা করাই আত্মরক্ষা। জগতের কয় জন লোক স্ব স্ব আত্মাকে বিপদ-জাল হইতে পরিমুক্ত,—বিনাশ-সান্নিধ্য হইতে দূরস্থিত রাখিতে সতত যত্নবান রহিয়াছেন? এই প্রশ্ন অন্তরে উপস্থিত হইলে দুঃখভারে হৃদয় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। নশ্বর পদার্থ রক্ষার জন্য কত যত্ন—কত আয়াস; কিন্তু আপনাকে রক্ষার বিষয় হয়ত, অনেকের কখন ও ভাবনার বিষয় হয় নাই। কি হইবে এই শরীরে?—কি লাভই বা ধন মান লইয়া? কিছুকাল পরে যখন আমরা ইহলোক হইতে অপসৃত হইব,—তখন কি শরীর সম্পত্তি, কি আত্মীয় স্বজন, কেহই আমাদিগের সমভিব্যাহারী হইবে না। তখন আমিই আমার থাকিব। সুতরাং আত্মরক্ষা করা আমাদিগের বিশেষ প্রয়োজন। কে আপনাকে ক্ষত বিক্ষত দেখিতে ইচ্ছা করেন, কেই বা আপনার কপোল দেশকে নেত্রনীরে ভাসমান করিতে বাসনা করেন? জগতে যখন এক জন লোকও এই শ্রেণীভুক্ত নহেন, তখন প্রত্যেক ব্যক্তিরই আত্মরক্ষার্থ অধ্যবসায়-শীল হওয়া বিধেয়। কেননা অন্যথা, এই ইচ্ছা-বিরুদ্ধ ফল, নিশ্চয়ই সম্ভোগ করিতে হয়। জগতে পাপ প্রলোভনের উপদ্রব হইতে আত্মাকে রক্ষা করিতে হইবে; ষড়রিপুর উত্তেজনাকে দমন করিতে হইবে। আমরা যখন সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের সন্তান; তখন আমাদের শক্তির অভাব কি? পিতা আমাদিগকে যাদৃশ বলশালী করিয়াছেন, তাহাতে নিশ্চয়ই আমরা প্রলোভনের উপদ্রব নিরাকরণ করিতে সমর্থ হইব। যে ব্যক্তি একথার প্রতিবাদ করে, সেই কাপুরুষ পিতৃদ্রোহী দণ্ডনীয় হইবে। ধর্ম্ম অপেক্ষা বাস্তবিক কি অধর্ম্মেরই বল অধিক? স্বর্গ অপেক্ষা কি নরকেরই আদর অধিক? সর্ব্বাধিপতি পরমেশ্বরের অপেক্ষা কি জঘন্য পাপের তেজ অধিক? কখনই নহে। তবে কেন আমাদিগের আত্মা প্রলোভনের কুহকে পতিত হয়? তবে কেন আমাদিগের আত্মা মলিনতার পঙ্কে মগ্ন হয়? তবে কেন আমাদিগের আত্মা পাপ রাজ্যের জঘন্য দুর্গন্ধে ঘৃণিত হয়? ব্রহ্ম-সন্তান-মনুষ্য হইয়া কখনই আমরা ঈদৃশ নীচমনা হইব না; কখনই আমরা ভীরু অপদার্থ হইয়া পড়িব না। এস ভ্রাতৃগণ! আমরা ব্রহ্মতেজে তেজীয়ান

হইয়া,—দলে দলে বদ্ধ পরিকর হইয়া, পাপ ও দুর্দ্দান্ত-প্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হই। সেই জঘন্য ব্রহ্ম-শত্রুদিগকে আমরা অন্তরের সহিত ঘৃণা করি। প্রকৃত মনুষ্য অভিধান গ্রহণ করিয়া, এস আমরা আত্ম-রক্ষা করি।

ভঃ কিঃ। শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র।

চিরদিন এ সংসারে থাকিবার নয়;
জনম হইলে হবে মরণ নিশ্চয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১০

অনন্ত তরঙ্গ দলে, অনন্ত সুধাংশু খেলে,
প্রেমানন্দে নেচে নেচে সহাস্য বদনে;
কেনা জানে শিশু খেলে জননী সদনে।

১১

কিন্তু একি বিপরীত, স্বভাবের একি রীত,
এহেন সুখদা নিশি সুধাংশু কিরণে,
কেন নাই সকলের শান্তি সুখ মনে

১২

শান্ত শৈবলিনী তীরে, নীরবে নয়ন নীরে,
ভাসিছে কুটীরে ওই সরলা বালিকা;
(নিশি শেষে ফুটু ফুটু কমল-কলিকা)

১৩

সরলা বালিকা পাশে, ঘন মৃদু মৃদু শ্বাসে,
দুখিনী রমণী এক মৃত্যুর শয্যায়,
ছট্‌ফট্‌ করিতেছে রোগ-যাতনায়

১৪

রোগীর শয্যার কাছে, দীপ এক জ্বলিতেছে.
ক্ষীণ-শিখ তৈলহীন নিবো নিবো করে ;
নিবিবে আঁধারি গৃহ, কিছুক্ষণ পরে।

১৫

রোগীর জীবন হায়, ওই ক্ষীণ দীপ প্রায় ;
এখনি নিবিয়া যাবে আঁধারি ভূবন,
ডুবায়ে অনন্ত-শোকে বালিকার মন।

১৬

মৃদু মৃদু নেত্র দ্বয়ে, বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরে,
(সুন্দর মুকুতাসম) তিতি গণ্ডস্থল ;
নিশায় নীহার মাখা মুদিত কমল।

১৭

মলিন-মুখ-চন্দ্রমা কুসুমের সে-সুষমা
নাহিক এখন আর দিনের উত্তাপে,
দলে দলে শুখাইছে শোক, দুঃখ, তাপে।

১৮

কতক্ষণ পরে হায় প্রফুল্ল-কমল প্রায়
মেলিয়া নয়ন-দুটী কাতরে জননী ;
ধীরে ধীরে কন্যা-পানে চাহিল অমনি।

১৯

অমনি বহিল হায় 'বন্যার জলের প্রায়'
মাতার নয়ন দ্বয়ে, বুক ভেসে যায় ;
তনয়ার শোক-সিন্ধু উথলিছে তায়।

২০

কে বলেরে এ সংসার হয় চির-সুখাগাব
যে বলে,—দেখুক এবে মেলিয়া নয়ন,
এই কি সুখের দৃশ্য-কুটীরে এখন।

২১

হায় কতক্ষণ পরে তনয়া-কমল-করে
ধরিয়া দুঃখিনী মাতা সাদরে যতনে
বলিলেন ধীরে ধীরে মধুর বচনে—

২২

হেমলতা মা আমার আয় কোলে একবার
দুঃখিনী মাতার কোলে আয় বাছা আয়
জুড়াব তাপিত হৃদি, ধরিয়া তোমায়।

২৩

পাপ-প্রাণ যায় যায় দেবি আর নাহি হায়
তাই বলি একাবার জনমের তরে,
মধু-মাখা 'মা মা' কথা বল প্রাণভরে।

২৪

শুনি সে-মধুর কথা, ঘুচুক মনের ব্যথা ;
শুনিতে শুনিতে সেই সুধাময় কথা,
চলে যাই সুখের সে মোক্ষ ধাম যথা।

২৫

অমনি বহিল হায়, বরিষার ধারা প্রায়,
আয়ত লোচন দ্বয়ে বিন্দু বিন্দু ক'রে,
শোভিল মুকুতা বিন্দু কন্যা পদ্ম-করে।

ক্রমশঃ
শ্রীহেম নাথ মিত্র

সুধা না—গরল।

উপন্যাস।

শ্রী কেদার নাথ ঘোষাল প্রণীত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অমর সিংহ।

৮৮৫ বঙ্গাব্দের বসন্তকালে একদা পূর্ণ-চন্দ্র গগণ-হৃদয়ে ভাসিতে-ছিলেন,—চতুর্দ্দিকে, পূর্ণজ্যোতি, অর্দ্ধজ্যোতি-বিশিষ্ট তারকাবাজি, সেই অপূর্ব্ব লাবণ্য পরিশোভিত চন্দ্রমণ্ডলকে বেষ্টন করিয়াছিল। রাত্রি দুই প্রহর অতীত,—সুতরাং যাবতীয় জীব নিদ্রিত,—প্রকৃতি নিদ্রিত, জগৎ নিদ্রিত—চারিদিকেই নিস্তব্ধতার মনোময় ভাব বিরাজিত। ক্বচিৎ নগর-মধ্যে দুই একটি কুকুরেয় গভীর শব্দ, দুই একটি বৃক্ষপত্রের পতন শব্দ, মন্দানিল সঞ্চালনে নিকটস্থ ঝাউ বৃক্ষের শন্ শন্ শব্দ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড দ্বারা পূর্ণ চন্দ্র আবরিত হওয়াতে, উষা ভ্রমে দুই একটি বায়সের কাকারব—এই রমণীয় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতে ছিল।

এইরূপ মনোহর সময়ে ইন্দ্রগড়ের রাজোদ্যান মধ্যে একটি সুন্দর যুবা-পুরুষ, এক খানি শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরোপরি উপবিষ্ট রহিয়াছেন। যুবকের বয়ঃ-ক্রম, অনুমান চতুর্ব্বিংশতি বৎসর হইবে। দেহায়তন, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, বক্ষঃস্থল তদুপযোগী বিশাল এবং মনোহর শ্রীসম্পাদক। ভুজদ্বয় বলিষ্ঠ, জানুস্প... এবং করিকর তুল্য অনুলোম ক্রমে স্থূল। অঙ্গজোতিঃ, কষিত ক্ষাও উজ্জ্বল এবং দীপ্তিশীল। পরন্তু যুবক একটি সুশ্রী, বীর-...ত, তেজ, গর্ব্ব, সাহস বীরত্ব, যেন উজ্জ্বলরূপে বিরাজিত

যে উদ্যান মধ্যে তিনি বসিয়া রহিয়াছেন, সেটি অতিশয় বিস্তীর্ণ এবং প্রায় গোলাকার;—চতুর্দ্দিকে উচ্চ উচ্চ নানাজাতি বৃক্ষ সকল সুচারুন্যস্ত হওয়াতে, দূর হইতে একটি ক্ষুদ্র বন বলিয়া উপলব্ধি হইত। বাস্তবিক উদ্যানটি, উদ্যান স্বামীর বিলাস-কানন। উহার মধ্যে, এক পার্শ্বে একটি বৃহৎ অট্টালিকা,—অট্টালিকাটি আবার বহুমূল্য বিবিধ গৃহসজ্জায় পরিপূর্ণ। তাহার সম্মুখে একটি পুষ্পক্ষেত্র;—তাহার ঠিক মধ্যস্থলে, প্রায় দশহাত চতুষ্কোণ একখানি শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তর (ইহারই উপরে তিনি বসিয়াছিলেন।) সংস্থাপিত ছিল। উক্ত ক্ষেত্রটি, অতি মনোরম এবং সুবাসিত পুষ্প পরিমলে—সর্ব্বদাই আমোদিত—তাহার সম্মুখে উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত একটি সুদীর্ঘ সরোবর। জল অতি নির্ম্মল, অতি স্বচ্ছ এবং গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ;—দূর হইতে কাল মেঘ বলিয়া ভ্রম হয়। উহার প্রতি কোণে, কুমুদ, কহ্লার, শৈবালাদি জলজ পুষ্প সংস্থিত—মধ্যস্থলে শ্বেত-শতদল— কৃষ্ণবর্ণ সলিলোপরি মনোহর শোভাবিকাশক;—ঠিক যেন, নিম্মল কৃষ্ণ গগণে পূর্ণ চন্দ্রের উদয়। সরসীর চারিদিকে, চারিটী প্রশস্ত বাঁধা ঘাট;—ঘাটের উভয় পার্শ্বে,—সোপানাবলীর ধারে ধারে, টবে বসান পুষ্পতরু;—টবগুলি নীল বর্ণে রঞ্জিত। কিন্তু ইহাদের মধ্যে, উত্তরের ঘাটটীই সমধিক রমণীয়,—উহাতে শ্বেত, পীত লোহিত প্রভৃতি প্রস্তর নিম্মিত উপবেশনোপযোগী স্থান সকল নির্ম্মিত ছিল। উপরিভাগে, উভয় পার্শ্বে প্রস্তর নির্ম্মিত দুইটি ভয়ঙ্কর সিংহমূর্ত্তি!

সরোবরের অপর দিকত্রয়স্থ ভূমি খণ্ডে নানাবিধ বৃক্ষ ছিল। উত্তরের ঘাটের উপরিভাগ হইতে আরম্ভ হইয়া, শ্রেণীবদ্ধ গুবাক বৃক্ষ সকল বাপীর চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত। বৃক্ষগুলি হস্তপরিমিত ব্যবধানে সংস্থিত ও সমোচ্চ এবং নয়ন-মনের প্রীতিপ্রদ।—গুবাক বৃক্ষও বেষ্ঠন প্রাচীরের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে, আম্র, কাঁঠাল, বকুল, প্রভৃতি বহুবিধ বৃক্ষ সমূহ যথোপযুক্ত ভাবে পর্য্যায়ক্রমে অবস্থিত।—স্থানে স্থানে লতাকুঞ্জ; লতাকুঞ্জের অভ্যন্তরে এক এক খানি কাষ্ঠাসন এবং তাহার সম্মুখে চারিটী করিয়া গোলাবের টব। পশ্চি-

মস্থ ভূমিতে কতকগুলি বংশ ছিল; সে গুলি এরূপ উচ্চ ও সরল যে, যেন আকাশমণ্ডল ভেদ করিবার নিমিত্ত, মস্তক উন্নত করিয়া উঠিতেছে। অন্যান্য সুখদৃশ্য বস্তুও অনেক ছিল।

এইরূপ মনোহর সময়ে, মনোহর স্থানে, মনোহর সুগন্ধ-পুষ্পপরিবৃত হইয়াও যুবকের যেন বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল, কেন বিরক্তি হইতে লাগিল, তাহা জানা অনাবশ্যক; বুঝানও দায়; কেননা—মনুষ্যের মন সততই চঞ্চল, কখন কি ভাব উদয় হয়, তাহা কে বলিতে পারে? একের মনোভাব কবে অন্যে জানিতে পারিয়াছে? তুমি আমি একত্রে বসিয়া আছি, আমার মনে কি হইতেছে তাহা কি তুমি বলিতে পার? অথবা তোমার মনে কি হইতেছে, আমি কি বলিতে পারি? কদাচ নহে। এইরূপ মনের বিভিন্ন গতি অনুসারে মনুষ্যের রুচিও বিভিন্ন হইয়া থাকে। তুমি হয়ত অসংখ্য পুষ্পরাজি দেখিয়াও সুখী হইবে না, আমি হয়ত একটি সামান্য বৃক্ষ পত্র দেখিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিব। দেব-মনোলোভা নন্দন কানন,—শচীকণ্ঠশোভা পারিজাত তোমার হয়ত মনোরঞ্জন করিতে পারিবে না—ইহা অপেক্ষা সুন্দর হইলে তোমার মন রঞ্জিত হয় কি না সন্দেহ স্থল,—অন্যে হয়ত একটি সামান্য উদ্যান, একটি সামান্য পুষ্প দেখিয়াই সুখী হইবে। এই রূপে ঐ স্থান অন্যের নিকট মনোহর হইলে হইতে পারে, কিন্তু যুবকের নিকট বিরক্তিকর হইয়াছিল।

তিনি অগত্যা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া, প্রকৃতির মোহিনী শোভা সন্দর্শনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তাহাতেও মনস্তুষ্টি হইল না—অন্যমনস্কের ন্যায় দুই এক পদ অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

ক্রমশঃ।

"এই পত্রিকা সম্বন্ধীয় মূল্য ও পত্রাদি "আন্দুল পথিক কার্য্যালয় জেলা হাওড়া" ঠিকানায় শ্রীরাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর নিকট পাঠাইতে হইবে।"

Printed by Ashootosh Ghose & Co. at the Albert Press.
37, Machooabazar Street, Calcutta.

REGISTERED No. 109.

পথিক।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছয় আনা, ডাকমাসুল ছয় আনা,
প্রতি খণ্ড অর্দ্ধ আনা।

১ম খণ্ড] মাঘ ১৭৯৯ শক। [৩য় সংখ্যা

আত্মদৃষ্টি।

জড-বিজ্ঞান কি পদার্থ প্রকৃতি যাহাই কেন অধ্যয়ন করি না, চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ এই ত্রিবিধ পদার্থের অস্তিত্বের কথাই আমরা অবগত হই। সৃষ্টি প্রকৃতির ঈদৃশ বিভিন্নতার কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে ধর্ম্মশাস্ত্রের একটী গুরুতর অধ্যায়ের উপদেশ লাভ করা যায়। যাঁহারা পরমাত্মতত্ত্ব ও জড-প্রকৃতির পর্য্যালোচনা করেন, তাহারা এই প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য বলিবেন, "জগৎস্রষ্টা জগদীশ্বরের ইচ্ছা যেখানে যে রূপে প্রকাশিত হইয়াছে, সেখানে সৃষ্টিপ্রকৃতিও সেইরূপ প্রকাশিত হইযাছে।" সুতরাং আমাদিগের পিতার বিভিন্ন বিভিন্ন ইচ্ছা হইতে পরস্পর বিপরীত প্রকৃতির পদার্থ নিচয় উৎপন্ন হইযাছে। মনুষ্য-উৎপাদিকা ইচ্ছা হইতে মনুষ্যের সৃষ্টি,—পশু-উৎপাদিকা ইচ্ছা হইতে পশুর সৃষ্টি, —আর নির্জ্জীব জড়োৎপাদিকা ইচ্ছা হইতে নির্জ্জীব জড দ্রব্যের সৃষ্টি হইযাছে। মূলের অধীনতাই

ফলের আশ্রয়। পরমেশ্বরের ইচ্ছার যে ভাব মনুষ্যের মূল, মনুষ্য অবশ্য সেই প্রকার ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইবে। ইচ্ছার যে ভাব হইতে পশু জাতির উৎপত্তি, পশু জাতি তৎভাবাত্মক ইচ্ছার আনুগত্য স্বীকার করিবে; ইত্যাকার প্রণালীই যথার্থ সৃষ্টির অবস্থান বিধি। অন্যথায় জঞ্জাল, অনিষ্ট ও অন্যায় নিশ্চয় সংঘটিত হয়। যেমন তিনটী মূল পদার্থের রাসায়নিক সংযোগে যে জড় দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে, সে যদি পূর্ব্বোক্ত তিনটীর মধ্যে একটীকে অবজ্ঞা করে, একটীর অধীনতা স্বীকার না করে, অর্থাৎ সেই একটী উপাদান হইতে পৃথক্ হয়, তাহা তখন আর সেই জড় পদার্থ থাকে না; সে আর এক প্রকার জড় রূপে পরিণত হয়, সেই প্রকার মনুষ্য যদি পরম প্রভু পরমেশ্বরের মনুষ্যোৎপাদিকা ইচ্ছার পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার না করে, অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছা সংসাধন করিতে, আলস্য কি অবজ্ঞা করে, তাহা হইলে আর পূর্ণ মনুষ্য থাকিতে পারে না। "মনুষ্য! যদি "মনুষ্য" নাম ধারণ করিতে চাও, তবে তাঁহার ইচ্ছা বিশেষরূপে পালন করিতে চেষ্টা কর, নতুবা "মনুষ্য" নাম পরিত্যাগ কর" এ কথা বলা অসঙ্গত নহে। যে ইচ্ছার বিকাশে মনুষ্যের সৃষ্টি, মনুষ্য যদি সেই ইচ্ছার অনুগত না হয়, তবে আর কি মনুষ্য থাকা সম্ভব? কখনই নহে। মনুষ্য হইতে গেলেই সেই মূলস্থ ইচ্ছা পালন করিতে হইবে। মনুষ্য হইতে যদি এতই ব্যাপারের আবশ্যক, তবে মনুষ্যাত্মায় ঈশ্বরের ইচ্ছা অবগত হওয়া কঠিন কেন? আত্মদৃষ্টির অভাবই তাহার প্রধান কারণ। "আত্মদৃষ্টি" রূপ উপায় অবলম্বন করিলে সহজেই সেই ইচ্ছা পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। অতএব আত্মদৃষ্টি উপার্জ্জনের জন্য যত্নপরায়ণ হওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। আত্মদৃষ্টি উপার্জ্জনের জন্য আত্মচিন্তা রূপ মহদুপায় অবলম্বন করিতে হইবে। চিন্তা অকিঞ্চিৎকর কার্য্য নহে। পঠিত পাঠ চিন্তা করিলে তাহা স্মৃতিপটে সুচিত্রিত হয়; অতীত কোন ঘটনা চিন্তা করিলে তাহা প্রস্তরাঙ্কিত রেখার ন্যায় হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়। ধ্যানার্থী যদি ধ্যেয় পরমাত্মার দিকে স্বকীয় চিন্তা-স্রোতকে প্রবাহিত না করেন, তবে কি সেই ব্যক্তি কখন

ধ্যান-জনিত পরমানন্দে আনন্দিত হইতে পারেন? কখনই নহে। অতএব আত্মার চিন্তা-কার্য্য বড় অল্প ফল উৎপাদন করে না। ঈদৃশী বহু-ফল-প্রসূতি চিন্তাকে কদাচ অবজ্ঞা করা বিধেয় নহে। আত্মচিন্তা দ্বারা আত্মদৃষ্টি উপার্জ্জিত হইবে। অতএব এস আমরা আত্ম-চিন্তা অবলম্বন করি। দেখি,—আমাদিগের আত্মার প্রকৃতি কি রূপ? দেখি,—আমাদিগের আত্মার অভাব কি কি? দেখি,—আত্মার নিজস্বই বা কি কি? আর আত্মার সঙ্গে পরমাত্মার কি রূপ সম্বন্ধ, আর বর্ত্তমান অবস্থাই বা কিরূপ ভাবের পরিচায়ক। এস আমরা এই সকল চিন্তা করি,—অনেক ফল প্রাপ্ত হইব। আত্মচিন্তা দ্বারা আত্মদৃষ্টি উপার্জ্জিত হইলে, অভাবের জন্য আর ক্রন্দন করিতে হইবে না; তন্নিবারণের উপায় দেখিতে পাইব। সেই সময়ে সুখ ও উন্নতি আমাদিগের সহজ প্রাপ্য হইবে; আর মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্যও উৎকণ্ঠিত হইতে হইবে না। সকলেরই সম্মুখে দুইটী পথ রহিয়াছে; আত্ম-চিন্তা দ্বারা আত্মদৃষ্টি উপার্জ্জনের এক পথ, আর মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে অলস হইয়া গমন করিবার অন্য পথ। কোন্ সুচতুর ধর্ম্মার্থী আত্মদৃষ্টি উপার্জ্জনের পথ পরিত্যাগ করিবে? অতএব আত্ম-চিন্তা যোগে আত্মদৃষ্টি উপার্জ্জনে আমরা কদাচ বিরত থাকিব না। এস আমরা নির্জ্জনে আত্ম-চিন্তা করিয়া আত্মদৃষ্টি লাভ করিতে থাকি। কেবল কোলাহলের মধ্যে বেড়াইলে কি হইবে? এতদুদ্দেশে কিছু নির্জ্জনতাও চাই। ভ্রাতৃগণ! এইরূপে যখন আমরা আত্মদৃষ্টি উপার্জ্জন করিব, তখন আমাদিগের আত্মবোধ জন্মিবে। অনেক বার কোন ব্যক্তিকে দর্শন করিলে যেমন সেই ব্যক্তি দর্শকের নিকট সুপরিচিত হয়, আত্মদৃষ্টি যোগে অনেক বার আত্মাকে দেখিলে সেই রূপ আত্মা সম্বন্ধে বোধ জন্মিবে। আত্ম-বোধ জন্মিলে যে কি উপকার, তাহা বর্ণনা করিয়া প্রকাশ করা যায় না। অতএব আমরা ঈদৃশ আত্মবোধের মূল আত্মদৃষ্টিকে কখনই উপেক্ষা করিব না। আত্মদৃষ্টি জাগ্রত নয় বলিয়া, কত লোক ভ্রম-কুসংস্কারের মধ্যে পতিত, আর কত লোক প্রকৃত মহাসুখে বঞ্চিত

রহিয়াছে। আত্মদৃষ্টির স্পষ্টতার অভাবে কত ধর্ম্মার্থীরা আত্মপ্রতারিত হইতেছেন। অতএব বিলম্ব করিব না,—এস সকলে আত্মদৃষ্টি জাগ্রত করিবার জন্য ব্যাকুল হই। উপায় অবলম্বন করিলে যখন ফল পাওয়া যায়, আর সেই উপায়ও যখন আমাদিগের সমক্ষে প্রকাশিত রহিয়াছে, তখন আর ভাবনা কি? আত্ম-চিন্তা-যোগে অনায়াসেই আত্মদৃষ্টি উপার্জ্জিত হইবে। সেই আত্মদৃষ্টি দ্বারা আমরা পরমেশ্বরের পরম প্রসাদ সন্দর্শন ও উপভোগ করিতে সমর্থ হইব। তিনি উপায় দিয়াছেন, উহা গ্রহণ করিলে আমাদিগকে সেই মহেশ্বর আশীর্ব্বাদ করিবেন।

সুধা না—গরল।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]

অবশেষে পূর্ব্বোক্ত সরসী-তীরে উপনীত হইয়া, তটস্থ একখানি শিলাখণ্ডে উপবেশন পূর্ব্বক, কি যেন চিন্তা করিতে লাগিলেন; আবার তৎক্ষণাৎ সে চিন্তা পরিত্যাগ করত সম্মুখস্থ বিশাল জলরাশির উপর নেত্রপাত করিলেন, প্রকৃতির ভুবনমোহিনী শোভা তাঁহার মন ভুলাইল,—তিনি কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত পূর্ব্ব চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সরোবরের শোভা দেখিতে লাগিলেন।—দেখিলেন;—মৃদুল বসন্তানিল সংস্পর্শে, সরসীর বিমল সলিল উচ্ছলিত হইতেছে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঊর্ম্মিমালা নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছে, নাচিয়া নাচিয়া তীরভূমি চুম্বন করিতেছে এবং নাচিয়া নাচিয়া পুনর্ব্বার ফিরিয়া যাইতেছে। দেখিলেন;—সেই সুমন্দ বায়ুভরে সরসী-হৃদয়ের বিমল পদ্মদল, হেলিতেছে, দুলিতেছে, ডুবিতেছে, ভাসিতেছে,। দেখিলেন—সেই বায়ু-তাড়িত সলিলমধ্যে গগনমণ্ডলস্থ পূর্ণচন্দ্র হাসিতেছে, নাচিতেছে, ছুটিতেছে, মিলাইতেছে —ক্ষণ পরে আবার হাসিতেছে, আবার নাচিতেছে, আবার ছুটিতেছে।—দেখিলেন—সেই স্বচ্ছ সলিলে গগনমণ্ডলের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে,—তাহার

ভিতর দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘ-মালা ছুটিতেছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী-(চর্ম্মচটিকা প্রভৃতি) মালা উড়িতেছে।—এই রূপ দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনোভাব পবিবর্ত্তিত হইল—পূর্ব্ব চিন্তা অন্তর্হিত হইল—গম্ভীর মুখশ্রী প্রফুল্লভাব ধারণ করিয়া, প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় চল চল করিতে লাগিল। তখন তিনি অনন্যমনে, অনন্য হৃদয়ে বিশ্বেশ্বরের সৃষ্টি-কৌশলের অশেষ প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

এমন সময় কোথা হইতে কে যেন গম্ভীরস্বরে ডাকিল—"অমরসিংহ"।

শব্দটি অপরিস্ফুট ভাবে ধীরে ধীরে যুবকের কর্ণ-রন্ধ্রে প্রবেশ করিল ;—শ্রবণমাত্রেই তিনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন, এবং দণ্ডায়মান হইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন পূর্ব্বক দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিলেন না ; ভাবিলেন,—"বুঝি আমারই ভ্রম।" আবার ভাবিলেন—"ভ্রমই বা কিরূপে বলি ? এতক্ষণ ত কই ভ্রম হয় নাই ;—অথবা ভ্রমই যেন হইল কিন্তু অপরাপর বিষয় থাকিতে কেবল এ সম্বন্ধেই বা ভ্রম হইবে কেন ? অতএব নিশ্চয়ই কেহ ডাকিয়াছে, কিন্তু কে ডাকিল ? এখানে আর কেই বা আসিতে পারে ?" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে পুনর্ব্বার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তথাপি কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে, আপনারই ভ্রম স্থির করিয়া, পূর্ব্বস্থানে উপবেশন পূর্ব্বক, প্রকৃতি-শোভায় মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু এবারে আর ভাল লাগিল না, মন পূর্ব্বের ন্যায় আবার চঞ্চল হইল। সন্দেহ-মেঘে চিত্তাকাশ সমাচ্ছন্ন হইলে, চাঞ্চল্য-বায়ু আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। এই সময়ে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় গম্ভীর স্বরে কে যেন কহিল———

"অমর-সিংহ ! রাত্রি অনেক হইয়াছে, আর কতক্ষণ উদ্যানে থাকিবে ? অন্তঃপুরে যাইয়া শয়ন কর।"

এবার, কথা কয়টি যুবক স্পষ্টরূপে শুনিতে পাইলেন এবং তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক চাহিয়া দেখিলেন যে, পূর্ব্ব বর্ণিত অট্টালিকার বারাণ্ডায় এক জন লোক দণ্ডায়মান রহিয়াছেন—বিশদ চন্দ্রকরজাল তদীয় রত্নরাজি

খচিত অঙ্গবস্ত্রে পড়িয়া চক্‌মক্ করিতেছে—দেখিবা মাত্র চিনিতে পারিলেন এবং একটিও বাক্যব্যয় না করিয়া স্বন্ধাস্থাভিমুখীন হইলেন। যাইতে যাইতে একটি নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিতে লাগিলেন, "মহারাজ আবার এমন সময় উদ্যানে আসিয়াছেন!"

ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, এই উদ্যানটি উদ্যানস্বামীর বিলাস কানন, সুতরাং তদ্বিষয়ে আর অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। দুঃসহ গ্রীষ্মাতিশয় প্রযুক্ত মহারাজ ইন্দ্রগড়াধিপতি মহিষীদিগকে লইয়া, দিবসের অধিকাংশ ভাগ, এই উদ্যানে যাপন করিতেন। কখন কখন রাত্রিবাসও করিতেন। বিশেষতঃ বয়োবৃদ্ধিহেতু তাঁহার শরীর সর্ব্বদা অসুস্থ থাকিত, এরূপ স্থলে নির্জ্জন বাসই তাঁহার কিছু প্রিয় ছিল। এতদনুসারে রাজবাটীর অনতিদূরেই এই উদ্যানবাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মহারাজ ব্যতীত রাজপুরস্থ মহিলাগণ ও সম্ভ্রান্ত রাজকর্ম্মচারীর পরিবারবর্গও মধ্যে ২ এই উদ্যান ভ্রমণে আসিতেন।

অমর সিংহ অনতিবিলম্বেই পুরদ্বারে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন, অন্তঃপুররক্ষিগণ স্ব স্ব কর্ম্মে বিরত হইয়া, নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ করিতেছে, কেহ বা দণ্ডায়মান হইয়াই ঢুলিতেছে, এবং হস্তস্থিত ভীষণ করবাল চন্দ্রকিরণে প্রতিফলিত হইতেছে। সকলেই প্রায় নিদ্রিত, কেবল এইমাত্র মহারাজ বাহিরে গিয়াছেন বলিয়া দুই এক জন সজাগ রহিয়াছে। তাহারা কুমারকে দেখিয়া, সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল, কুমারও প্রত্যভিবাদন পুরঃসর পুরমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। মনে মনে কহিলেন,—"আহা, ইহারা কি সুখী! আমি দুগ্ধফেণনিভ সুকোমল শয্যায় শয়ন করিয়া, সহস্র আরাধনাতেও যে নিদ্রার মুখ দেখিতে পাই না, সামান্য কাষ্ঠ-শয্যাশায়ী—শয্যাবিরহিত ব্যক্তিকে সেই নিদ্রাই আবার আরাধনা করিতেছে! অবস্থা বিনিময় করিবার যদি উপায় থাকিত, তাহা হইলে এই দণ্ডেই আমি রাজভোগ হইতে অবসর লইতাম।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

অন্তঃপুর।

কুমার অমরসিংহ পুরমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক, পূর্ব্বাভিমুখে কয়েকপদ গমন করিয়া সোপানশ্রেণীর সমীপবর্ত্তী হইলেন। যেদিকে আসিলেন, সেটি তাঁহার নিজ ব্যবহার্য্য অংশ, তথায় আর কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। সোপানশ্রেণীর দুই পার্শ্বে দুইজন রাজপুত মহিলা প্রহরায় নিযুক্ত ছিল, তাহারা কুমারকে দেখিবামাত্র অসি-উত্তোলন পূর্ব্বক অভিবাদন করিল, কুমার তাহাদিগকে কোন কথা না বলিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন। তিনি দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে রক্ষিদ্বয়ের একজন অস্ফুট স্বরে অপরকে কহিল—

"রোহিয়া! কারণ কি জানিস্? রোহিয়া কহিল "কিসের"? অন্যা মুখভঙ্গির সহিত সেই কথা পুনরুক্তি করিয়া কহিল—

"কিসের! কিছুই বুঝিস্ না; কচি খুকী নাকি?" রোহিয়া কহিল "এবারেও না।"

প্রশ্নকারিণীর নাম মতিয়া। মতিয়া কহিল "কুমারের এই অমনোযোগিতার?"

রোহিয়া কহিল "জানি না, বোধহয় কিছু হইয়া থাকিবে।"

মতিয়া। "হইয়া থাকিবে কেন, হইয়াছে, তবে কথাটা কি, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম।—কিন্তু তোর কাছে জিজ্ঞাসা করা আর এই প্রাচীরকে জিজ্ঞাসা করা, উভয়ই সমান।"

রোহিয়ার বড় ঘুম পাইতেছিল, সে মতিয়ার দীর্ঘ বক্তৃতা কতক কাণে তুলিয়া কতক না তুলিয়া কহিল "তোমার কথার উত্তর কাল দেওয়া যাইবে; এখন ঐ ঘণ্টা বাজিল, পালাদারকে জাগাইয়া, চল শয়ন করিগে।"

মতিয়া ও রোহিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিল, যাইতে যাইতে মতিয়া আপন মনে কহিতে লাগিল, "উঁহুঁ তাও হইতে পারেনা,—কিন্তু তবে কি? কি জানি কি?"

রোহিয়া ঈষৎহাস্য মুখে কহিল, "কি বকিতেছ ? পাগল হইলে না কি ?'

মতিয়া কহিল "প্রায়।"

এদিকে কুমার অমরসিংহ উর্দ্ধতলে আরোহণ করিয়া দেখিলেন,—শুভ্র-স্ফটিক নিন্দিত সমুজ্জ্বল দীপাগার, প্রজ্বলিত দীপাবলী উজ্জ্বল কিরণে সমগ্র স্থান আলোকিত করিতেছে; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পতঙ্গ সকল আলোকের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কেহবা প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া জ্বলন্ত অনলে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণ হারাইতেছে; এক স্থানে একটি হৃষ্টপুষ্ট লোমশ বিড়াল, সমুখের পদদ্বয় একত্র করিয়া, সমস্ত দেহ ফুলাইয়া উজ্জ্বল চক্ষু বিস্তার করিয়া, সম্মুখস্থ স্বর্ণমণ্ডিত পিঞ্জরস্থিত কাকাতুয়া, ময়না, শ্যামা, পাপিয়া প্রভৃতি পক্ষিগণের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আছে;—পক্ষিগণ আসন্নবিপদের বিন্দুমাত্র না বুঝিয়া, কেহবা গ্রীবা বাঁকাইয়া, কেহবা একপদ তুলিয়া নিদ্রা যাইতেছে। কোন শব্দ নাই—শিকারোন্মুখ বিড়াল ব্যতীত কেহ জাগিয়া নাই, মনুষ্য সমাগমের লেশমাত্র নাই। কুমার সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া কি চিন্তা করিলেন, শেষে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এইরূপে তিনটি কক্ষ অতিক্রান্ত হইয়াছে, চতুর্থের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, আর যাইতে পারিলেন না, তাঁহার পদদ্বয় যেন কিসে টানিয়া রাখিল, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঋজ্বায়ত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। (ক্রমশঃ)

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

বিধবা বিবাহের নিষেধক—আঁটপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শ্যামাপদ ন্যায়ভূষণ প্রণীত। এই গ্রন্থ খানি পূর্ব্বে একবার প্রচারিত হইয়াছিল, ন্যায়ভূষণ মহাশয় দ্বিতীয়বার এই নিষেধবার্ত্তা প্রচার করিতেছেন। হিন্দু শাস্ত্র সম্বন্ধে যে ন্যায়ভূষণ মহাশয়ের বিশেষ অভিজ্ঞতা আছে, ইহা বঙ্গ সমাজে অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু বর্ত্তমান পুস্তকের সমালোচনায় আমরা তাঁহাকে প্রশংসা প্রদানে সমর্থ হইলাম না। বর্ত্তমান সময়ে বিধবা বিবাহের অভাবে সমাজের যে কি প্রকার অনিষ্ট হইতেছে, গ্রন্থকারের তাহা আরও বিবেচনা করা বিধেয়।

☞ এই পত্রিকা সম্বন্ধীয় মূল্য ও পত্রাদি "আন্দুল পথিক কার্য্যালয়, জেলা হাবড়া" ঠিকানায় শ্রীরাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর নিকট পাঠাইতে হইবে।

Printed by Ashutosh Ghose & Co. at the Albert Press.
37, Machooabazar Street, Calcutta.

REGISTERED No. 109.

পথিক।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছয় আনা, ডাকমাসুল ছয় আনা,

প্রতি খণ্ড অর্দ্ধ আনা।

১ম খণ্ড] ফাল্গুন—১৭৯৯ শক। [৪র্থ সংখ্যা

আত্মবোধ।

অনেক বার দেখিতে দেখিতে যেমন কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝিতে পারা যায়, সেইরূপ আত্মদৃষ্টি সাধন করিতে করিতে আত্মবোধের সঞ্চার হয়। আত্মদৃষ্টি দ্বারা আত্মা যে সময় পাপমলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া স্বকীয় প্রকৃতিতে অবস্থান করে, সেই অবস্থাতেই প্রকৃত আত্মবোধ হইয়া থাকে। আত্মবোধ কাহাকে কহে? যে শক্তি দ্বারা আত্মার প্রকৃতি—আত্মার ভাব আত্মার অধিকার প্রভৃতি জানা যায়, সেই শক্তি-জনিত ভাবকে আত্ম-বোধ কহে। আত্মবোধ দ্বারা,—যাহা হস্ত নহে, পদ নহে, দেহ নহে, কিন্তু জ্ঞান যাহা অবগতির মূল, প্রীতি যাহা কার্য্যের দিকে কি ব্যক্তি বিশেষের দিকে আকর্ষণের মূল, আর ইচ্ছা যাহা কার্য্য বিশেষের মূল ও কারণ বিশেষের সহায়, তাহাদিগের বিস্ময়কর আশ্রয় আমাদিগের অতীন্দ্রিয় আত্মার সহিত পরমাত্মার কিরূপ সম্পর্ক ও কিরূপ যোগ, তত্তাবৎ অবগত হওয়া যায়। এই সমস্ত অবগত হইলে মনুষ্য যে সহজে ধার্ম্মিক হইবে, তাহা অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কেননা নিজস্ব বুঝিতে পারিয়াছে বলিয়া, তখন সৎকার্য্যে,—ধর্ম্ম-

কার্য্যে আত্মার রুচি জন্মে। রুচি জন্মিলে স্বতঃই লোকে অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে সাধন করিতে থাকে। ধর্ম্মসাধনের প্রধান বাধা অরুচি ও আলস্য। প্রলোভনের সুদৃশ্যে তাহার বিষপরিণাম ও গরল-গর্ভ জানিতে না পারিয়া ধর্ম্ম-সাধনে লোকের অরুচি হইয়া থাকে,—আত্মবোধ তাহা বিদূরিত করে। অরুচি অন্তর্হিত হইলে যেই রুচি জন্মে,—অমনি আলস্যও অন্তর্হিত হয়। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে,—আত্মবোধ জন্মিলে ধর্ম্ম-সাধনের প্রধান বাধা পলায়ন করিয়া থাকে, ও মনুষ্যদিগের ধার্ম্মিক হইবার পথ সুপ্রশস্ত হইয়া আসে। রুচিই যে আলস্যকে বিদূরিত করে, ইহা প্রমাণ করা অনাবশ্যক। কেননা দেখিতে পাওয়া যায়, বর্ত্তমান সময়ের অনেক উপন্যাস-বুভুক্ষুদিগের হস্তে এক খানি উপন্যাস উপস্থিত হইলে, আহার নিদ্রার অবসর হয় না; তাহাদিগের রুচি আছে বলিয়াই না, এইরূপ ঘটে। এইরূপ জ্যোতির্ব্বেত্তাদিগের অন্য শত কার্য্যে আলস্য থাকিলেও কোন জ্যোতিস্তত্ত্ব আবিষ্কারের সময় উপস্থিত হইলে সেই আলস্য পর্ব্বত কোথায় উড়িয়া যায়। এতদ্রূপ ঘটনা সমূহের একমাত্র কারণ "রুচি"। সুতরাং রুচিই যুগপৎ অরুচি ও আলস্যকে বিনাশ করে। অতএব আত্মদৃষ্টির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মবোধ লাভ করিতে কৃতপ্রযত্ন হওয়া, সকলেরই প্রধানতম কর্ত্তব্য। আত্মবোধ ব্যতীত মনুষ্য কোন কালে পূর্ণ ধার্ম্মিক হইতে সমর্থ হয় না। আপনি আপনাকে হতযত্ন না করিয়া আত্মবোধ লাভ করিতে চেষ্টা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। নিজের প্রকৃতি ও ভাব প্রভৃতি বুঝিয়া, তদনুগামী হইলে পাপ চলিয়া যায় ও আত্মার স্ফূর্ত্তি-সঞ্চার হয়। আত্মবোধ হইলে পুণ্যার্জ্জনের অর্থাৎ মনুষ্যত্ব লাভের যে কেবল ভিত্তি রোপিত হয়, তাহা নহে, প্রত্যুত আত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ সাধনে বা আত্মাতে পরমাত্মার ভাব উদ্দীপনে প্রভূত সহায়তা ঘটে। তখন আত্মাই যে আত্মার কিরূপ সুহৃদ্, তাহা বুঝিতে পারা যায়। জগতের বস্তুপুঞ্জ সন্দর্শন করিয়া সচরাচর আমাদিগের মনে কি রমণীয় ভাব সমূহ সঞ্চারিত হইয়া থাকে, তৎসমুদয় সচরাচর কেমন জগদীশ্বরের সুন্দরতর অস্তিত্বের সুন্দরতর নিদর্শন, অনির্ব্বচনীয় করুণার

জাজ্জ্বল্যতম প্রমাণ প্রদর্শন করে,—কিন্তু আমি যে আত্মা,—কোন ক্রমে যদি আমা হইতে উহাদিগের বিচ্ছেদ ঘটে, তবে কে উহাদিগের ন্যায় পরম পিতার অস্তিত্ব বা করুণাপ্রভৃতির ভাব উদ্দীপন করিবে? এই আমি অর্থাৎ আত্মা। কেননা আত্মা আর আত্মা হইতে কিরূপে বিচ্ছিন্ন হইবে? আমি আর আমা হইতে কিরূপে বিচ্ছিন্ন হইব? আত্মার অর্থাৎ আমার প্রকৃতিই যখন ধর্ম্ম, তখন অপর সমুদয় বিনষ্ট হইলে ও আমি কদাচ ধর্ম্ম হইতে পৃথকীভূত হইব না। বাস্তবিক, আত্মবোধ জন্মিলেই মনুষ্য, ঈশ্বরের নয়নে নয়নে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়। যদি পরমেশ্বরের সুখময় আশ্রয়ে অবস্থান করিতে অভিলাষ হয়, যদি সুখের সময়ে দুঃখের হস্তে পড়িতে না থাকে, যদি মনুষ্য হইবার জন্য,—অভাবপরিমুক্ত থাকিবার জন্য প্রবলতর ইচ্ছা মনোমধ্যে জাগ্রত হইয়া থাকে, তবে আত্মবোধ উপার্জ্জনের জন্য ব্যাকুল হওয়া সকলেরই প্রয়োজন। প্রকৃত ব্যাকুলতা উপস্থিত হইলেই আত্মবোধ লাভের জন্য স্বতঃই উদ্যোগ করিতে হয়। আত্মদৃষ্টিরূপ সোপান যখন সরল ভাবে সম্মুখ দেশে বিরাজিত রহিয়াছে, তখন উদ্যোগ করিলেই সিদ্ধি। সার কথা "আত্মবোধ উপার্জ্জন করিয়া আত্মাতে পরমাত্মাকে লাভ করিবে।" এই সার উপদেশ গ্রহণ করিলে, সকলেই সেই পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রসাদে আত্মশান্তি সম্ভোগ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

চিরদিন এ সংসারে থাকিবার নয়;
জনম হইলে হবে মরণ নিশ্চয়।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

২৬

কতক্ষণ পরে মাতা, সম্বরি মনের ব্যথা,
বলিলেন ধীরে ধীরে সকরুণ স্বরে
অন্তিম কালের দেয়-দুটী কথা তোরে।

২৭

মায়াময় এ সংসার, জেনো কেহ নহে কার,
মায়ার ছলনে বলি 'আমার আমার'
অনিত্য সংসারমাঝে ধর্ম্ম-ধন সার।

২৮

সতীত্ব-নারীর ধন, মহামূল্য আভরণ,
মণি মুক্তা হেম হীরা-কিছার তুলনে
হৃদয়-ভাণ্ডারে অতি রাখিবে যতনে।

২৯

যে রমণী অকাতরে কতূহলে পরিহরে
এ হেন অমূল্য নিধি হৃদয়-ভাণ্ডারে
তাহার জনম মিথ্যা এভব সংসারে

৩০

কলঙ্কের ডালা বয়ে, কি হবে সে প্রাণ লয়ে,
কি হবে সে প্রাণ তার দারুণ যাতনা
ধরা-ধামে প্রাণ ধরা শুধু বিড়ম্বনা।

৩১

তাই বলি বাছা তোরে, রেখো রেখো যত্ন করে,
হৃদয়-ভাণ্ডার ভরে সে অমূল্য নিধি
নারীর প্রকৃত-ভূষা দিয়াছেন বিধি।

৩২

মা বিনা সন্তান-স্নেহ, জানেনা জানেনা কেহ,
জানিতে পারিবে যবে হবে পুত্রবতী
কি দারুণ কষ্টে বাছা আছি দিবারাতি।

৩৩

আমি মলে মা আমার, কে দেখিবে তোরে আর,
কি দশা ঘটিবে তাই ভাবি মনে মনে
সেই সব ভেবে আছি জীবন-মরণে

৩৪

বলিতে বলিতে হায়, রসনা-আড়ষ্ট প্রায়,
কথা না সরিছে আর ধূলা উড়ে মুখে
নীরব হইল মাতা ঘোর মনোদুঃখে।

৩৫

নীরব বীণার ধ্বনি, যেন পরমাদ গণি,
সহসা বীণার তার বিষাদে ছিঁড়িল
এ সংসারে একেবারে বিরাগ বাজিল।

৩৬

সন্ধ্যার কমল প্রায়, মুদিত নয়ন হায়,
সুখ-দুঃখময় এই সংসার-সাগরে
আর না ফুটিবে কভু "প্রভাকর-করে।"

৩৭

রোগীর জীবন-রবি, সংসার-কল্পনা ছবি,
ডুবিল কালের চির অস্তাচলাগারে
আর না উদিবে কভু হাসাতে সংসারে।

৩৮

সংসারের নাট্যালয়ে, জীবনের অভিনয়ে,
কাল—যবনিকা ওই হইল পতন
আর না উঠিবে উহা হায়রে কখন।

৩৯

কেন মা অমন করে, রহিলে বলনা মোরে,
সহসা-কাতর স্বরে বিদারি গগণ
কাঁদিতে লাগিল বালা বিদারি গগণ

৪০

সেই নৈশ নীলাম্বরে, সুন্দর সমীর ভরে,
উঠিল করুণ ধ্বনি বিদারি গগণ
'কেন মা অমন করে রহিলে এখন।'

৪১

কমল নয়ন দুটী, দুঃখের সাগরে ফুটি,
বিমল লাবণ্যভরে করে ঢল ঢল
তাহাতে সুন্দর কিবা শোক-অশ্রু-জল।

৪২

কে আছেরে এসংসারে, ও অশ্রু মুছাতে পারে,
অনাথা বালিকা যাহে হইছে কাতর
বিনা সে কালের ছায়া-নিদয় অন্তর।

৪৩

হায়! এই নিশাকালে, ভারতের কতস্থলে,
বিরলে বসিয়া কত দুঃখিনী রমণী
কাঁদিয়া কাঁদিয়া নিশা যাপিছে এমনি

৪৪

সে সবকে দেখে হায়, কেহ না শুনিতে পায়,
অভাগীর আর্ত্তনাদ হৃদি-বিদারণ
অলক্ষিত-অবারিত সে সব ক্রন্দন।

৪৫

কেন বোন্ মিছে আর, কেঁদে কর ছার খার,
সোনার শরীর তব-নয়নরঞ্জন
কাঁদিলে কি ফিরে আসে কভু মৃত জন।

৪৬

তাই, বলি ভগিনীরে, ভেসোনা নয়ন-নীরে,
চিরদিন এসংসারে থাকিবার নয়
জনম হইলে হবে মরণ নিশ্চয়।

সুধা না গরল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কেন দণ্ডায়মান হইলেন, তাহা এক্ষণে পাঠক মহাশয়কে বলিব না, পরে আপনিই জানিতে পারিবেন। তিনি দাঁড়াইয়া একবার কি চিন্তা করেন, আর বার সন্নিহিত কক্ষের প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করেন। সে দৃষ্টি অন্য কোন কারণসম্ভূত নহে; সে দৃষ্টি তীব্র অথচ লজ্জাবনত, নম্র অথচ ভয়সঙ্কুচিত।

যে কক্ষাভ্যন্তর দেখিতেছিলেন, তাহার দ্বার ঈষণ্মাত্র মুক্ত ছিল, কিন্তু তদ্দ্বারা কোন ভীষণ পদার্থ অবলক্ষিত হইতেছিল না, যাহা দেখা যাইতে-ছিল, তাহাতে ভয় হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব, অথচ অমরসিংহ ভীত হইতে-ছিলেন। বিকটাকার দস্যু ভীষণ অসি আস্ফালন পূর্ব্বক, সহসা সম্মুখে উপ-স্থিত হইলে, যে ভয় হয়, এ সে ভয় নহে; ক্ষুধিত ব্যাঘ্র মুখব্যাদান করিয়া আসিতেছে দেখিয়া, যে ভয় হয়, এ সে ভয়ও নহে; দহ্যমান গৃহস্থিত ব্যক্তির মনে, যে ভয় হয়, এ সে ভয়ও নহে; কোন অপরাধী অপকৃষ্ট ব্যক্তির নিকট যাইতে যে ভয় করে, এ সেই ভয়।

কিয়ৎক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় থাকিয়া তিনি কক্ষদ্বারের সমীপবর্ত্তী হইলেন, ইচ্ছা,—প্রবেশ করেন; আর একপদ অগ্রসর হইলে, সে ইচ্ছাও সফল হয়, কিন্তু জানি না, কি ভাবিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন, ক্ষণ-পরে আবার অগ্রসর হইলেন,—আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, যেন চোর চুরী করিতে যাইতেছে।

সর্ব্বশেষে, না যাওয়াই সিদ্ধান্ত হইল, তিনি কয়েক পদ পশ্চাদগমন করিয়া, এক স্তম্ভের গাত্রে শরীরভারবিন্যাসপূর্ব্বক এক দৃষ্টে পূর্ণচন্দ্রের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

বলা বাহুল্য যে, সে কক্ষটি তাঁহার শয়ন বা বিশ্রাম কক্ষ; কিন্তু আমা-দের পাঠক বর্গের বোধ হয়,—এবিষয়ে কিছু সন্দেহ থাকিতে পারে; কেননা যদি শয়ন বা বিশ্রাম কক্ষই হয়, তবে প্রবেশে এত সঙ্কোচ বা ভয় কেন? ভয় কেন—তাহা আমরা এইস্থলে বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

সেই শয়ন বা বিশ্রাম কক্ষটি বিলক্ষণ বিস্তৃত ও বহুবিধ মহার্ঘ্যসামগ্রী দ্বারা সুশোভিত। সুমসৃণ প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহতল, স্পর্শসুখকর ঝাড়বুটাকাটা গালিচা দ্বারা আবৃত; তদুপরি (যতদূর দেখা যাইতেছিল) একপার্শ্বে গবাক্ষ-সান্নিধ্যে-দ্বিরদরদনির্ম্মিত সুন্দর কারুকার্য্যখচিত একখানি পল্যঙ্ক সংস্থাপিত এবং তাহার উপরে নীলবর্ণ-রঞ্জিত শয্যারচিত। পালঙ্কের দুইপার্শ্বে দুইটি প্রস্তরমঞ্চ, তদুপরি স্ফটিকনির্ম্মিত দীপাধারে রজত প্রদীপ জ্বলিতেছে। দীপের আভা সুমসৃণ শয্যোপরি ক্ষণে ক্ষণে পতিত হইয়া ঝকমক্ করিতেছে কখন বা মুক্তগবাক্ষদ্বারপথে সুমন্দবসন্তানিল সঞ্চালিত হইয়া সেই আভা কম্পিত করিতেছে, যেন পূর্ণতোয়া তটিনীহৃদয়ে ইন্দুকরবিমিশ্রিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঊর্ম্মি উঠিতেছে।

সেই সুবিমল শয্যোপরি একটি স্বর্ণকমল ফুটিয়াছে; একটি জীবিতকুসুম-অপূর্ব্বরূপলাবণ্যসম্পন্না কামিনী সেই শয্যাসরসে ভাসিতেছে।—

কামিনী সেই শয্যাস্থিত একটি মনোহর উপাধানে সুললিত-কোমল-অঙ্গ ললিতভঙ্গে হেলাইয়া—সুললিত সতেজ গ্রীবাদেশ ললিতভঙ্গে বাঁকাইয়া, ললিতভঙ্গে চম্পকাঙ্গুলিতে এক খানি ললিত পুস্তক ধরিয়া পাঠ করিতেছেন;—ললিত পুস্তক, কেননা তাহাতে রচনা ললিত আছে। আপাততঃ দৃষ্টে বোধ হয়, রমণী গাঢ় মনোযোগের সহিত পড়িতেছেন, বাস্তবিক তাহা নহে,—পুস্তকগত একটি বর্ণও তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইতেছিলনা।—তিনি নামমাত্র, পুস্তকখানির দিকে চাহিয়া আছেন, কার্য্যতঃ গাঢ়চিন্তায় নিমগ্না—এমন কি, অমরসিংহের আগমন সঞ্চার পর্য্যন্ত জানিতে পারেন নাই। মুখশ্রী গম্ভীর ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক, বিরক্তি-চিহ্নও অস্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছিল।—পুস্তকখানি লইয়া, কখন বা দুই চারি পাতা উল্টাইয়া যাইতেছেন,—কখন বা তাহার বিপরীত দিকে ধরিতেছেন—সকলেতেই অন্যমনস্কভাব লক্ষিত হইতেছে। এইরূপ উল্টাইতে উল্টাইতে সহসা একটি শ্লোকের প্রতি দৃষ্টি পড়িল, মনোযোগের সহিত সে শ্লোকটি পাঠ করিলেন; কিন্তু, পাঠমাত্রেই তাঁহার মনোভাব পরিবর্ত্তিত হইল, তিনি বামহস্তের তর্জ্জনী দ্বারা সেই পৃষ্ঠাটির চিহ্ন রাখিয়া, পুস্তকখানি মুদ্রিত করত, ঊর্দ্ধদৃষ্টি পূর্ব্বক একটু হাসিলেন;—জ্যোৎস্নায় সৌদামিনী খেলিল,—কিন্তু সে হাসি আমোদ বা সুখ-সম্ভূত নহে, সে হাসিও নৈরাশ্যব্যঞ্জক, সে হাসিতে মনস্তাপ, দুঃখ, ক্ষোভ ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পাইল না। সে হাসি অন্তরের অন্তর ছেদ করিয়া, হৃদয়ের হৃদয় ভেদ করিয়া প্রাণের প্রাণ দগ্ধ করিয়া বাহির হইল। (ক্রমশঃ)

☛ এই পত্রিকাসম্বন্ধীয় মূল্য ও পত্রাদি "আন্দুল পথিক কার্য্যালয়, জেলা হাবড়া" ঠিকানায় শ্রীরাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর নিকট পাঠাইতে হইবে।

Printed by Ashutosh Ghose & Co. at the Albert Press.
37, Machooabazar Street, Calcutta.

REGISTERED No. I09.

পথিক।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছয় আনা, ডাকমাসুল ছয় আনা,

প্রতি খণ্ড অর্দ্ধ আনা।

১ম খণ্ড] চৈত্র ১৭৯৯ শক। [৫ম সংখ্যা।

ক্রমোন্নতি।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ভূস্তরাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, এ জগতে প্রথমতঃ উদ্ভিদ জাতি, তদনন্তর পশু পক্ষ্যাদি ও সর্ব্বশেষে মানব পতঙ্গ উদ্ভূত হইয়াছে। মনীষিবৃন্দের এই সিদ্ধান্ত জগতের ক্রমোন্নতির একটী সুন্দরতর উজ্জ্বল সাক্ষ্য প্রদর্শন করিতেছে, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। উদ্ভিদ হইতে পশু পক্ষ্যাদির ও তদপেক্ষা মনুষ্য জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্ববাদী সম্মত। বৃক্ষদিগের জীবন আছে; তাহাদিগের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে; কিন্তু মন নাই, সুতরাং তাহারা হর্ষ বা দুঃখ, সন্তোষ বা বিরক্তি প্রভৃতি অনুভবের অধিকারী হইতে সমর্থ নহে। পশু পক্ষ্যাদির জীবন, মনত্ব লাভ করিয়াছে বলিয়া যেমন আনন্দ, শোক, পরিতাপ প্রভৃতি প্রতীতি করিয়া থাকে, তেমনি অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ বলিয়াও অভিহিত হয়। আত্মাবান্ মনুষ্য যে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পদবীতে অধিরূঢ় হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? পশু জাতি যেমন মনসম্পন্ন, আমরাও তেমনি। সুতরাং সুখ দুঃখানুভব-শক্তি, অপত্য-স্নেহ প্রভৃতি থাকাতেও

আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ হইতেছে না ; কেননা পশু জাতিরাও তত্ত্বাবতের অধিকারী। তবে আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায়? যে চৈতন্য-শক্তি উদ্ভিজ্জে কেবল জীবনী শক্তি রূপে বর্ত্তমান, পশু পক্ষ্যাদির দেহাভ্যন্তরে সেই চৈতন্য-শক্তি প্রাণত্ব ও মনত্ব প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিত। আবার কোষ মধ্য-স্থিত তরবারীর ন্যায়, পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায়, কারানিহিত বন্দীর ন্যায় সেই চৈতন্য-শক্তি আমাদের এই শরীর মধ্যে আত্মারূপে দীপ্যমান রহিয়াছে, এই আত্মাই আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের এক মাত্র হেতু। আমরা আত্মাবান হইয়া যদি আত্মপ্রকৃতি হইতে বিচ্যুত হই, তবেই আমাদিগের মহাপাপ সংঘটিত হয়। আমাদিগের প্রত্যেক কার্য্যকে, আমাদিগের প্রত্যেক চিন্তাকে উন্নতির পরিচায়ক করিতে হইবে, নতুবা শ্রেষ্ঠত্বের অপব্যবহার দোষে দূষিত হইব। জগদ্বিধাতা সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের ক্রমোন্নতি বিধানের প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হওয়া দোষে দোষগ্রস্ত হইব। ঈশ্বরের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া দেব-দ্রোহী বলিয়া পরিগণিত হইব। এ জগতে জগৎস্রষ্টার ইচ্ছা যতই অনুধাবন করা যায়, ক্রমোন্নতিই যে স্বভাবের প্রকৃতি, ততই তাহা সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে।

আমাদিগের জীবনে ক্রমোন্নতির পরিচায়ক কি কি? উপচিকীর্ষা, পিতৃ-মাতৃভক্তি, ঈশ্বর-প্রেম, ধর্ম্মশীলতা প্রভৃতিই মনুষ্যের মনুষ্যত্বের—মনুষ্য জীবনে ঈশ্বরের ক্রমোন্নতি বিধানের সুস্পষ্ট নিদর্শন। এ সকল গুণ পশু পক্ষ্যাদির মধ্যে দেখা যায় না ; কিন্তু মানবসমাজের জন্যই ইহাদিগের সৃষ্টি। যে মনুষ্য এ সকল গুণ পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী হয়, সর্ব্বাগ্রে তাহার মনুষ্য নাম পরিত্যাগই শ্রেয়। মনুষ্যের লক্ষ্য উচ্চ দিকে ; মনুষ্যের আদর্শ মহত্তর ভাবে ; মনুষ্য জীবনের পরিণাম দেবত্বে। যত দিন দেবত্ব মঙ্গ মনুষ্যের অধিকৃত না হইতেছে, তত দিন মনুষ্যের অনেক অভাব ; তত দিন মনুষ্যের অহঙ্কারের অবসর নাই। যিনি যতই উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছি বলিয়া অভিমান করুন্ না, লক্ষ্যের দিকে,—আদর্শের দিকে নয়ন পাত করিলে নিশ্চয়ই তাঁহার মুখমণ্ডল হতপ্রভ হইয়া পড়ে।

জগদীশ্বরের কি অত্যাশ্চর্য্য মহিমা! এক ক্রমোন্নতির বিধান করিয়া তিনি অহঙ্কারীর দর্প চূর্ণ করিতেছেন,—ভাবুকের চিন্তা আকর্ষণ করিতেছেন,—নিরাশ নিরাশ্রয়ের অন্তঃকরণে নির্ব্বাণোন্মুখ দীপে বিন্দু বিন্দু তৈল প্রদানের ন্যায় আশা প্রদান করিতেছেন।

পরোপকারে পরাঙ্মুখ হইলে, গুরুজনসেবায় নিরস্ত হইলে, ধর্ম্মসাধনে উদাসীন হইলে আমাদের কত ক্ষতি ও কত অনিষ্ট। অন্তঃকরণ আত্মপ্রসাদে বঞ্চিত থাকে, ব্রহ্মসহবাসজনিত ভূমানন্দ লাভে অসমর্থ হয়। যে ব্রহ্মপ্রসাদ—যে ব্রহ্মানন্দ মনুষ্যকে দেবলোকে উপনীত করে,—আত্মস্ফূর্ত্তি ও আত্মশান্তির চরম সীমা সন্দর্শনে অধিকারী করে, তাহা আমাদের অবহেলার বিষয় নহে। জড় জগতেই ভিতরে ভিতরে যে ক্রমোন্নতি সোপান দৃষ্টমান হইতেছে, কে বলিতে পারে ইহার শেষ কোথায়? এই সোপান অবলম্বন করিয়া নিশ্চয়ই আমাদিগের পিতৃপুরুষেরা দেবলোকাধিবাসী হইয়াছেন; তাঁহাদিগের পশ্চাদ্বর্ত্তী পরিপান্থি হওয়া আমাদেরও অবশ্য কর্ত্তব্য।

ঈশ্বরের এই ক্রমোন্নতিবিধান চিন্তা করিলে আমাদিগের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তের দায়িত্ব-প্রতীতি পরিবর্দ্ধিত হয়। সময়ের সদ্ব্যবহার করিতে আমরা স্বতই প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। পূর্ব্বে যত টুকু সময় আনন্দের সহিত বৃথাক্ষেপ করিয়াছি, এ বিধানের চিন্তার পর তাহার কোটি অংশের একাংশও তদ্রূপে অতিপাত করিতে মহাপাপের আশঙ্কা করি। পরমাণু লইয়া বস্তুপুঞ্জের সমষ্টি,—প্রত্যেক মিনিট লইয়া বৎসরের সমষ্টি। ব্যষ্টির সদ্ব্যবহার না জানিলে সমষ্টির সদ্ব্যবহার করা কিরূপে সম্ভবে? ক্রমোন্নতিশীল ইহ জগতে ক্রমে ক্রমে উন্নতি সাধনার্থে, জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত সদ্ভাবে অতিবাহিত না করিলে, নিশ্চয়ই আমাদিগের মহাপাপ সংঘটিত হয়।

সকল কার্য্যেরই ক্রমোন্নতি সাধন আবশ্যক। উন্নতিই জগতের প্রাণ, উন্নতিই মানবসমাজের চৈতন্য। আজ যে কার্য্য আরম্ভ করা গিয়াছে, কয়েক বৎসর পরেও যদি তাহা উন্নতিশূন্য থাকে, তবে আরব্ধ কার্য্য বা

তৎকার্য্য পরিচালকেরা নিশ্চয়ই তজ্জন্য দায়ী। এতদ্বিধ দায়িত্ব সাধারণের প্রতীত হইলে জগতের যে কীদৃশ কল্যাণ সংঘটিত হয়, তাহা বর্ণনা করা যায় না। এই দায়িত্ব বোধ মানব-হৃদয়ে জাগ্রত থাকিলে হৃদয় উৎসাহ, আশা ও জীবন্ত ভাবে সতত পরিপূর্ণ থাকে। সমাজের বহুবিধ শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হইয়া আমাদিগকে সুখভোগের অধিকারী করে। আবালবৃদ্ধবণিতা ঈশ্বর প্রদত্ত এই ক্রমোন্নতির সঙ্কেত ও দায়িত্ব চিন্তা করুন। বালকেরা বিদ্বান্ হইবেন, যুবাগণ সুখী হইবেন। নর নারী অতুল আনন্দের অধিকারী হইবেন।

একদা মধ্যাহ্নে।

[১]

নিরজনে ব'সে আছি সহসা আমার,
কেন রে হৃদয়! এবে উঠিলি কাঁদিয়া?
কোন্ দুখে দুখী তুই, শুনি একবার,
কে করিল মর্ম্মাঘাত বল্ বল্, হিয়া?

[২]

আমিই যে বলি এই সুখের সংসার,
অশ্রুজলে কেন হয় ভাসিবারে তবে?
কপোল বহিয়া মোর নয়ন-আসার,
দর দর ধারে কেন পড়িতেছে এবে?

[৩]

যত মুছি—তত পড়ে নয়নের জল,
মানে না বারণ, শুধু পড়ে অনিবার;
থেকে থেকে অশ্রুধারা হতেছে প্রবল,
উঠিছে কেমন ক'রে হৃদয় আমার।

[৪]

আহত হইত যদি দেহ অভাগার,
শোণিতের ধারে তায় যাইত ভাসিয়া,
হৃদয় আহত ব'লে, নয়ন-আমার
ভাসাতেছে গণ্ডস্থল, কে দেখে চাহিয়া ?

[৫]

সহিতে পারি না প্রাণ : কেন একেবারে,
ফেটে যাস নাই তুই ?—আছিস এখন ?
ভালবাসা—সখা মোব ;—না দেখে তাহারে,
করিস্ ত, ওরে প্রাণ ! কেবলি ক্রন্দন !

[৬]

কত সুখে আছিলাম মোরা দুটী ভাই,
কে করিল মর্ম্মাঘাত হায় রে এমন,
সখারে এখন নাহি দেখিতেও পাই,
দূরে থাক্ আগেকার মিষ্ট আলাপন।

[৭]

মনে পড়ে,—কত দিন বসিয়া দুজনে,
পরম সখার কথা কহিতাম কত ;
মনে পড়ে,—আহা, মোর সখার বদনে,
দেখিতাম হাস্যরেখা তখন নিয়ত।

[৮]

ধর্ম্ম মতে মেলে নাই সুহৃদের সনে,
যত সব গুরুজন আত্মীয়ের মত,
পৃথক করেছে তাই মোদের দুজনে,
দুজনের একরূপ বলি ধর্ম্মমত।

[৯]

না জানি সুহৃদ মোর বসি নিরজনে,
যখন উঠেছে মনে মোর কথা যত,
তখন একাকী, হায়! সেই সংগোপনে,
ফেলিযাছে অশ্রুজল আমা তরে কত।

[১০]

আমিও একাকী, হায়! বসিয়া এখন,—
সখারে দেখিতে যেই চাহিলেক হিয়া,—
কাঁদিতেছি মনোদুখে—কে করে দর্শন?
থামে না এ অশ্রুজল বারণ মানিয়া।

[১১]

থামিল না অশ্রুজল; বলি এইক্ষণে,
একটী মিনতি মোর রাখ, অশ্রুজল!
স্রোতস্বতী হয়ে যাও সখার সদনে,
থামিলে না যদি, তবে হইয়া প্রবল।

[১২]

নব নদী প্রবাহিতা নিরখি তখন,
সহসা সখার প্রাণ চমকি উঠিবে;
নাইলের তরে যথা ভ্রমে কত জন,
আসিলে সেরূপ সখা দর্শন ঘটিবে।

[১৩]

বারেক তাঁহারে আমি করি দরশন,
বিভুর প্রেমের কথা কহি তার সনে;
দুটী হাতে গলা তার জড়ায়ে তখন,
চাহিয়া রহিব আমি নয়নে নয়নে।

[১৪]

কাঁদিতেছে প্রাণ মোর, কাঁদুক কেবল,
পড়িতেছে অশ্রুজল, পড়ুক পড়ুক;
বক্ষঃস্থল বহি জল হইয়া প্রবল,
স্রোতস্বিনী প্রায় এবে, বহুক বহুক।

বসন্তাগমে।

মধুময় মধুঋতু আবার আইল রে;
আবার স্বভাব-সতী, জিনি রতি রূপবতী,
বিনোদ-বিমল ছবি বরাঙ্গে ধরিল রে,—
মানস-মোহিনী-সাজে আবার সাজিল রে।
আবার রসাল'পরে, মধুস্বর মধুস্বরে,
মোহিয়া ভুবন-মন বিভোরে মাতিল রে,—
মধুর কাকলী মরি! ছড়া'তে লাগিল রে।
আবার সরসী-কোলে, প্রফুল্ল-পদ্মিনী দোলে,—
নাচিতে নাচিতে মরি! হাসিতে লাগিল রে,—
অপূর্ব্ব মোহন ছটা সর উজলিল রে।
আবার বাসন্ত-বায়, ছুলিয়া গগন-গায়,
দোলাইয়ে শতদলে, নাচাইয়ে নদী-জলে,
স্বন্ স্বন্ স্বনে মরি! স্বনিতে লাগিল রে;
কাঁপায়ে কাদম্ব-পুচ্ছ, কামিনী অলকগুচ্ছ,
কাঁপাইয়ে পাতা, লতা, বাসন্তী বহিল রে;
চুম্বিয়া কুসুম-মুখ আবার ছুটিল রে।

আবার পাদপ চয়, ধরি নব কিশলয়,
বসন্ত-বিহগ কুলে, মৃদু মৃদু হেলে দুলে,
মৃদু বোলে আবাহন করিতে লাগিল রে ;—
বিবিধ ভূষণে মরি ! আবার ভূষিল রে।
পল্লবিত লতা গুলি, উজলিয়া বনস্থলী,
কুসুম-স্তবক পুনঃ কুন্তলে গুয়িল রে ;—
নানা-রাগে নানা ফুল আবার ফুটিল রে।
সুরভি সৌরভ-ধন, সুবভীয় সমীরণ,
হৃষ্ট হৃদে ধরি শিরে আবার ধাইল রে ;—
পুষ্প-পবিমলে পুনঃ চৌদিক পূরিল রে।
ষট্‌পদ হৃষ্ট হিয়া, পুঞ্জে পুঞ্জে গুঞ্জরিয়া,
ফুল্ল-ফুল-মুখোদ্দেশে আবার ছুটিল রে ;—
ফুল-মুখে মধুব্রত জুটিতে লাগিল রে।
ধরিয়া বিবিধ বর্ণ, প্রীতি-বস-পরিপূর্ণ,
বিশদ-বসন্ত-শোভা ভূমে বিরাজিল রে ;—
মধুমাখা মধু পুনঃ দরশন দিল রে।
রম্য মধু শোভাধার, প্রকাশে শকতি যাঁর,
অতুল মহিমা তাঁর, অসীম কৌশল রে ;
ভক্তিভাবে ডাকি তাঁবে হৃদি সমুজ্জ্বল রে।
হৃদি-পদ্ম-ফুল্ল করি, নব পরিচ্ছদ পরি,
ভারতভ্রমণে পুনঃ 'পথিক' চলিল রে ;
কালচক্রে রম্য-ঋতু ঘুরিতে লাগিল রে।

☞ এই পত্রিকাসম্বন্ধীয় মূল্য ও পত্রাদি "আন্দুল পথিক কার্য্যালয়, জেলা হাবড়া" ঠিকানায় শ্রীরাজনারায়ণ চক্রবর্তীর নিকট পাঠাইতে হইবে।

Printed by Ashutosh Ghose & Co. at the Albert Press.
37, Machooabazar Street, Calcutta.

REGISTERED No. 109.

পথিক।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছয় আনা, ডাকমাসুল ছয় আনা,
প্রতি খণ্ড অর্দ্ধ আনা।

১ম খণ্ড] বৈশাখ—১৮০০ শক। [৬ষ্ঠ সংখ্যা

কর্ত্তব্য পালন।

বিশ্বপিতা পরমেশ্বর আমাদিগের জীবনকে সৃষ্টি করিয়া তাহার কতকগুলি কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। যাহা করা উচিত, তাহা করিতেই হইবে, কেন না কর্ত্তব্য সাধনের ত্রুটি হইলে, ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া পাপ সঞ্চয় করা হয়। ঈশ্বরের রাজ্যে থাকিয়া কে তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হইবে? সেই অমৃতাকর দেবতার পুত্র হইয়া কে পিতৃদ্রোহী হইবে? পুণ্যময়ের সৃষ্ট হইয়া কে বল, পাপের বশীভূত হইবে? অসৎ অন্যায়াচরণ যখন দুঃখের একমাত্র মূল, তখন কে বল ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে ইচ্ছা করে? কিন্তু সকল সময়ে মনুষ্য প্রকৃতিস্থ থাকে না। এই ধরণীতলে কত যে প্রলোভনের আকর্ষণ তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? এই প্রলোভনের দ্বারা পরিবেষ্টিত হওয়া, তাহার আপাত-মধুর বাক্য উপেক্ষা করা অনেকের পক্ষে কঠিন হইয়াছে,—সেই প্রবঞ্চক পাপ-সেনাপতি প্রলোভনকে বশীভূত করিয়া পদতলে মর্দ্দন করা এক্ষণে কিছু আয়াসকর হইয়া উঠিয়াছে। একবার নাকি প্রলোভন স্বীয় বিক্রমে

মেদিনীমণ্ডলকে বিকম্পিত করিয়াছে, একবার নাকি ঈশ্বরের সুন্দর রাজ্যকে স্বীয় কদাচারে জঘন্য করিতে প্রশ্রয় পাইয়াছে, একবার নাকি ঈশ্বরপ্রদত্ত বিবেকের প্রতি লোকের অনাস্থা জন্মাইয়া দিয়াছে, সেই জন্য পাপ প্রলোভনকে দূরীভূত করা এক্ষণে চেষ্টার বিষয় হইয়াছে। ঈশ্বর আমাদিগকে আজন্মকাল বিবেকের অনুগত হইতে আজ্ঞা করিয়াছেন, প্রলোভনের আকর্ষণে পড়িলে আমরা সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আমাদের অন্তর্নিহিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের মূলে কুঠারাঘাত করি। বাস্তবিক বিবেকই আমাদিগের কর্ত্তব্য-নির্ণয়ের সুন্দর যন্ত্র। বিবেকের কথাকেই শিরোধার্য্য করার নাম কর্ত্তব্য পালন। মহাত্মা থিওডোর পার্কারের জননী বলিয়াছিলেন "Men call it conscience, but I say it is the voice of God, within our soul." লোকে যাহাকে বিবেক বলে, আমি তাহাকে, "আমাদিগের আত্মার মধ্যে ঈশ্বর-বাণী বলিয়া অভিধান প্রদান করি।" বাস্তবিক কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে গেলে বিবেকের আজ্ঞা গ্রহণে প্রস্তুত থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। মানব-জন্ম গ্রহণ করিলা সার কার্য্য কে করে? যে ব্যক্তি কর্ত্তব্যপরায়ণ। ইহলোকে প্রকৃত বীরত্ব কে প্রদর্শন করে? যে ব্যক্তি সকল বাধা তুচ্ছ করিয়া কর্ত্তব্য-পরায়ণ। মনুষ্য হইয়া দেবাভিধান গ্রহণের উপযুক্ত কে? যে ব্যক্তি প্রতিনিয়তই কর্ত্তব্যপরায়ণ। সেই জীবনই ধন্য, যে জীবনে কেবলই কর্ত্তব্য কর্ম্ম সংসাধিত হয়। সেই জীবনই সুখী, যে জীবনে একটীও অকর্ত্তব্য সংঘটিত নাহি হয়। সেই জীবনই জীবন, যাহার বীরত্ব কর্ত্তব্য পালনে,—তেজ, কর্ত্তব্য পালনে,—উৎসাহ, কর্ত্তব্য পালনে।

প্রকৃত ধর্ম্মশীল ব্যক্তি কেবলই স্বীয় জীবনে কোন কর্ত্তব্যের ত্রুটি হইল কি না তাহা পর্য্যবেক্ষণ করেন। বাস্তবিক কর্ত্তব্য সাধনেই আমাদিগের মনোবৃত্তির ব্যবহার ও অন্তরের গুণাগুণ প্রকাশিত হয়। সাধকেরা কখন কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ নহেন। জীবনেই যে ভাগে যে কার্য্যটী যে ভাবে করা কর্ত্তব্য, তাঁহারা সেই ভাগে সেই কার্য্যটী সেইরূপেই পরিপালন করিতে কৃতসঙ্কল্প ও অধ্যবসায়শীল থাকেন। কোটী কোটী বাধা বিঘ্নও তাঁহাদিগের

প্রতিবন্ধকতা করিতে সমর্থ হয় না। হইবেই বা কেন?—তাঁহারা জানেন যে, কর্ত্তব্য সাধনের জন্যই ঈশ্বর আমাদিগকে ধরণীতলে প্রেরণ করিয়াছেন। কর্ত্তব্য বোধ তাঁহাদিগকে যাহা করিতে বলে, তাহাই তাঁহারা ঈশ্বরাদিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করেন; আর সেই জন্যই কাহারও উপরোধ বা অত্যাচার তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্য সাধনে বিরত করিতে সক্ষম হয় না। পর্ব্বতবক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া যেমন আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাত হয়, তেমনি সকল বাধা চূর্ণ করিয়া সাধকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদিত হয়। পৃথিবীর সমস্ত লোক বিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলে প্রকৃত তেজস্বী ধর্ম্মাত্মা কর্ত্তব্য সাধনে পরাঙ্মুখ হওয়া দূরে থাকুক, অনুমাত্র ভীত বা শঙ্কিতও হন না। আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্যই যদি সম্পাদিত না হয়, তবে জীবনে আবশ্যক কি? জীবন কিসের জন্য?—জীবনের কার্য্য করিবার জন্য। যেমন স্বদেশের জন্য বিদেশীয়দিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কত শত বীরপুরুষ জীবনদান করিয়াছেন, তেমনি কর্ত্তব্যপালনোদ্দেশে যাবতীয় বাধা বিঘ্নকে দূরিভূত করিবার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও আমাদের বিরক্ত হওয়া বিধেয় নহে। কর্ত্তব্যপালনের জন্য বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া শোনিত প্রদান করিতে হইলেও আমাদের কর্ত্তব্য সাধনে বিমুখ হওয়া কদাচ ন্যায়সঙ্গত নহে।

আমরা কি ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিব? যে করুণাসাগর ঈশ্বর আমাদের সৃষ্টি করিয়াছেন, যে করুণাসাগর ঈশ্বর প্রতিদিন আমাদের অন্নপান প্রদান করিয়া পোষণ করিতেছেন, যে অখিল-কারণ পরমদেবতা আমাদের জননীর অন্তঃকরণে স্নেহসঞ্চার করিয়া শৈশবে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছেন; যিনি এক্ষণও জীবনের জীবন—শক্তির শক্তি—বলের বল হইয়া বিরাজিত রহিয়াছেন, যিনি জননী হইতেও স্নেহময়ী জননী,—পিতা হইতেও স্নেহময় পিতা,—হৃদয়গ্রথিত বন্ধু হইতেও প্রিয়তম বন্ধু,—আমরা কি তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিব? কখনই নহে। জড় পদার্থও ঈশ্বরের ইচ্ছায় কার্য্য করিতেছে।

"ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্দ্ধাবতি পঞ্চমঃ॥"

"ঈশ্বরের ভয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, সূর্য্য উত্তাপ দিতেছে, মেঘ বারিবর্ষণ করিতেছে, বায়ু প্রবাহিত হইতেছে এবং মৃত্যু মর্ত্ত্যলোকে বিচরণ করিতেছে।"

তবে আমরাই কি কেবল সেই মহেশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিব? চৈতন্যবান্ মনুষ্য হইয়া আমরাই কি এই অখিল জগতের কলঙ্কস্বরূপ হইব? কেন?—যে জগৎকে পৌর্ণমাসী চন্দ্রমা সুবিমল জ্যোৎস্নারঞ্জিত করিয়া স্নিগ্ধ ও সুন্দর করে, সে জগতে আমরা কলঙ্ক নিবেশ করিব কেন? যে জগতে সাধুহৃদয় পুণ্যাত্মারা কর্ত্তব্যপালন করিয়া ধর্ম্মের জয়পতাকা গগণ মার্গে উড্ডীন করিয়াছিলেন, সে জগতে আমাদের দ্বারাই কেন কলঙ্ক নিবিষ্ট হইবে? তবে এস, ভ্রাতৃগণ! আমরা সকলে মিলিয়া পরমপিতা পরমেশ্বরকে এই বলি যে, "হে দেব! 'যায় যাবে প্রাণ, তব ইচ্ছা প্রভু সদা করিব পালন'।"

সুধা না-গরল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কামিনী পুনর্ব্বার সেইস্থানটি খুলিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন। দুই চারি পংক্তি পড়িবামাত্র তাহার নয়নে জল আসিল, আর পড়িতে পারিলেন না; অবিরল ধারায় অশ্রুজল পতিত হইয়া দৃষ্টিলোপ করিল—বক্ষস্থল প্লাবিত করিল—পুস্তক খানি কোলে ফেলিয়া উপাধানে মুখ ন্যস্ত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কাঁদিলে মনের বেগ অনেক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, একথা প্রসিদ্ধ আছে।—যদি শোক বা দুঃখের সহচরী,—রোদন না থাকিত, তাহা হইলে এতদিন অনেক মনুষ্যের হৃদয় ভেদ হইয়া যাইত। এক এক সময় শোক বা

দুঃখের এরূপ আতিশয্য হইয়া থাকে, যে, সে সময়ে মনুষ্যের জ্ঞান বুদ্ধি হিতাহিত বিবেচনা কিছুমাত্র কার্য্যকর হয় না—মানসিক বৃত্তি সমুদয় এরূপ একত্র জড়ীভূত হয় যে, তাহার স্বরূপ জ্ঞাপন করা মনুষ্যবুদ্ধির অসাধ্য। সে সময় হয়ত আপনার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাইয়া যায়—হয়ত কিসের জন্য দুঃখ, কিসের জন্য শোক তাহাই বুঝিতে পারা যায় না। তদানীন্তন মনের ভাব বিবৃত করা বড় কঠিন—করা যায় কি না সন্দেহ। এরূপ অবস্থা অধিক ক্ষণ ভোগ করা যায় না। ইহার উদাহরণ দুষ্প্রাপ্য নহে, অনেকে যে মৃত স্বামী বা মৃতপুত্রের মুখ দেখিয়া, তন্মুহূর্ত্তেই প্রাণত্যাগ করে, তাহার কারণই এই। আমরা এরূপ একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।—একদা একটি অষ্টাদশ বর্ষীয়া যুবতী, অনিমেষনয়নে, দণ্ডায়মান হইয়া, স্বদীয় স্বামীর মৃতমুখ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন,—তাঁহার নয়নে জল নাই—বদনে বাক্য নাই,—দণ্ডায়মানা—"নির্ব্বাতনিষ্কম্পমিবপ্রদীপম্"। কিয়ৎক্ষণ পরে প্রকাশ হইল যে, সেই অবস্থাতেই সাধ্বীর প্রাণবিয়োগ হইয়াছে,—আশ্চর্য্য পতিভক্তি!—কিন্তু এই অবস্থায় রোদন উহার সহযোগিনী হইলে, জ্বালা যন্ত্রণা আবেগ উদ্বেগ সমস্তই যেন ভাসিয়া যায়;—রোদনের বেগ যত বৃদ্ধি পায়, হৃদয়ের ভারও যেন সেই পরিমাণে হ্রাস হইতে থাকে। কেবল রোদন নহে, যে ব্যক্তি শোকের যন্ত্রণা কথায় ব্যক্ত করিতে পারে, তাহার হৃদয়ও অনেক আশ্বস্ত হয়। একজন বিখ্যাত লেখক বলিয়াছেন "যে শোকের রোদন নাই, সে যমের দূত।" বাস্তবিক কথা, তিনি যে মনুষ্যহৃদয়ের অন্তর্দর্শী, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

এই স্বতঃসিদ্ধানুসারে, রোদন করাতে ইহাঁরও মনের বেগ অনেক টা দূরীভূত হইল, কথঞ্চিৎ শান্ত হইয়া কহিতে লাগিলেন, "উঃ কি নিষ্ঠুর! কি নির্দ্দয়! অবলার প্রতি এত অত্যাচার! নির্দ্দোষীর এত অপমান!—বিধাতঃ! তুমি স্বা———" বলিতে বলিতে সর্ব্ব শরীর কাঁপিয়া উঠিল,—আবার নয়নে জল আসিল,—আবার বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল।

বিগতচিন্ত হইবার জন্য কামিনী পুস্তক রাখিয়া অলিন্দ-পথে বসিলেন—সুমন্দ বসন্তানিল, তাঁহার সুন্দর কপোলদেশ চুম্বন করিতে লাগিল,—

সুরভিবাস হরণ করিয়া নাসিকারন্ধ্রে ঢালিতে লাগিল,—গগনবিহারিণী—চকোরীর সুস্বরলহরী বহন করিয়া শ্রুতিপথে বর্ষণ করিতে লাগিল;—কখন বা, তাঁহার অজ্ঞাতসারে, সুচারুন্যস্ত অলকগুচ্ছ কাঁপাইতে লাগিল, মনোহর কর্ণাভরণ দুলাইতে লাগিল,—অংসারূঢ় চারুবাস উড়াইতে লাগিল;—কিন্তু ইহাতেও তাঁহার মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল না, পূর্ব্ব অধীত অংশটি স্মরণ করিয়া কাতরস্বরে কহিতে লাগিলেন—"শকুন্তলে! আজ আমার মনের অবস্থাও ঠিক তোমার মত। আমিও আজি হৃদয়ের সহিত মনের সহিত বলিতেছি 'ভঅবদি বসুন্ধরে দেহি মে অন্তরম্।'!"

কথা কয়টী এরূপ কোমল ও কাতরস্বরে উচ্চারিত হইল যে, তাহা শুনিলে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যাইত। অমরসিংহ স্তম্ভ-পার্শ্বে দাঁড়াইয়া এ সকল কথা শুনিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় গলিয়াছিল কি না, তাহা আমরা জানি না, তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, তিনিও সেই সময়ে চক্ষু মুছিতেছিলেন।

এই সময়ে আর একটী ঘটনা উপস্থিত হইল। ইতিপূর্ব্বে যে বিড়াল পা-গুটাইয়া—বক ধার্ম্মিকের মত—পক্ষিদিগের প্রতি লক্ষ্য করিতেছিল, সে উপযুক্ত সময় বুঝিয়া, পিঞ্জরের উপর লম্ফ প্রদান করিল। ভগ্ন নিদ্র-পক্ষী চীৎকার করিয়া উঠিল। শব্দ রমণীর কর্ণগোচর হইবামাত্র, তিনি সন্তান-সম পক্ষিগণের বিপদাশঙ্কা করিয়া, আপনার অবস্থা ভুলিয়া গিয়া, দ্রুতবেগে বাহিরে আসিলেন। আসিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার আনন্দ ও বিস্ময় জন্মিল। তখন তিনি পুত্রপ্রিয় পক্ষির দশা বিস্মৃত হইয়া সোদ্বেগে অমরসিংহের হস্ত ধরিলেন।—অমরসিংহ চমকিয়া ফিরিয়া চাহিলেন। রমণী কহিলেন—

"আমার হৃদয়ের ধন। কণ্ঠরত্ন। তুমি এখানে;—আর আমি অভাগী সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়া মরি।"

এই বলিয়া তাঁহার হস্তধারণপূর্ব্বক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এ দিকে মার্জ্জার মহাশয় শিকারটি হস্তগত করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার

প্রাণ বিনাশ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন। রমণী ইহা দেখিয়াও দেখিলেন না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ইন্দ্রগড়—পরিচয়।

এইবার আমরা পাঠক মহাশয়ের কৌতূহল পরিপূরণে প্রবৃত্ত হইব। পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাসমূহ পাঠ করিয়া তাঁহাদের কৌতূহল জন্মিয়াছে সন্দেহ নাই। আমরা এই আখ্যায়িকার পূর্ব্ব দুই পরিচ্ছেদে এক ব্যক্তিকে কখন যুবক, কখন কুমার, কখন যুবরাজ ইত্যাকার না না সম্বোধনে পরিচিত করিয়াছি, এ সমুদায় দেখিয়া কাহার না কৌতুক জন্মিবে?—এই পরিচ্ছেদে তাহার মীমাংসা করিব। পাঠক মহাশয় ক্ষমা করিবেন—আমরা এই প্রণয়ীযুগলের নিকট কিছুক্ষণের জন্য বিদায় লইলাম।

অধুনা বর্দ্ধমান জেলার মধ্য দিয়া "খড়্গেশ্বরী" নাম্নী যে নদী, ভাগীরথীতে প্রবাহিত হইয়াছে, "বিশ্বেশ্বরী" নাম্নী তাহার এক উপনদী-তীরে (আধুনিক বাগাসোন গ্রামের সন্নিকর্ষে) পুরাকালে ইন্দ্রগড় নামে একটি বিস্তীর্ণ নগর ছিল। প্রভূত পরাক্রমশালী ইন্দ্রসিংহ উহার স্থাপনকর্ত্তা। প্রথিত আছে, ইন্দ্রসিংহ স্বীয় দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া এ প্রদেশে আগমন পূর্ব্বক, অসামান্য বুদ্ধিকৌশলে ও অতুল ভুজবলপ্রভাবে তত্রস্থ নরপতিকে পরাস্ত করিয়া সিংহাসনাধিরোহণ করেন এবং নগরের পূর্ব্ব নাম পরিবর্ত্তন-পূর্ব্বক স্বীয় নামানুসারে 'ইন্দ্রগড়' নাম রাখেন। ইন্দ্রসিংহের দেশত্যাগ বিষয়ে কিম্বদন্তী আছে, যে ইনি যোধপুরের অধিপতি মহাত্মা বীরসিংহের পুত্র। বাল্যকালাবধি মল্লক্রীড়া, শস্ত্র-বিদ্যা প্রভৃতি বীরোচিত কার্য্যে নিরত থাকাতে নির্ম্মল জ্ঞানালোক কিছুমাত্র প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু অনুষ্ঠিত বিষয়ে অসাধারণ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।—এই বিশদ জ্ঞানের অভাবে

তিনি সর্ব্বদা গর্হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন,—আজি নগরস্থ প্রজার গৃহনাশ, কালী অমুক ব্যক্তির প্রাণনাশ প্রভৃতি অসদাচরণ প্রত্যহই ঘটিতে লাগিল। রাজা এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মনে মনে বিলক্ষণ বিরক্ত হইয়াছিলেন,—কিন্তু একমাত্র পুত্র—বিশেষতঃ ষোড়শ বর্ষীয় বালক বলিয়া সকলই সহ্য করিতেন এবং মধ্যে সদুপদেশ ও ভয়প্রদর্শন পূর্ব্বক সংশোধনেরও চেষ্টা পাইতেন; কিন্তু ইন্দ্রসিংহ এ সকলে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না। বাস্তবিক যুদ্ধ কলহ বিবাদ বিসম্বাদ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার আন্তরিক আনন্দ জন্মিত।

এক দিবস প্রধান মন্ত্রী, ইন্দ্রসিংহের চরিত্র বিষয়ে আন্দোলনপূর্ব্বক অশেষ নিন্দা করিতেছিলেন,—ইন্দ্রসিংহ গোপনে থাকিয়া তাহা শুনিলেন, কিন্তু তখন কিছু না বলিয়া এক সময় তাঁহার বাটীতে উপনীত হইলেন। রাজপুত্র বলিয়া তাঁহার অবারিত দ্বার, সুতরাং দ্বারপালেরা কোন কথা কহিল না। ইন্দ্রসিংহ সর্ব্বদাই সশস্ত্র, সশস্ত্র ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন মন্ত্রী আহার করিতেছেন; তদীয় পত্নী ও অপ্রাপ্তবয়ঃ পুত্রগণ তাঁহার নিকট বসিয়া আছে। ইন্দ্রসিংহ সিংহের ন্যায় গর্জ্জনপূর্ব্বক এক লম্ফে মন্ত্রিবরের সমীপবর্ত্তী হইয়া অসিদ্বারা দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন। অন্নহস্ত সচিবশ্রেষ্ঠের ছিন্নমুণ্ড ভূমিতলে লুটাইতে লাগিল।

অনতিবিলম্বে রাজবাটীতে সংবাদ আসিল। রাজা জলন্ত ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া কহিলেন, "এখনি দুরাত্মার মস্তক আনয়ন কর।"

রাজাজ্ঞায় অনুচরগণ বায়ুবেগে ছুটিল; কিন্তু কোথায় মস্তক পাইবে?—ইন্দ্রসিংহ মস্তক লইয়া অদৃশ্য হইয়াছেন। বহুক্ষণ পরে একে একে সকলে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক কহিল, "কুমারের সাক্ষাৎ পাইলাম না।"

রাজা চক্ষুরক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন "দুরাত্মা প্রাণ-ভয়ে কোথাও লুকাইয়া আছে, বিশেষ করিয়া অনুসন্ধান কর, যে, যখন, যেখানে, যে অবস্থায় পাইবে, তখনি মস্তকচ্ছেদ করিও,—আমার আজ্ঞার অপেক্ষায় থাকিও না। (ক্রমশঃ)

☞ এই পত্রিকাসম্বন্ধীয় মূল্য ও পত্রাদি "আন্দুল পথিক কার্য্যালয়, জেলা হাবড়া" ঠিকানায় শ্রীরাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর নিকট পাঠাইতে হইবে।

Printed by Ashutosh Ghose & Co. at the Albert Press.
37, Machooabazar Street, Calcutta.

Published by Raj Narain Chakravarti. Andul.

REGISTERED No. 109.

পথিক।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছয় আনা. ডাকমাসুল ছয় আনা,
প্রতি খণ্ড অর্দ্ধ আনা।

১ম খণ্ড] জ্যৈষ্ঠ—১৮০০ শক। [৭ম সংখ্যা

ভারতের অভ্যুদয়াশা।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ আমাদিগের জন্মভূমি। ব্যাস, যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ যে ভারতের ধর্ম্মশিক্ষক, ভীমার্জ্জুন যে ভারতের বীর বলিয়া সর্ব্বদেশপরিচিত, সেই স্বর্ণপুরী ভারতকে প্রিয়ভূমি বলিতে কোন ভারত-সন্তানই পরাঙ্মুখ নহেন। ভারতের কথা মুখে উচ্চারণ করিতে,—ভারতের কথা কর্ণে শ্রবণ করিতে, আমরা কেন,—সাগরপারস্থ জর্ম্মনী, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের মনীষিবর্গ পর্য্যন্ত সাতিশয় আগ্রহ-পরায়ণ। বর্ত্তমান অবনতির অপনয়ন সাধনার্থ,—ভারতের পর্ব্ব গৌরব জগন্মণ্ডলে পুনঃ প্রচার করণার্থ, আমাদিগের লেখনীই বা অভ্যুদয়াশা লিখিতে কেন না ব্যগ্র হইবে? কোন বিষয়ে একেবারে হতাশ হওয়া পুরুষোচিত কার্য্য নহে, বলিয়া, আমরা হতাশ হইব না। জন্মভূমির জন্য সহজে হতাশ হওয়া অসম্ভবও বটে। যতকাল সেই পূর্ব্বপুরুষদিগের শোণিত আমাদিগের শরীরে প্রবাহিত হইবে, যত কাল এই জন্মভূমিকে আমরা চক্ষে দর্শন করিব, যত কাল ভারতের নাম অন্তঃকরণে জাগরূক থাকিবে, তত কাল অভ্যুদয়ের প্রয়াস পরিত্যাগ করিতে কথনই সক্ষম হইব না।

ভারতের সকল বলই লুপ্তপ্রায়। লোকবল, বুদ্ধিবল, অর্থবল, ধর্ম্মবল, সকলই পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে বিদ্যমান ছিল। আমরা এক্ষণে জীবিত থাকিয়া ও সেই পূর্ব্বতন লোকবল প্রদর্শনে অসমর্থ। যে সুন্দর মহাদ্রব্যটী হস্তগত থাকিলে, আজ ভারতসন্তানেরা লোকবলে বলীয়ান্ থাকিতে সক্ষম হইত, কোন্ শত্রু সে দ্রব্য অপহরণ করিয়াছে? গজনীর মামুদ সোমনাথের মন্দির-কবাট ভারতের মুক্ত স্থানে দর্শন করিয়া লইয়া গিয়াছিল, নাদিরসাহ ভারতের ধনবিনির্ম্মিত ময়ূরসিংহাসন সম্রাট-প্রাসাদ হইতে লুণ্ঠন করিয়া হস্তগত করিয়াছিল, কিন্তু যাহা ভারতবাসীরা প্রাণের মধ্যে লুক্কাইত রাখিয়া ছিল, কোন্ শত্রু প্রাণ ভেদ করিয়া সে রত্নটী অপহরণ করিল? সে একতা কোথায় চলিয়া গেল? একতা গেল,—উৎসাহ গেল। অন্তরের সে সকল রত্ন কিরূপে অপহৃত হইল? উৎসাহ থাকিলে আজ যে আমরা কত কি দেখাইতে পারিতাম! কোন বিষয়েই এক্ষণে ভারতসন্তানদিগের উৎসাহ লক্ষিত হয় না। উৎসাহ থাকিলে কি আজ ব্যাকুল হইয়া ভারতের উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর হইতাম না? উৎসাহ থাকিলে কি আজ ভারতের এই অবনতি দর্শন করিয়া তন্মোচনার্থ ধন, মান, প্রাণ সমস্তই তুচ্ছ-জ্ঞান করিতাম না? মানবের উৎসাহে মেদিনী বিকম্পিত হয়,—গিরি-শিখর-পর্য্যন্ত কম্পমান হইয়া উঠে। একতাবিহীন জাতির মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার হইলে অনায়াসে সেই উৎসাহকর্ত্তৃক একতা আনীত হয়। এক্ষণে ভারত-বাসীর উৎসাহের প্রয়োজন। ধরাধরের ভিত্তি যেমন সুদৃঢ়, উৎসাহের ভিত্তি যদি তাদৃশ দৃঢ়তর হয়, তাহা হইলে সংকল্পিত কার্য্যে দুই এক সময় নিষ্ফলতাব আভাস পরিলক্ষিত হইলে ও নৈরাশ্য তাহার কুটীল ভ্রূকুটী প্রদর্শনে সক্ষম হয় না। ভারতসন্তানের হৃদয়ে ঈদৃশ উৎসাহ সঞ্চার হইলে হৃদয়ে ভারতের অভ্যুদয়াশা ঘনতর সঞ্চারমান হয়।

ভারতসন্তানের প্রখর বুদ্ধি আছে। বুদ্ধি বলে ভারতসন্তানেরা কোন কালে ন্যূন নহেন। লোকবলে বলীয়ান্ হইলে তাঁহারা বুদ্ধিবল প্রকাশে অক্ষম থাকিবেন না। মানবের বুদ্ধিই জগতের যাবতীয় উন্নতি-বিধান

করিয়াছে, মানবের বুদ্ধিই মানবসমাজের প্রাণ-রূপে বিদ্যমান থাকিয়া তাহার রক্ষা ও সুষমা বৃদ্ধি করিতেছে। বুদ্ধি বহুফলপ্রসবিনী। বুদ্ধিবল প্রকাশে সমর্থ হইলে অর্থবল প্রভৃতি সহজেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভারতসন্তানেরা চিরকালই ধর্ম্মসাধকদিগের অগ্রণী বলিয়া প্রসিদ্ধ। আজ ভারতে দুঃখদুর্দ্দিনের অন্ধকার সমাগত প্রায় দর্শন করিয়া ধর্ম্মজ্যোতিঃ অন্তর্হিত হইয়াছে। ইহা কি অল্প দুঃখের কথা যে, ভারত-সন্তানদিগের দেহ, প্রাণ ধর্ম্মের উজ্জ্বল জ্যোতিঃতে জ্যোতিষ্মান্ নহে? ইহা কি অল্প দুঃখের কথা, যে, ভারতসন্তানদিগের মুখমণ্ডলে ধর্ম্মসাধনের তেজঃ ও গাম্ভীর্য্য পরিদৃষ্ট হয় না? পুরাকালে যে ভারতবাসীর কি হৃদয় মন, কি গহ পরিবার সকলই ধর্ম্মে মণ্ডিত ছিল, আজ কি সেই ভারতাধিবাসীর সর্ব্বস্ব ধম্মশূন্য হইবে? সুবুদ্ধি লোকের ভারতের হিতকামনা-পরায়ণ লোকের তাহাতে প্রাণ বিদীর্ণ হইবে। উচিত কি?—আবালবৃদ্ধবনিতা, ভারতের অধিবাসী, অধিবাসিনী নরনারীর এক্ষণে উচিত কি? উৎসাহে প্রমত্ত হইয়া ধর্ম্মতেজে তেজীয়ান্ হওয়া উচিত। পাপের কুহককে ঘৃণা করিয়া,—জীবনকে পবিত্র ও স্ফূর্ত্ত রাখিয়া,—বিলাস-বাসনাকে জঘন্য বোধে দূরে নিক্ষেপ করিয়া,—ভারতের জন্য সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত থাকিয়া কার্য্য করা উচিত। ভয় কি?—চিন্তা কি?—চাঞ্চল্য কি? নিরাশা কি?—সমস্ত বিস্মৃত হইয়া উৎসাহে মত্ত হইয়া মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় সম্মুখস্থ যাবতীয় বাধাকে পদ মর্দ্দনে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলা উচিত।

যাহাদের দেহ প্রাণ আছে,—ধমনীতে যাহার অদ্যাপি আর্য্যশোণিত প্রবহমান হইতেছে,—ভারতে অবস্থিতি করিতেছি বলিয়া যাহার জ্ঞান আছে,—সে উত্থিত হউক। ভারতের অভ্যুদয়াশা অন্তঃকরণে ধারণ করিয়া, যশমানের প্রয়াস না রাখিয়া,—ভারতের উন্নতি ভারতের শ্রীবৃদ্ধি সাধনকেই অমোঘ স্বার্থ বোধ করিয়া সে উত্থিত হউক। সাধু ইচ্ছা, যেখানে বিদ্যমান,—সৎসংকল্প ও সৎকার্য্যের যেখানে অনুষ্ঠান,—সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর স্বয়ং সেখানে সহায় রূপে অবস্থান করেন। ভারতসন্তানেরা ভারতের উন্নতির জন্য কৃতপ্রযত্ন হইলে সেই মহেশ্বর তাঁহাদিগের সহায় হইবেন।

সুধা না-গরল।

অনুচরগণ পুনর্ব্বার ছুটিল। বহুজন বহুস্থানে বহুদিন ধরিয়া অনুসন্ধান করিল, কিন্তু তাঁহার সন্ধান পাইল না।

আমাদের পাঠকবর্গের অনেকেই বোধহয় অবগত আছেন, যে, ১২০৩ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি বক্তিয়ার খিলিজি বঙ্গরাজ্য জয় করেন। জয় করেন বটে, কিন্তু তখনকার বঙ্গীয়গণ আমাদিগের ন্যায় পাদুকালোভী বা পদাঘাতপ্রিয় ছিলেন না। তাঁহারা বক্তিয়ারকর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়াই হৃত-রাজ্য হন, নতুবা সেনাপতির অসাধারণত্ব গঙ্গা-সৈকতে বিলীন হইত। যাহা হউক পরাজিত হইয়াও তাঁহারা বহুবার বঙ্গরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করেন। এক সময় এমন ঘটনা উপস্থিত হয় যে, বঙ্গদেশের সুবাদার দিল্লির সম্রাটের সহায়তা প্রার্থনা করেন। দিল্লির সম্রাট আল্‌ট্‌মাস সুবাদারের প্রার্থনানুসারে একদল সুশিক্ষিত সৈন্য প্রেরণ করেন; সেই সময়ে ইন্দ্রসিংহও তাহাদের সমভিব্যাহারী হন। পরে কৌশলক্রমে ইন্দ্রগড়াধিপতির সৈন্যসংক্রান্ত কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া শেষে তাঁহার প্রাণ বিনাশপূর্ব্বক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের অধিপতি হইলেন।

সিংহাসনে আরোহণের পর ইন্দ্রসিংহ বিশেষ সুশৃঙ্খলার সহিত রাজ্য শাসন আরম্ভ করিলেন;—প্রজাগণ ও অন্যান্য প্রধানবর্গ নূতন রাজার শাসনপদ্ধতি দেখিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া উঠিল।

তৎকালীন রাজপুতগণের রীত্যনুসারে ইনি বহুদার পরিগ্রহ করেন নাই। তাঁহার একমাত্র প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন। কালক্রমে তাঁহার গর্ভে এক পুত্র জন্মিল; পুত্রের নাম—সমরসিংহ।

দুর্ভাগ্যক্রমে অল্পবয়সেই সমরসিংহের পিতৃবিয়োগ হইল, সুতরাং সক্ষম না হইলেও সমগ্র সাম্রাজ্যভার তাঁহার হস্তে পড়িল। পরাজিত রাজ-বংশীয়েরা তাঁহাকে বালক দেখিয়া মস্তক উন্নত করিতে লাগিল, কিন্তু ইন্দ্রসিংহ অন্তিমকালে প্রধান মন্ত্রী মহাদেবসিংহকে সাম্রাজ্য ও পুত্রের

রক্ষাভার অর্পণ করিয়া যান বলিয়া তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিল না,— মন্ত্রীর বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা-বলে পুনরায় শান্তি সংস্থাপিত হইল।

এদিকে সমরসিংহের বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল; কিন্তু বাল্যকালে পিতৃহীন হওয়াতে, সুনীতিশিক্ষাভাবে যৌবনের প্রারম্ভেই বিলক্ষণ বিলাসী হইয়া উঠিলেন, রাজকর্ম্মচারিদিগকে তুচ্ছতাচ্ছল্য করিতে লাগিলেন, কিন্তু পিতৃমন্ত্রী মহাদেবসিংহকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন, কদাপি তাঁহার অমতে কোন কার্য্য করিতেন না। মহাদেবসিংহও রাজকুমারকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন; কুমারসম্বন্ধে কেহ কোন নিন্দাবাদ করিলে মন্ত্রীর তাহা সহ্য হইত না, তিনি অন্যপ্রকারে তাহাদিগকে বুঝাইয়া নিরস্ত করিতেন। পরন্তু তাঁহারই গুণে অপমানিত রাজকর্ম্মচারিগণ কুমারের প্রতি কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া বরং পিতৃহীন বালক বলিয়া সকলেই যথেষ্ট স্নেহ করিতেন।

সমরসিংহ পিতার ন্যায় একপত্নীনিষ্ঠ ছিলেন না; যৌবনের আরম্ভ হইতে বহুসংখ্যক দার পরিগ্রহ করেন; তন্মধ্যে জয়পুরের রাজকন্যা বিমলা দেবী সর্ব্ব প্রধানা-মহিষী ছিলেন। ইহাঁরই যত্নে সমরসিংহের পূর্ব্বস্বভাব পরিবর্ত্তিত হয়। কিছুদিন পরে এই মহিষীর গর্ভে পাঠকমহাশয়ের পূর্ব্ব-পরিচিত অমরসিংহ জন্মগ্রহণ করিলেন।

অমরসিংহ প্রকৃতির অদ্ভুত সৃষ্টি। রূপ গুণ বিদ্যা বুদ্ধি যেন তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত ছিল। তদ্ভিন্ন যুদ্ধশাস্ত্রে পিতামহ অথবা তদপেক্ষাও পারদর্শী। তৎকালে তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণান্বিত অথচ শাস্ত্রবিশারদ বঙ্গদেশে প্রায় কেহই ছিলেন না। সমরসিংহ উপযুক্ত সময়ে মৃতমন্ত্রী মহাদেবসিংহের সুরূপা সুশীলা একমাত্র দুহিতা হেমপ্রভার সহিত প্রিয়পুত্রের উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

এই সময়ে বলিয়া রাখা উচিত যে, মহারাজ সমরসিংহ তদানীন্তন মুসলমান রাজার অধীন ছিলেন। কেন না বক্তিয়ার খিলিজি ইহার প্রায় তিন শতাব্দী-পূর্ব্বে বঙ্গদেশ জয় করেন।

নূতন শকাব্দের সহিত আলাপ।

পাঠকগণ! আপনারা অনেক লোকের সহিত আলাপ করিয়া থাকেন, কত লোকের সহিত আলাপ করিয়া কত আনন্দানুভব করেন। বিশেষরূপে কাহারও সহিত আলাপ হইলে, আবার, আপনাদিগের বন্ধুবর্গের নিকট তাহার সংবাদ প্রচার করিয়া অন্তরের সুখবৃদ্ধি করেন। বিশেষ আলাপে সুখ আছে,—মধুরতা আছে, তাহা অপরের নিকট বলিলে সেই সুখ,—সেই মধুরতা অধিকতর অনুভূত হইয়া থাকে। সপ্তদশ শত নব নবতি শকাব্দ আমাদিগের নিকট হইতে চৈত্রসংক্রান্তিতে বিদায় পরিগ্রহ করিলে পর, বৈশাখের প্রথম দিবসে নূতন শকাব্দ সমাগত হইয়াছেন। আপনারা বোধ হয়, তাঁহার সহিত বিশেষরূপে আলাপ করিয়াছেন; আমার সহিত যে দিন বিশেষ আলাপ হয়, সেই দিনকার ঘটনা আজ আপনাদিগের নিকট ব্যক্ত করিয়া সুখবৃদ্ধি করিব।

বৈশাখের প্রথম দিন রজনী প্রভাতা হইলে যখন আমি নিদ্রার ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলাম,—যখন পূর্ব্বদিক তরুণ অরুণকে সাদরে বক্ষে করিয়া রাখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন, নব শকাব্দের সহিত তখন আমার প্রথম সাক্ষাৎ হইল। সাক্ষাৎ হইল বটে,—কিন্তু নববর্ষের প্রথম দিন বিশ্বেশ্বরের পূজাদিতে অতিবাহিত করিব বলিয়া, তাঁহার সহিত দুইদণ্ড আলাপ করিতে পারিলাম না। দিবস অতীত হইল, আলাপ করিব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ব্বিষহ পীড়া আমাকে আক্রমণ করিয়া আমার সে আশা বিফল করিল। বিংশতি দিবস অতীত হইলে পীড়ার অনেক উপশম হইল বটে, কিন্তু শরীর ও মন সাতিশয় দুর্ব্বল থাকায় কোন বিষয়েই আস্থা ছিল না। পঞ্চবিংশতি দিবস অতীত হইল;—ষড়বিংশ দিবসের রজনীতে শকাব্দের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা হইল। সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে নমস্কার করিয়া অভিবাদন করিলাম; তিনিও আমাকে অশেষ আদর করিতে লাগিলেন। তদনন্তর আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনার রাজত্বে জগতের কিরূপ অবস্থা দর্শন করিতেছেন?" তিনি

বিমর্ষভাবে কহিলেন, "বিগত শকাব্দকে যাইবার সময়, জগতের লোকের ব্যবহার মন্দ বলিয়া কাঁদিতে হইয়াছিল; কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি আমায় বলিয়া গিয়াছিলেন, 'জগতের লোকেব একবৎসবের পাপের হিসাব লেখাতে হিসাবপুস্তকসকল হিমালয়েব অপেক্ষা উচ্চতব হইয়াছে; সেই সকল স্কন্ধে লইয়া যাইতেছি।' দেখিতেছি, আমাকেও তদ্রূপ কাঁদিতে হইবে।" তাঁহার সেই কথা শুনিয়া, আমি অতিশয় দুঃখিত হইলাম; তাঁহাকে কহিলাম,—এক্ষণে জগতের নরনারীকে পাপপ্রলোভনের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার উপায় কি? তিনি কহিলেন, "ব্যাকুলাত্মার আবির্ভাব।" তচ্ছ্রবণে আমি কহিলাম,—হে শকাব্দ! আমি ত প্রতিদিন ঈশ্বরসন্নিধানে,যাবতীয় নরনারীর চরিত্রকে পবিত্র ও কুসুমতুল্য নির্ম্মল কবিবার জন্য, পৃথিবীতে স্বর্গীয় আভা বিস্তারেব জন্য প্রতিদিনই প্রার্থনা করিতেছি; আমার প্রার্থনা কি পূর্ণ হইবে না?" তিনি উত্তব করিলেন, "হে বৎস! যদি তুমি যথার্থই এতন্নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া থাক, তবে আর কি কি ভাবিয়াছ, বল দেখি? ঈশ্বর কি তোমার হৃদয়ে কোন ইঙ্গিত প্রচার করেন নাই?" আমি কহিলাম, "যখন বিগতাব্দ চৈত্রসংক্রান্তিতে আমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে আসেন, তখন তাঁহাব নিকট সর্ব্বজনকৃত এক বৎসবেব পাপের হিসাবপুস্তক দেখিয়া আমি একেবারে অবাক হইয়া পড়িলাম, তৎপরে কেবল কাঁদিতে লাগিলাম। অবশেষে আমার নিজকৃত পাপের হিসাব দেখিয়া, ক্রন্দনের বেগ সম্বরণে অসমর্থ হইয়া ডাক্ ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম। আমার নয়নাশ্রু তিনি একটী পাত্রে কবিয়া লইলেন,—বলিলেন, "এই অশ্রুবারি ঈশ্বরের চরণে দিয়া, তোমার হৃদয়ে শান্তি ও বল বিধানার্থ তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিব।" তিনি বিদায় পরিগ্রহ করিলে আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম—"হায়! জগতের নরনারীর জীবন এমন কেন? আমার সুবুদ্ধি নাই কেন?—তেজ নাই কেন?—ব্রাহ্মশক্তি নাই কেন? ব্রহ্মপ্রেমে মত্ততা নাই কেন?—আকাশের মত নির্ম্মল মন নাই কেন?—মনে আমার কলঙ্ক কেন? আমি কিরূপে আত্মশুদ্ধি করি? আমার বড় ইচ্ছা, লোকের নিকট

পবিত্রাণের সুসমাচার প্রচার করিব;—আত্মশুদ্ধি না হইলে,—বাক্য শুদ্ধিও মনশুদ্ধি, না হইলে শুদ্ধ, নির্ম্মল, ও মহৎ কথা সকল, কিরূপে, কোন কথায়, কোন্ মন লইয়া প্রচার করিব? অন্ধ হইয়া কিরূপে অন্যের পথ প্রদর্শন করিব? আহা! মহাত্মা ঈশা, চৈতন্য, নানক প্রভৃতির মন, কি সুন্দর, কি প্রেমিক, কি সবল ছিল,—আর হায়! আমার মন কি! তাঁহাদের মত হৃদয়, মন না হইলে জীবনে ফল কি? তাঁহারাই ত প্রকৃত মনুষ্য ছিলেন; আমার মনুষ্যত্ব কোথায়? আমি কি নির্লজ্জ! আমি মনুষ্যসমাজে থাকি কিরূপে? জীবন রাখি কিরূপে?" এই ভাবিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম, "লতা যেমন বৃক্ষকে অবলম্বন করিয়া থাকে, এবার হইতে তদ্রূপ সর্ব্ববিস্মৃত হইয়া ব্রহ্মাবলম্বনপূর্ব্বক জগদ্বাসী নরনারীর মঙ্গল সাধনে আত্মবিসর্জ্জন করিব।" শকাব্দ, একমনে আমার সকল কথা শ্রবণ করিতেছিলেন; জানি না,—কি জন্য তাহার চক্ষু হইতে কয়েক বিন্দু অশ্রুজল ভূমিতে পতিত হইয়াছিল। আমার কথা শেষ হইলে কহিলেন, "বৎস! দীর্ঘজীবী হও; ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি,—আমার রাজত্বের প্রথম হইতে চিরকাল তোমার জীবন, নিষ্কলঙ্ক থাকুক;—তুমি উৎসাহী হও,—ধর্ম্মবলে বলীয়ান হও; ঈশ্বরের যে ইচ্ছা, তোমার জীবনে এক্ষণে অল্প অল্প দৃষ্টমান হইতেছে, তৎসাধনের জন্য প্রস্তুত হইতে থাক।" তাঁহার কথা শেষ হইলে, আমি তাঁহার আশীর্ব্বাদে আনন্দ প্রকাশ করিলে পর, কথোপকথন সমাপ্ত হইল।

শ্রীনঃ———

☞ এই পত্রিকাসম্বন্ধীয় মূল্য ও পত্রাদি "আন্দুল পথিক-কার্য্যালয়, জেলা হাবড়া" ঠিকানায় শ্রীরাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর নিকট পাঠাইতে হইবে।

Published by Raj Narain Chakravarti.—Andul.
Printed by Ashutosh Ghose & Co. at the Albert Press.
37, Machuabazar Street, Calcutta.

REGISTERED No. 109.

পথিক।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দশ আনা, ডাকমাশুল ছয় আনা,

প্রতি খণ্ড পাঁচ আনা।

১ম খণ্ড] আষাঢ়— ১৮০০ শক। [৮ম সংখ্যা

সুধা না গরল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

অধীনস্থ রাজগণের প্রতি আদেশ ছিল যে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে কর প্রদান করিতে হইবে না বটে, কিন্তু নবাবের কোন বিপদ উপস্থিত হইলে, নিজ নিজ সৈন্য,—আবশ্যক মতে অর্থদ্বারাও সাহায্য করিতে হইবে। কার্য্য সফল হইলে, নবাব আপনার ইচ্ছামত, তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিতেন।

অতএব বলা বাহুল্য যে, মহারাজ সমরসিংহও এই নিয়মের অনুবর্ত্তী। সমরসিংহ বয়োবৃদ্ধিহেতু এক্ষণে নিজপুত্র অমরসিংহকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, সমগ্র সৈন্যের ভার তাঁহার উপরেই ন্যস্ত করিয়াছিলেন। অমরসিংহও নবাবের আবশ্যকানুসারে কয়েকবার গৌড়নগরে (তদানীন্তন মুসলমান রাজধানী) গিয়া নবাবের কার্য্যোদ্ধারপূর্ব্বক তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন ;—এমন কি, নবাব, তাহাকে আপনার দক্ষিণ হস্ত মনে করিতেন।

মহারাজ সমরসিংহের বিংশতি সহস্র পদাতি ও সার্দ্ধ দ্বিসহস্র অশ্বসৈন্য ছিল।

আমরা ইন্দ্রগড় সম্বন্ধে অধিকাংশ বিষয়ই প্রকাশ করিলাম, যাহা অবশিষ্ট রহিল, তাহা পরে বিবৃত হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অমরসিংহ ও হেমপ্রভা।

"কেন প্রিয়তম! তোমার এত ভাবান্তর উপস্থিত হইল? ভোজনে তৃপ্তি নাই, শয়নে নিদ্রা নাই, সেই সদা-প্রফুল্লমুখে হাস্য নাই, দাসীর সহিত সে সুমিষ্ট সম্ভাষণ নাই, যার দর্শন বাঞ্ছনীয় ছিল—যার মুখে হাসি দেখিবার জন্য কত কৌতুকের অবতারণা হইত,—যার নাম চিন্তার—কার্য্য আলোচনার বিষয় ছিল—এখন তার সহবাসেও যেন সুখ নাই,—আমোদ নাই—প্রবৃত্তি নাই;—কেন নাথ! এ সকল কেন হইল?"

সেই পূর্ব্ববর্ণিত প্রকোষ্ঠে বসিয়া পরদিন প্রভাত সময়ে একটি সুরূপা, নবযৌবনসম্পন্না কামিনী, যুবরাজ অমরসিংহের হস্তের উপর স্বীয় সুকোমল হস্তভার ন্যস্ত করিয়া, প্রেম-করুণা-প্রীতিপরিপূর্ণ নয়নে তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া অতি ধীর অথচ গম্ভীর ভাবে এই কয়েকটি কথা বলিলেন। যুবরাজ অনন্যমনা ও অনন্যচিত্ত হইয়া, রমণীর সেই শতদল-দলোপম-সুকোমল-সুশোভান্বিত-সরল-প্রেমপ্রতিম মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে ছিলেন। প্রভাত-বায়ু ঝির ঝির করিয়া মৃদুমন্দভাবে প্রবাহিত হইয়া রমণীর অবদ্ধ অলকাগুচ্ছ ইতস্ততঃ সঞ্চালিত করিতেছে;—অমরসিংহ দেখিতে দেখিতে আত্মবিস্মৃতপ্রায় হইলেন,—তাঁহার পূর্ব্বরাত্রের বিরক্তিভাব দূরগত হইয়া

ছিল। রমণীর বীণামধুর বাক্যাবলী শেষ হইলে, তিনি সস্নেহে তাঁহার ললাট-দেশ চুম্বন করিয়া কহিলেন—

"কেন, হেম। কিসে আমার ভাবান্তর দেখিলে? এইত বিলক্ষণ আনন্দের সহিত আমি তোমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছি!—অতএব, তোমার সহবাসে আমার অসুখ হয় এ কথা তুমি কি জন্য বলিলে?"

পাঠক মহাশয় বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই রমণী অমরসিংহের স্নেহময়ী পত্নী হেমপ্রভা। হেমপ্রভা পূর্ব্ববৎ ধীর ও প্রণয়পূর্ণস্বরে কহিলেন;—

"কেন বলিলাম, প্রাণেশ্বর। ভাবিয়া দেখ দেখি, আজ কয়েক দিন হইতে কি হইয়াছে? তোমার সে মুখসৌন্দর্য্য পরিপূর্ণ হাস্য কই? সে শরচ্চন্দ্রমরীচিবৎ হাস্যচ্ছটা কই? সে নীলমণিনিভ প্রীতিবিস্ফারিত নয়নের দীপ্তি কই? যে মূর্ত্তি দেখিয়া অভাগী হেম দেবতাজ্ঞানে পূজা করে, সে লোচন-শোভন মূর্ত্তি কই?"—দেখ দেখি—বলিয়া কামিনী সম্মুখস্থ প্রকাণ্ড মুকুরের আচ্ছাদন উন্মোচন করিলেন—"দেখ দেখি, কি ছিলে কি হইয়াছ? সুপ্রশস্ত, সুন্দর, প্রশান্তভাবব্যঞ্জক ললাটদেশ চিন্তারেখাঙ্কিত হইয়াছে; সুকোমল উজ্জ্বল গোলাবরাগরঞ্জিত গণ্ডদেশে কালিমা পড়িয়াছে, কণ্ঠাস্থি উন্নত, নশ্বর অঙ্গযষ্টি ক্ষীণ হইয়াছে;—তবে, নাথ, তবে এ সকল কি ভাবান্তরের লক্ষণ নয়?"

অমরসিংহ মুকুরমধ্যে স্বীয় প্রতিবিম্ব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন,—বুঝিলেন যে, হেম যাহা বলিতেছে, তাহার একটি কথাও মিথ্যা নয়—অতিরিক্ত নয়! তিনি অপ্রতিভ হইয়া অবনতমুখ হইলেন। হেমপ্রভা বলিতে লাগিলেন, —"উড়িষ্যা যুদ্ধ হইতে প্রত্যাগমন অবধি যে কি হইল, তাহা বুঝিতে পারিলাম না, সেই অবধিই তুমি এত চিন্তিত—এত অন্যমনস্ক, এত নির্জ্জনপ্রিয়!"

অমরসিংহের হৃদয়ে কিছু আঘাত লাগিল। তিনি অপেক্ষাকৃত দার্ঢ্য-সহকারে কহিলেন;—

"তোমার অনুমান নিতান্ত অমূলক নহে. যথার্থই আমি কয়েক দিন হইতে চিন্তান্বিত হইয়াছি, কিন্তু তাহার কারণ কি তুমি জান না?

হেমপ্রভা স্বামীর একান্ত আদরিণী, সুতরাং একটু পরুষ ভাবে কহিলেন—"তুমি কি কোন দিন বলিয়াছিলে?"

অমরসিংহ ঈষৎহাস্য সহকারে কহিলেন, "এত বড় দেশব্যাপক সংবাদ তুমি এখনও জানিতে পার নাই, আশ্চর্য্য কথা! ইহা ত দুর্গমধ্যে সকলেই জানে!"

হেমপ্রভা হাস্যমুখে কহিলেন—এই এক ভ্রম! দুর্গের মধ্যে সকল, ত তোমার সৈন্যগণ; তাহারা জানে বলিয়া আমি জানিব কি প্রকারে? আমিও কি সৈন্যশ্রেণীভুক্ত?

অমরসিংহ কহিলেন—"তুমি সৈন্যশ্রেণীভুক্ত কেন, সেনাপতি অপেক্ষাও উচ্চশ্রেণীভুক্ত; নতুবা আমার হৃদয় জয় করিলে কি প্রকারে?"

হেমপ্রভা একটু লজ্জিতা হইলেন; কহিলেন—"তাহা পারিলে আর এত সাধ্য সাধনা করিতে হইত না, কিন্তু এখন ব্যঙ্গ রাখ, প্রকৃত কথা প্রকাশ করিয়া না বলিলে আমি ছাড়িব না।"

অমরসিংহ বলিলেন "আমিও আর বলিব না, তোমার যাহা ইচ্ছা কর।"

হেমপ্রভা আদর পাইয়া গেলেন—ঈষৎ কোপভরে মুক্তাদামতুল্য সুদৃশ্য দশনে রক্তরাগরঞ্জিত অধর দংশন করিয়া, কুসুমধনুর কুসুমচাপের ন্যায় ভ্রূযুগ বক্র করিয়া উজ্জ্বল লোচনে বিলোল কটাক্ষ আরোপ করিয়া, অমরসিংহের দিকে চাহিলেন। অমরসিংহ বিদ্ধহৃদয় হইয়া কহিলেন "আর না, আমি বলিতেছি।"

হেমপ্রভা হাসিতে হাসিতে অমরসিংহের হস্ত ধরিলেন, হাসিতে হাসিতে কহিলেন "বল।"

অমর। "আর—যদি না বলি।"—

হেম। "এখনি হৃদয়ভেদ করিব।"

অমরসিংহ প্রণয়িণীর মুখ চুম্বন করিয়া মনে মনে কহিলেন;—

"তুমি জগতের এক অমূল্যরত্ন। কিন্তু আমি দুর্ভাগ্য, না বুঝিয়াই হৃদয়ে অগ্নি জ্বালিয়াছি। ইহা নির্ব্বাণ করা আমার সাধ্যাতীত, হয়ত ইহাতেই

দগ্ধ হইব, কিন্তু উভয় পক্ষেই তোমার অমঙ্গল।—আমি মরিতে পারি, কিন্তু তাহা হইলে পাপের উপর পাপ; আমি ইহ পরকাল উভয়ই নষ্ট করিতে বসিয়াছি! হা জগদম্বে!" ভাবিতে ভাবিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাব সংযত করিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন,—

"তবে শুন।" বলিয়া নিকটস্থিত ভিত্তিলম্বিত রাজবেশ হইতে একখানি পত্র লইয়া হেমপ্রভার হস্তে দিলেন।

হেমপ্রভা অতি রমণীয়-চরিত্রা। তিনি বয়সে ও স্বভাবে বালিকা বটেন, কিন্তু বুদ্ধিতে অদ্বিতীয় চতুরা। স্বামীকে বিষণ্ণ নিরানন্দ দেখিয়া তাঁহার মুখভঙ্গিতেই অন্তরস্থ দুঃখরাশি অনুভব করিয়া লইলেন, কিন্তু কিছু না বলিয়া পত্রের প্রতি মনোযোগিনী হইলেন। দেখিলেন, পত্রখানি নবাব সরকার হইতে আসিয়াছে। পত্রের আবরণে নবাবের নামাঙ্কিত মোহর রহিয়াছে। হেমপ্রভা পত্র পড়িতে লাগিলেন;—

পত্র।

মহারাজাধিরাজ শ্রীলশ্রীযুত ইন্দ্রগড়াধিপতি বাহাদুর

সুগোচরেষু

মহারাজ,

রাজধানীতে ভয়ানক গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছে। আমার কাফেরমন্ত্রী হোসেন বিদ্রোহ প্রচার করিয়াছে, জনরব, পামর পাঠানদের সহিত যোগ দিয়া এই ঘটনা ঘটাইতেছে। আবার শুনিতেছি, অন্যান্য রাজা ও জমীদারগণ উহারই পক্ষ, সুতরাং চারিদিকেই অগ্নি জ্বলিয়াছে। আমার প্রধান সেনাপতি মুরাদ খাঁ নরপিশাচ ও অর্থের দাস; সে প্রকাশ্যে কোন গোলযোগ করিতেছে না বটে, কিন্তু অন্তরের মধ্যে বিষধর পুষিয়াছে,—সময় পাইলেই হলাহল উদ্গীর্ণ করিবে। এই সকল ঘটনা বশতঃ আমি একবারে নিরাশার অন্ধকারে পড়িয়াছি, কিন্তু এ অন্ধকার মধ্যেও একমাত্র আশাজ্যোতিঃ—মহারাজের অনুগ্রহ ও কুমার অমরসিংহ।"—

হেমপ্রভা স্বামীর প্রশংসা পাঠ করিয়া হর্ষোৎফুল্লা হইলেন। পরে আবার পড়িতে লাগিলেন—

একমাত্র আশাজ্যোতিঃ—মহারাজের অনুগ্রহ ও কুমার অমরসিংহ। যদি মহারাজের কৃপায় এ যাত্রার উদ্ধার হইতে পারি, তবে চিরকাল গোলাম হইয়া থাকিব। মহারাজকে আমি একমাত্র বন্ধু মনে করি; আমার এই মহা বিষাদ সময়ে বন্ধুর কাজ করিবেন। মহারাজের সাহায্যে অনেকবার অনেক বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছি; কিন্তু এরূপ সাংঘাতিক বিপদে কখন পড়ি নাই। যাহাহউক, মহারাজ কুমারকে কহিয়া এ সংবাদ যতদূর পারেন গোপনে রাখিবেন, কি জানি, শত্রুপক্ষ জানিতে পারিলে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বসিবে। মহাত্মার সেনাবলই আমার একমাত্র অবলম্বন, সুতরাং বিপক্ষের সহিত তুলনায়, উহা তত প্রচুর নহে; এ জন্য আমি গোপনে নিজ বল দৃঢ়িষ্ঠ করিতেছি। মহারাজ আমার দ্বিতীয় পত্র প্রাপ্তি পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবেন। আশা করি, আমার প্রার্থনা নিষ্ফল হইবে না। ইতি হিজরি ৮৭৫ সাল, তারিখ ১৩ই ররিয়সসানি।

নিবেদক
মুজঃফর সা।
রাজধানী গৌড়।

পত্রপাঠ করিয়া রমণীরত্ন হেমপ্রভা একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। এই দীর্ঘনিশ্বাসের অনেকে অনেক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, স্বামীকে উপস্থিত ঘোর বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে, এই চিন্তাই উহার কারণ; কেহ কেহ বলেন, না তাহা নহে, তিনি অমরসিংহের পরাক্রমের বিষয় জানিতেন, বিশেষতঃ স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কা ভ্রমেও তাঁহার মনে স্থান পাইত না,—নবাবের এই উপস্থিত বিপদ দেখিয়া কোমলান্তঃকরণার হৃদয়ে লাগিয়া ছিল। যেটী সত্য হউক—তিনি একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন। পরে উদাস ভাবে স্বামীর প্রতি চাহিয়া স্নিগ্ধ নয়নে কহিলেন,—

"এইটী কি তোমার চিন্তার প্রকৃত কারণ?"

হেমপ্রভার বোধ হইতেছিল, তাঁহার স্বামী তাঁহার নিকট কোন কথা গোপনের চেষ্টা করিতেছেন, এইজন্য আধিক্লিষ্টস্বরে কহিলেন। অমরসিংহ কহিলেন—

"তোমার কি বোধ হয়? ইটী কি চিন্তার যথেষ্ট কারণ নহে?"

হেমপ্রভা যোড়হস্তে ছলছল নেত্রে কহিলেন—"দোহাই ঈশ্বরের। আমি কখন স্বামীর কথায় অবিশ্বাস করি নাই, কিন্তু আজ আমার প্রাণ কেমন করিতেছে, আজ যেন কেমন কেমন বোধ হইতেছে! যাহাইহউক, আমি দাসী—তুমি, প্রভু, আমার নিকট কোন কথা লুকান কি তোমার উচিত?"

অমরসিংহের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল; তিনি আপনার নিকট আপনি অপরাধী, পাছে আর কিছু বাহির হইয়া পড়ে, এজন্য মৌখিক হাস্যসহকারে কহিলেন—"তোমার বালিকাস্বভাব এখনও যায় নাই।" এই বলিয়া অপসৃত হইলেন।

হেমপ্রভা অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিলেন, শেষে ভাবিলেন "হবেও বা! আমি বুঝিতে পারিতেছি না;—কিন্তু পত্র ত কাল আসিয়াছে, আমি দেখিতেছি, ইনি তাহার অনেক পূর্ব্ব হইতে চিন্তিত। তবে সত্যই কি ইনি আমায় বঞ্চনা করিলেন? অথবা এ গোলযোগের কথা হয়ত পূর্ব্বেই শুনিয়া থাকিবেন।—তাহাই ঠিক—নতুবা এমন কি গুরুতর কথা আছে যে, আমায় লুকাইবেন? কিন্তু আমার কি দুর্ব্বুদ্ধি! আমি এতক্ষণ এই কথাটী বুঝিতে পারি নাই।" হেমপ্রভা বালির বাঁধ বাঁধিয়া বাহির হইলেন, এমন সময়ে তাঁহার একটা শিক্ষিত কাকাতুয়া বলিয়া উঠিল—

"সোহি রে আজু বুঝি শ্যাম কো হারাই।
"হামা পরবোধি পিয়া বরবেশে বিনোদিয়া,
চন্দ্রাকি কুঞ্জমে যাই।"

(ক্রমশঃ)

একটি কথা।

ক্ষুদ্রদেহী পথিক সকলের নিকট সমাদৃত হইয়াও হইতেছে না। ক্ষীণ কলেবর তাহার কারণ, এইজন্য অনেকেই পত্র খানি গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া মধ্যে মধ্যে দোষারোপ করিয়া থাকেন। আমরাও তাহা স্বীকার করি, এমন কি পাঠক পাঠিকাদিগের নিকট পাঠাইতে আমাদিগেরও অতিশয় লজ্জাবোধ হয়। কিন্তু পথিককে প্রাগুক্ত দোষে দোষী করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা আপনাদের মূল্য প্রেরণের দোষটী বিবেচনা করিয়া দেখেন না, এই বড় আক্ষেপের বিষয়। তাঁহারা পূর্ব্বেই যদি মূল্য প্রদানে বিশৃঙ্খলতা আরম্ভ করিলেন, তবে আর পথিকের ক্ষীণ দেহ কিরূপে পরিপুষ্ট হইতে পারে? তাঁহারা এইটী কি জানেন না যে, ছায়া কায়ানুবর্ত্তিনী; বঙ্কিমবৃক্ষের ছায়া কিরূপে সরল হইবে? পাঠক মহাশয়গণের যে পথ, পথিকেরও সেই পথ। অতএব পথিককে অপরাধী করিতে হইলে অগ্রে আপনাকে অপরাধী বিবেচনা করিতে হয়, এই কথাটী পাঠক মহাশয়গণ স্মরণ রাখিবেন। এত দিন আমরা কাহাকেও কিছু বলি নাই; কিন্তু না বলিলে আমাদিগকে প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে পথিকের অর্দ্ধ আনা মূল্য স্থিরীকৃত হইয়াছে, এবং বোধ হয় পথিক তাঁহাদের মহামূল্য ৴১০ অর্দ্ধ আনার কার্য্য করিয়া থাকে, তবে কেন তাঁহারা মূল্য প্রদানে এত বিশৃঙ্খলতা করেন? পাঠক মহাশয়! আপনি বিবেচনা করিয়া দেখুন দেখি, যদি মাসিক ৴১০ পয়সা ফেলিয়া রাখিবেন, তবে পথিক "ঘরের খেয়ে বনের মোষ কতদিন তাড়াইবে" কাগজ খানি পাইবা মাত্র পয়সা দুইটী ফেলিয়া দিলে এতদিন কি পথিক ক্ষীণদেহী থাকে? এক্ষণে সকলের নিকট এই নিবেদন, আপনারা যদি কাগজ পাইবামাত্র মূল্য প্রদান করেন তাহা হইলে পথিককে শীঘ্রই হৃষ্টপুষ্ট কলেবরে আপনাদের সমীপে যাইতে দেখিবেন।

শ্রীরাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তী।

☞ এই পত্রিকাসম্বন্ধীয় মূল্য ও পত্রাদি "আন্দুল পথিক-কার্য্যালয়, জেলা হাবড়া" ঠিকানায় শ্রীরাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর নিকট পাঠাইতে হইবে।

Published by Raj Narain Chakravarti.—Andul.
Printed by Ashutosh Ghose & Co. at the Albert Press.
37, Machuabazar Street, Calcutta.

REGISTERED No. 109.

পথিক।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ছয় আনা, ডাকমাসুল ছয় আনা,
প্রতি খণ্ড অর্দ্ধ আনা।

১ম খণ্ড] শ্রাবণ—১৮০০ শক। [৯ম সংখ্যা

আত্মশান্তি।

শান্তি পরম সুখের আকর। ইহলোকে কে না শান্তি প্রার্থনা করিয়া থাকে? আত্মশান্তি সকলেরই প্রার্থনীয় পদার্থ। কিন্তু শান্তির অভাবে জগতের অধিকাংশ লোককেই আক্ষেপ করিতে দেখা যায় কেন? শান্তির অভাবে লোকের কপোল প্রদেশ দুঃখের অশ্রুধারায় আর্দ্র হয় কেন? শান্তির অভাবে নর নারীর অন্তর ক্ষুণ্ণ ও শিরোদেশ কুঞ্চিত হয় কেন? মুখমণ্ডলে বিরক্তি ও কাতরতার চিহ্ন পরিলক্ষিত হইবারই বা হেতু কি? যাঁহাকে দর্শন করিলে হৃদয় শান্ত ও পুলকিত হয়,—যাঁহাকে স্পর্শ করিলে শরীর স্নিগ্ধ হয়, সেই শান্তিদাতা পরমেশ্বরের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনই এই সকল অশান্তি-পরিচায়ক বিড়ম্বনার মূল-কারণ। সংসারের অনেক লোকের মুখেই শ্রবণ করা যায়, "এসংসারে সুখ নাই,—আনন্দ নাই—কল্যাণ নাই; নানা বিষয়িণী চিন্তা প্রতিনিয়তই অন্তঃকরণকে নিপীড়িত করিতেছে; এ সংসারে শান্তি অতি দুর্ল্লভ পদার্থ।" এই সকল আক্ষেপোক্তি শ্রবণ করিলে হৃদয়ে সাতিশয় দুঃখ উপস্থিত হয়; সাধারণের অনভিজ্ঞতার জন্য মনে মনে প্রভূত ক্লেশ-

সঞ্চার হইয়া থাকে। পরমকরুণাময় ঈশ্বর ধরাধামকে ত অশান্তিধাম করিয়া স্বজন করেন নাই; তিনি ত সংসারিকচিন্তারূপ ঘরট্ট যন্ত্রে পিষ্ট হইবার জন্য আমাদিগকে অবনীমণ্ডলে প্রেরণ করেন নাই;—তিনি ত আমাদিগের শত্রু নহেন। তাঁহার মত বন্ধু নাই;—তাঁহার মত আত্মীয় নাই;—তাঁহার মত হিতাকাঙ্ক্ষী আর দ্বিতীয় নাই। তাঁহারই আদেশানুসারে যদি সকল লোক সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত, তাহা হইলে কাহাকেও ঈদৃশ কাতরতা সম্ভোগ করিতে হইত না; প্রত্যুত সকলেই আত্মশান্তির মর্ম্মজ্ঞ হইতে পারিত। তাঁহার প্রতি যাঁহারা আত্মনির্ভর করেন, তাঁহারাই আত্ম-শান্তির সুখময় উন্নত মঞ্চে অধিরোহণে সমর্থ হয়েন।

যাঁহাদিগের হৃদয় ঈশ্বর-প্রেমে পূর্ণ, ও জীবন যাবতীয় সদ্গুণের আধার, তাঁহারাই আত্মশান্তি সম্ভোগ করিবার অধিকার লাভ করেন। যাঁহারা ঈশ্বরকে অবলম্বন করিয়া,তাঁহারই প্রীতি সাধনার্থ নিরাসক্ত ভাবে সাংসারিক কার্য্যসকল সমাধা করেন, সেই প্রফুল্ল হৃদয় সল্লোকেরাই আত্মশান্তির অধি-কার লাভে সমর্থ হয়েন। সমস্ত নরনারীকে যাঁহারা ভ্রাতাভগিনীর ন্যায় দর্শন করেন, অখিল সংসারকে যাঁহারা জগত জননীর সংসার জানিয়া, ইহলোকে সকলে মিলিয়া সদ্ভাবের সহিত অবস্থান করিতে প্রয়াস করেন, সেই সাধু সদাশয়েরাই আত্মশান্তির মধুময় ভাব আস্বাদন করিয়া চরিতার্থ হয়েন।

যাঁহারা আত্মশান্তি লাভ করিবার অভিলাষ করেন, তাঁহাদিগের সর্ব্ব-প্রথমে অন্তঃকরণকে নির্ম্মল করিতে হইবে। ব্রহ্ম-সন্তানের হৃদয়ে পাপাসক্তি থাকিবে? ঈশ্বরের পুত্র নীচ প্রবৃত্তির দাস হইবে? পরমদেবতা পরমেশ্বরের রাজ্যে নিতান্ত বিসদৃশ ব্যাপার। হৃদয় যদি রিপুগণের অত্যাচারে দগ্ধ হইতে লাগিল, তবে শান্তিলাভ কিরূপে সম্ভবে? হৃদয়ের মধ্যে যাহার, কোটি শত্রু অবস্থান করে, সে ব্যক্তি শতযুদ্ধজেতা সেনাপতি হউক, দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ হউক, আর সসাগরা ধরার অদ্বিতীয় অধিরাজই হউক,—আত্মশান্তি উপভোগ করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে!

আত্মশান্তি যাঁহাদিগের প্রার্থনীয় পদার্থ,—বাসনার দাস না হইয়া কেবলই ঈশ্বরের দাস হইয়া থাকা, তাঁহাদিগের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য। বিলাস-বাসনাকে ঘৃণা করিতে হইবে; নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া মিতাচার-সহকারে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে; অনর্থক চিন্তার বিষয় বৃদ্ধি না করিয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ হইয়া থাকিতে হইবে। ঈশ্বরকে পরমাশ্রয় মানিতে হইবে। পরলোককে সুখনিকেতন ও আমাদিগের অনন্তকালের বাসস্থান বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে। যখন যে কার্য্যটি করা উচিত বোধ হইবে, লোকানুগ্রহের প্রতীক্ষা না করিয়া,—কেবল ঈশ্বরের প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়া,—তৎকার্য্য সমাধা করিতে হইবে। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসের ক্ষীণতা থাকিলে লোকে অনেক স্থলে কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হয়; কিন্তু কর্ত্তব্যপালনই আত্মশান্তির প্রকৃষ্ট উপায়। কর্ত্তব্যবোধ মনুষ্যকে যেমন সংসারে ঘোর আসক্ত হইতে বলে না, তেমনই অলস ও অকর্ম্মণ্য হইতেও নিষেধ করে।

ঈশ্বরপ্রেমে মগ্ন হইয়া,—নির্ম্মল ও সরল চিত্ত হইয়া,—যাবতীয় নরনারীকে প্রেমের চক্ষে,—আদরের চক্ষে দর্শন করা আত্মশান্তিলাভার্থিদিগের তৃতীয় কর্ত্তব্য। 'কেহই আমার শত্রু নহে, কেহই আমার পর নহে'—এই ভাব হৃদয়ে জাগ্রত রাখিতে হইবে। সহোদর-সহোদরার প্রতি যেমন রক্তের আকর্ষণ থাকে, তেমনই হৃদয়ের আকর্ষণে সমুদায় নরনারীকে আকৃষ্ট করিতে হইবে। হিংসা বিদ্বেষ থাকিবে না; বঞ্চনা, ধূর্ত্ততা থাকিবে না;—অহঙ্কার, অভিমান থাকিবে না। মনুষ্যের পশুত্ব দূরীভূত করিয়া তাহার স্থলে দেবত্বকে স্থাপন করিতে হইবে। আপাততঃ এই সকল কর্ত্তব্যপালন দুরূহ ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু হৃদয় যতই নির্ম্মল হয়, কৃপাসিন্ধু পরমেশ্বরকে যতই হৃদয়স্থ করা যায়,—যতই তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, অবলম্বনের অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করা যায়, ততই এ সকল ব্যাপার সহজসাধ্য হইয়া আইসে।

সকলেই আত্মশান্তির প্রার্থী। সদুপায় অবলম্বন করিয়া যদি সকলেই শান্তি সম্ভোগের অধিকারী হয়েন, তাহা হইলে জগৎ অতি সুখের স্থান

হইয়া উঠিবে। ধরাধামে স্বর্গের বিমল ছবি সুপ্রকাশিত হইবে। দুঃখি-তাপিদিগের সকল ক্লেশ অন্তর্হিত হইবে। অন্যথা পক্ষে এই পৃথিবী চির-কালই দুঃখের পৃথিবী, ক্রন্দনের পৃথিবী থাকিবে। সুখ শান্তি এ পৃথিবী কখন দেখিতে পাইবে না।

গ্রীষ্মবর্ণন।

প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড এবে ঘোরতর দাপে,
ধরাবাসিজনে তাপে দেখি মহাতাপে;
কাঁপাইছে মেদিনীরে, মেদিনী ত কাঁপে,
ধরাবাসী মরা-মত তায় কাল যাপে।
চৌদিকে বিস্তারি কর কাঁপাইছে যত নর,
কাঁপাইছে প্রাণিবৃন্দে ভীমতর ভাবে,
তাপে তপ্ত নর দেহ বারি-আশে রহে কেহ,
ভাবে কেহ এইবার বুঝি প্রাণ যাবে।
নাহি রে বসন্ত কাল ভাবিতাম যারে,
ঋতু-মাঝে রাজা হ'তে এই শুধু পারে।
সব দিকে সুখ দিতে পারে সেই জানি,
তাই তারে অতি প্রিয় বলি' মনে মানি।
নাহি সে বসন্ত ঋতু সুখময় ভাব-সেতু,
গিয়েছে ;—এখন দেখি অতি উগ্রসাজে,—
সাজিয়াছে গ্রীষ্ম ভবে দেখে ভীত মনে সবে ;
তারি ডঙ্কা শুনি এবে ঘন ঘন বাজে।
মৃদু মৃদু বায়ু ছিল সেবা দিত যাহা
কোথা গেল এবে হায়, কে হরিল তাহা ?
শান্তিময় ভাব সেই সুখ দিত যাহা,
দেখি না ত, কোথা গেল, কে হরিল তাহা ?

ক্লেশকর রবিকর অতিশয় খরতর,
নিদাঘ-সময়ে এই পাই দেখিবারে ;
দেহ যেন জ্বলে যায়, এ দুখ কি সহা যায়,
তাপ-বিনা এই তাপ কে সহিতে পারে ?
নিদাঘ-মধ্যাহ্ন নামে নবহৃদি কাঁপে,
কার সাধ্য স্থির হয় তার মহাদাপে ?
কেহ কেহ ঘন ঘন তালবৃন্ত নাড়ে,
কেহ বা শরীর হতে বস্ত্র-আদি ছাড়ে।
অভাগা পথিক, হায়, কতই না ক্লেশ পায়,
মধ্যাহ্ন-সময়ে এই পথে চলিবারে,
ছাতা আছে মাথা'পরে, সে কেমনে ক্লেশ হরে,
চৌদিকের অগ্নিতাপ কে হরিতে পারে ?
পথে আছে বালুকণা সেও মাথা নাড়ে,
মহাদাপে ঘন ঘন হুহুঙ্কার ছাড়ে।
বলে সে পায়েতে তুমি দলিতে যে আগে,
দেখ, হে পথিক ! এবে কত তেজ জাগে,
বরঞ্চ রবির কর সহিবারে পারে নর,
শুধু পায়ে বালি'পরে যেতে কিন্তু নারে,
যার তাপে তাপ এর তার চেয়ে তাপ ঢের
এমন বিক্রম বল কে ধরিতে পারে ?
এই রূপে চারিদিকে নিদাঘের তাপে,
কত তাপ !—মহাতাপ,—কাঁপি যার দাপে।
শান্তিময় ভাব সেই সুখ দিত যাহা,
দেখি না ত, কোথা গেল, কে হরিল তাহা ?
কেবলি পিপাসা পায় এ তাপ কি সহা যায়,
মানুষের প্রাণ পারে কত সহিবারে ?

ক্লেশকর রবিকর অতিশয় খরতর,
নিদাঘ-সময়ে এই পাই দেখিবারে,
কাঁপাইছে মেদিনীরে, মেদিনী ত কাঁপে,
ধরাবাসি-মরা-মত তায় কাল যাপে।

সুধা-না গরল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মুজঃফর সা।

[প্রথম পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে ভ্রমক্রমে ৮৮৫ বঙ্গাব্দ লেখা হইয়াছিল, উহা ৮৭৫ বঙ্গাব্দ বা ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দ হইবে।]

আমরা যে সময়ের ঘটনা লইয়া এই আখ্যায়িকা আরম্ভ করিয়াছি, তৎকালে সুবিখ্যাত নবাব মুজঃফর সা বঙ্গসিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। ইতিহাসজ্ঞ পাঠকবর্গ কিছু না কিছু এই নবাবের বিষয় অবগত আছেন; তথাপি আমরা এই পরিচ্ছেদে তাঁহার জীবনী ও তদানুসঙ্গিক কয়েকটি স্থূল স্থূল কথা বলিব।

বক্তিয়ার খিলিজীকর্ত্তৃক বঙ্গজয়ের পর প্রায় দেড়শত বৎসরপর্য্যন্ত বঙ্গদেশের শাসনকার্য্য একপ্রকার সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল,—অন্ততঃ দেশমধ্যে তত আত্মবিদ্রোহ উপস্থিত হইত না। কিন্তু গায়েশউদ্দীনের মৃত্যুর পর হইতে এই বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। গায়েশের অন্ধ ভ্রাতা ও তাহাদিগের পুত্রেরা নবাবের প্রতি জাতক্রোধ হইয়াছিল, তন্মধ্যে একজন তদানীন্তন পরাক্রমশালী হিন্দুজমীদার গণেশরায়ের সাহায্যে গায়েশের পৌত্রকে সিংহাসনচ্যুত করে, কিন্তু ইহাতে তাহার বিশেষ কোন লাভ হইল না, উক্ত গণেশরায়ই

সিংহাসনাধিরোহণ করিলেন। ইটি বঙ্গের একটি সৌভাগ্যের দিন সন্দেহ নাই,—বঙ্গবাসিমাত্রেরই ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

গণেশরায় অতি উদারপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি রাজাসন গ্রহণ করিয়া মুসলমানদিগের প্রতি বিদ্বেষ্টা হওয়া দূরে থাকুক, উভয় জাতিকে একভাবে দৃষ্টি করিতেন ; এজন্য তাঁহার মৃত্যুর পর মুসলমানেরা তাঁহার শব সমাধি দিবার জন্য এবং হিন্দুরা দাহ করিবার জন্য বিবাদ উপস্থিত করে।—যাহাহউক তিনি পরলোকগত হইলে তদীয় পুত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার বিশ্বাস রহিল না, তিনি মহম্মদীয় ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া, চৈতমল নামে বিখ্যাত হন। পরে তাঁহার পুত্র আহম্মদ সা নিঃসন্তানে লোকান্তর গত হইলে ১৪২৬ খ্রীষ্টাব্দে এই হিন্দুরাজপরিবারের উচ্ছেদদশা প্রাপ্তি হয়।

ক্রমশঃ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। হিতৈষী...(মাসিক পত্র) শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন রুদ্র কর্ত্তৃক সম্পাদিত। বিগত জানুয়ারী মাস হইতে এই পত্র খানি প্রচারিত হইতেছে। মূল্য।৵০ ডাকমাশুল।৵০ পত্রিকার কলেবরের সহিত মূল্যের তুলনা করিলে স্বীকার করিতে হয়, যে মূল্য যথেষ্ট ন্যূন করা হইয়াছে।

আমরা ইহার ১ম, ২য়, ৫ম, ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা দেখিয়াছি। ক্রমশঃ যে পত্রিকার রচনা প্রভৃতির উন্নতি হইতেছে, তাহা আমরা বলিতে পারিতেছি না। ১ম সংখ্যার "নব বর্ষ" আখ্যাত ও ২য় সংখ্যার "পৈতৃক ধর্ম্ম পালনীয় কি না" আখ্যাত প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট হইয়াছে।—৫ম সংখ্যার "অনুতাপ"শিরোনামক প্রবন্ধটি ভাল হয় নাই; বোধ হইল, লেখক "অনুতাপের" প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইতে পারেন নাই।

যাহা হউক হিতৈষীর উদ্দেশ্য উন্নত। প্রথম প্রস্তাব আত্ম-পরিচয়ে হিতৈষী লিখিয়াছেন,—"পরলোক লক্ষ্য করিয়া ইহলোকের সামাজিক রীতি নীতি পর্য্যালোচনা করা ও নিরপেক্ষ হইয়া সত্যের পক্ষ সমর্থন করা ও ন্যায় ও সত্য ও দয়াসঙ্গত প্রস্তাবাদি প্রকটনদ্বারা পাঠকবৃন্দের অন্তঃকরণকে উন্নত ও চরিত্র পবিত্র করা, বিশেষতঃ চরমে পরম পদার্থ লাভ ও অনন্ত জীবনের পথ প্রদর্শন করা অত্যল্পসংখ্যক সংবাদ পত্রের (?)উদ্দেশ্য। অতএব এই ক্ষেত্রে হিতৈষীর যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।" হিতৈষীর আদর্শ, চিন্তা ও আশার সহিত, আমাদিগের ঐকমত্য না থাকিলে ও হিতৈষীর এই সুন্দর উদ্দেশ্যটি পাঠ করিয়া আমরা সাতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। হিতৈষী খ্রীষ্টান ; পথিক খ্রীষ্টান নহেন। কিন্তু ধর্ম্মালোচনা ও ধর্ম্মপরায়ণতার সমৃদ্ধি সাধন উভয়েরই অভিপ্রেত। যদি ন্যায় ও প্রেমের সামঞ্জস্য করিয়া যুক্তির সহিত হিতৈষী কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করেন, তাহা হইলে আমরা আর ও প্রীতি লাভে সমর্থ হইব।

২। ভক্তরক্ষা…(কবিতাময় গ্রন্থ) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র চন্দ্র মিত্র প্রণীত।

মূল্য দুই আনা ; ডাক মাশুল সহিত ৶০।

গ্রন্থকারের সহিত পথিকের যেরূপ নিকট সম্বন্ধ, তাহাতে এই গ্রন্থ-সম্বন্ধে মত প্রকাশ করা যুক্তিযুক্ত নহে। তবে আমরা যে এক্ষণে ইহার উল্লেখ করিতেছি, তাহার অন্য কারণ আছে। গ্রন্থকার পথিকের গ্রাহকদিগকে এই গ্রন্থ অর্দ্ধ মূল্যে প্রদান করিবেন। পথিকের গ্রাহকবর্গ পথিককার্য্যালয়ে এক আনা পাঠাইলেই পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন। ডাকে পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল এক আনা দিতে হইবে। গ্রন্থখানি কিরূপ হইয়াছে, ইহা যদি কেহ জানিতে চাহেন, তাহা হইলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, গ্রন্থখানি "সোমপ্রকাশ", "এডুকেশন গেজেট" প্রভৃতি পত্রিকায় প্রশংসিত হইয়াছে।

☞ এই পত্রিকাসম্বন্ধীয় মূল্য ও পত্রাদি "আন্দুল পথিক-কার্য্যালয়, জেলা হাবড়া" ঠিকানায় শ্রীরাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর নিকট পাঠাইতে হইবে।

Published by Raj Narain Chakravarti.—Andul.
Printed by Ashutosh Ghose & Co. at the Albert Press.
37 Mechuabazar Street, Calcutta.

REGISTERED No. 109.

পথিক।

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

১ম খণ্ড] ভাদ্র—১৮০০ শক। [১০ম সংখ্যা

ভ্রাতৃবিয়োগে পরলোকবাসিনী মাতৃ-উদ্দেশ।

[রচয়িতার জননী, বহুদিন হইল, লোকান্তরিতা হইয়াছেন; সম্প্রতি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু হইয়াছে। সেই মৃত্যুর পরেই এই কবিতাটী লিখিত হইয়াছে।]

[১]

বহুদিন হয়েছে, জননি!
তুমি আমা-সবাকারে, ফেলে রাখি এ সংসারে,
দেবলোকে করেছ প্রয়াণ;
আজি কি দেখিবে ফিরে, ভাসিতেছি নেত্রনীরে,
অনুজের শোকে কাঁদে প্রাণ।
তুমি মা গিয়েছ চলে, পরিহরি অবহেলে,
একবার ভাবনিকো মনে,—
তুমি গেলে আমাদের, ক্লেশ দুঃখ হবে ঢের,
ধারা সদা বহিবে নয়নে।

[২]

আজ কি গো চাহিবে, জননি?

চারিপুত্র রেখেছিলে, আজ মা নয়ন মেলে,
দেখ দেখ তিন বই নাই ;
সকলের ছোট যেটী, কোথা চলে গেল সেটী,
দেখ এসে ডাকি তোমা তাই।
আমাদের কাঁদাইয়ে, জনকেরে ব্যথা দিয়ে,
অনায়াসে ত্যজিল সবায়,
কাঁদিলেও চাহিল না, ডাকিলেও আসিল না,
কোথা গেল ভাই মোর, হায় !

[৩]

শোন আজ শোন, গো জননি !
বল দেখি কি রূপেতে, আমা সবে সহজেতে,
ত্যজেছ গো তুমিও, জননি !
শোকের উপর শোক্, শোকাগ্নির বড় রোক্,
জ্বলে মনে দিবস রজনী।
পূর্ব্বকাণ্ড যত আজ, পরিয়া নবীন সাজ,
হৃদয়েতে হয়েছে উদয় ;
তাই মা দ্বিগুণ কাঁদি, সবাই গো প্রতিবাদী,
দেখে না কো কেহ এ সময়।

[৪]

দেখে যাও আজি, গো জননি !
তব আদরের ধন, সুকোমল সুরতন,
চলে গেছে না হ'তে সময়,
কোথা মা সে গেল এবে, জীবনের উষা সবে,
উদয় না হ'তে অস্ত হয়।
এ যে অপরূপ কথা,— হৃদয়েতে মর্ম্মব্যথা,
লেগেছে মা ইথে অতিশয়,

যত মুছি পড়ে তত, অশ্রুবারি অবিরত,
মুছাতে সে পারে এ সময়।

[৫]

সে কি আর ফিরিবে, জননি ?
মা হ'য়ে তুমি গো যবে,— কাঁদি কাঁদি মোরা সবে,—
ডাকিলেও ফেরনি তখন,
হায়, সেই ভাই মোর, মোদের যাতনা ঘোর,
বুঝিয়া কি ফিরিবে এখন ?
কেমনে ধৈরয ধরি, বল না মা ত্বরা করি,
একবার এস না, জননি !
এস তা'রে সাথে ল'য়ে, দেখি আনন্দিত হয়ে,
অশ্রুজল মুছি গো অমনি।

[৬]

কাঁদিতে কি বাঁচিব, জননি ?
চৌদিকে ক্রন্দন-হেতু, ভেঙ্গেছে আনন্দসেতু,
শোকার্ণবে পড়ে কাঁদি তাই,
মা বিনে যে দুঃখ প্রাণে, নাহি যা'র সেই জানে,
তা'য় পুনঃ হারাইনু ভাই।
ইথে আমি না কাঁদিলে, বল বল মহীতলে,
কার তরে থাকিবে ক্রন্দন ?
সংসারে দুঃখের সৃষ্টি,— যেন হলাহল বৃষ্টি,
কার শিরে হইল পতন ?

[৭]

এক কথা বলি, গো জননি ?
বড় যে সে বেঁচে রয়, ছোট অন্তর্হিত হয়,
জগতের একি রীতি, হায় !

আমি আছি বেঁচে হায়, ছোট ভাই ছেড়ে যায়,
স্মরি আমি পুড়ি যাতনায়।
ফেটে যায় বুক মোর, এ যে মা যাতনা ঘোর,
এস না মা, সাথে ল'য়ে তা'রে,
এস ডাকি বার বার, যাতনা সহে না আর,
এসে থাক, লয়ে সবাকারে।

বিবাহ।

বিবাহ ঈশ্বরের বিধি। কোন ব্যক্তি লিখিয়াছেন,—"হৃদয়ে হৃদয়ে, আত্মাতে আত্মাতে, মনে মনে যে সর্ব্বাঙ্গীন সম্মিলন, তাহাই প্রকৃত বিবাহ।" বাস্তবিক তদ্বিধ সম্মিলন না হইলে, নর নারীর মধ্যে প্রকৃত প্রণয়, গাঢ় অনুরাগ কিরূপে সঞ্চারমান হইবে? নির্ম্মল নিরুপম ঘনিষ্ঠতা ও অনুরাগ যে দম্পতির হৃদয়ের অভ্যন্তরে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা কিরূপে পরস্পরে পরস্পরকে হৃদয়ে লইয়া বহন করিবে? মনুষ্যস্রোতঃ প্রবহমান রাখিবার জন্য ও মনুষ্যহৃদয়ে প্রীতি, স্নেহ, অনুরাগ প্রভৃতি বৃত্তিনিচয়ের বিকাশ সংসাধনার্থ, ঈশ্বর বিবাহবিধি প্রচলিত করিয়াছেন। কোন পণ্ডিত প্রকৃত বিবাহকালীন বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন,—"পুষ্পদলের উপরিস্থ দুই বিন্দু শিশির ঢল ঢল করিয়া অবশেষে যেমন গড়াইয়া এক হইয়া যায়, সেইরূপ যেন দুইটী আত্মার পবিত্র প্রণয় একত্রে মিশিয়া যাইতেছে।" বাস্তবিক বিবাহের ভাব এইরূপই বটে। কামবৃত্তির চরিতার্থতাসাধন, যে বিবাহের উদ্দেশ্য, সে, বিবাহ নহে। বিবাহ সংস্কারের একটী সুন্দর ও নির্ম্মল অনুষ্ঠান।

এই প্রস্তাবে প্রথমতঃ বিবাহের বৈধাবৈধ বর্ণনা করিয়া পরে বিবাহের রীতি, পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা যাইবে। বিবাহ যখন মানবসমাজের মঙ্গলকর অনুষ্ঠান, বিবাহ যখন ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা, তখন প্রকৃত সময়ে বিবাহিত হওয়া যে সাধারণের পক্ষে কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কোন ব্যক্তি লিখিয়াছেন,—"বিবাহ একটী প্রধান সামাজিক কার্য্য;

বিবাহ হইলে মনুষ্য সংসারী হয়, সন্তান হইলে তাহার সংসারবন্ধন আরও দৃঢ় হয়।"*

কিন্তু ঈশ্বর পৃথিবীর কল্যাণের জন্য যেমন এই বিবাহ-ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছেন, তেমনই কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে বিবাহ না করাও পৃথিবীর কল্যাণের জন্য তাঁহার অভিপ্রেত। যে সকল রোগ বংশ-পরম্পরায় স্থায়ী হয়, সেই সকল রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগের বিবাহ করা যে নিষিদ্ধ, তাহা কে অস্বীকার করিবে? যে রোগে, নিজে ব্যথিত, যন্ত্রণাগ্রস্ত,—কোন সদয় ব্যক্তি, পিতা হইয়া নিজ পুত্রকে সেই রোগযন্ত্রণায় অভিভূত দর্শন করিতে আকাঙ্ক্ষা করিবে? নিঃসম্বল অকর্ম্মণ্য ব্যক্তিকেই বা কোন্ সহৃদয় ব্যক্তি, দারপরিগ্রহ করিতে পরামর্শ দিতে পারেন? এতদ্বিধ লোকের পক্ষে বিবাহ যেমন নিষিদ্ধ, জগতে আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁহাদিগের পক্ষেও বিবাহ করা তদ্রূপ অকর্ত্তব্য হইতে পারে। যাঁহারা নিজ জীবনকে জগতের কোন গুরুতর ব্যাপারের জন্য উৎসর্গ করেন, সেই সুমহৎ মঙ্গলকর ব্যাপার সাধনার্থ যদি তাঁহাদিগের অন্য কার্য্য ও অন্য চিন্তার অবসর পর্য্যন্ত না হয়, তবে তাঁহাদিগের পক্ষে, বিবাহ না করিলে পাপ জন্মে না। যে ব্যক্তি নিজ জীবনে কেবলই দেশ বিদেশে ঈশ্বরের নাম ও মহিমা কীর্ত্তন এবং তাঁহার শুভকর নিয়মাবলী প্রচার করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইয়াছেন,—রৌদ্র বৃষ্টি তুচ্ছ করিয়া যিনি তন্নিমিত্ত কেবল পরিব্রাজক-জীবনই বহন করিবেন,—নিশ্চয় করিয়াছেন,—কোথায় ভারতবর্ষ, কোথায় আরব, কোথায় নবজীল ও,

* মহাত্মা আর্ভিং [Irving] ও যথার্থ লিখিয়া গিয়াছেন,—"And indeed I have observed, that a married man falling into misfortune is more apt to retrieve his situation in the world than a single one, partly because he is more stimulated to exertion by the necessities of the helpless beings who depend upon him for subsistence; but chiefly because his spirits are soothed and relieved by domestic endearments, and his self-respect kept alive by finding that though all abroad is darkness and humiliation, yet there is still a little world of love at home, of which he is monarch."

আর কোথায় আমেরিকা মহাদ্বীপ, কিছুরই দূরত্বকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যে ব্যক্তি বিভুনাম ঘোষণা করিতে প্রতিজ্ঞাপরায়ণ হইয়াছেন,—দেশে বিদেশে যাবতীয় লোকের মঙ্গলের জন্য যিনি অবসরবিহীন হইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কোন্ বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেই পরিব্রাজকের পক্ষে বিবাহ, একান্ত সঙ্গত ও বিধেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন? ধর্ম্মপ্রচারকমাত্রেরই যে বিবাহ অকর্ত্তব্য, লেখকের এরূপ বিশ্বাস নহে। কিন্তু যে পরিব্রাজকের ছবি উপরে প্রকাশিত হইল, তাঁহার পক্ষে যে নিষিদ্ধ হইতে পারে, তাহা বর্ত্তমান প্রস্তাব-লেখক কেন,—বোধ করি, সহৃদয় মহাত্মারাই স্বীকার করিবেন। যদি কেহ আপত্তি করিয়া উল্লেখ করেন, যে সেই পরিব্রাজক যদি বিবাহ করিতেন, তাহা হইলে প্রীতি, অনুরাগ প্রভৃতি মনোবৃত্তিসকল বিকসিত হইয়া, তাঁহার হৃদয়কে সমধিক সরস করিতে পারিত। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। যাঁহারা নর নারীর দ্বারে দ্বারে ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য ঐরূপ দ্রুত-ভ্রমণ ব্রত গ্রহণ করেন, সমস্ত লোকের প্রতি তাঁহাদিগের হৃদয়েরর গাঢ় অনুরাগ স্বঃতই ধাবিত; নর নারীর পাপের জন্য ক্রন্দন করিতে করিতে তদ্বিমোচনার্থ তাঁহারা বিদ্যুদ্গতি পরিব্রাজকের বেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং প্রতিপন্ন হইল, যে বিবাহ না করিলে এই শ্রেণীর লোকদিগেরও পাপ স্পর্শে না। কিন্তু প্রোক্ত উভয় শ্রেণীর লোকই জগতে বিরল।

বিবাহের রীতি পদ্ধতি বিষয়ে এক্ষণে কথঞ্চিৎ উল্লিখিত হইবে। ভারতবর্ষে প্রাচীন কালে ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, আসুর ও পৈশাচ এই অষ্টবিধ বিবাহ-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে শেষোক্ত তিন প্রকার রীতি বিবাহ-পদ-বাচ্য হইতে পারে না। এই তিন প্রকার রীতিতে বিবাহের উচ্চভাবের অণুমাত্র আভাস নাই; প্রত্যুত পশুভাবের ছবি জাজ্বল্যতর রূপে দৃষ্টমান হইয়া থাকে। স্বয়ংবর-প্রথা অনেকাংশে উত্তম। ইন্দুমতির সহিত অজরাজার ও দময়ন্তির সহিত নলরাজার বিবাহ এই স্বয়ংবর-প্রথানুসারে সিদ্ধ হইয়াছিল। পুরাকালে এইরূপ স্বয়ংবর-প্রথা যে বিশেষরূপ প্রচলিত ছিল, তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ আছে। ইংরাজদিগের মধ্যে এক্ষণে

যে "কোর্টসিপ"-প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা যুক্তিযুক্ত ও সুন্দর নহে। আপাততঃ তৎপদ্ধতিকে অনেকে সুন্দর মনে করিতে পারেন, কিন্তু যাঁহারা ইংরাজ-সমাজের আভ্যন্তরীণ সংবাদ অবগত আছেন, তাঁহারা কদাচ সুন্দর বলিতে প্রস্তুত হইবেন না। যে ভাব হইতে "কোর্টসিপ"-প্রথার উৎপত্তি, তাহা অতি সুন্দর; কিন্তু "কোর্টসিপ" প্রথাদ্বারা এক্ষণে প্রভূত অনিষ্ট প্রসূত হইতেও দর্শন করা যায়। আমাদিগের দেশে বিবাহের পূর্ব্বে বর কন্যার সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না; অভিভাবকেরাই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন; এতদ্দ্বারা অনেক অনিষ্ট-ফল দৃষ্ট হয়। এই নিয়ম-নিবন্ধনে, কত নর নারীকে যে আমৃত্যু ক্রন্দন করিতে হয়,কে তাহার সংখ্যা করিবে? যাহাদিগের কন্যা-বিক্রয়-প্রথা আছে, কত সময়ে যে তাহাদিগের দ্বারা কি ভয়ানক ভয়ানক কার্য্যসকল সংঘটিত হয়, তাহা স্মরণ করিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কন্যা-বিক্রয় একটী পাপ। কোথায় শাস্ত্র উপদেশ দিতেছেন,—

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা॥"

আর কোথায় কন্যা-বিক্রয়-প্রথা! বিবাহপদ্ধতিসম্বন্ধে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বর ও কন্যার মধ্যে, বর-অপেক্ষা কন্যা ন্যূনবয়স্কা হওয়া উচিত। মন্বাদিপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রে এবং কাশীখণ্ড প্রভৃতি পুস্তকেও এতদ্বিষয়ে ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ বিবৃত হইয়াছে। বলিতে কি, সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকার সামুয়েল জনসনের [Samuel Johnson] ন্যায় অধিকবয়স্কা কন্যার সহিত পরিণীত হওয়া কোন ক্রমেই সুন্দর বা বিড়ম্বনাবহির্ভূত নহে।

সদ্বিবাহের আদর্শ যেরূপ উচ্চ,—পতি পত্নীর সম্বন্ধ যেরূপ গুরুতর,—উভয়ের মানসিক সম্মিলন যখন অতি প্রয়োজন,—তখন ধর্ম্মার্থে উভয়ের সমপথ গ্রহণ আবশ্যক। ধর্ম্মকথাকে লোপ করিয়া,—ঈশ্বরপূজাকে বিবাহ-ক্রিয়া হইতে অন্তর্হিত রাখিয়া যে বিবাহ সমাহিত হয়, তাহাকে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর বিবাহ বলিতে পারা যায় না। পতি পত্নীর ধর্ম্মবিশ্বাস একরূপ হওয়া

আবশ্যক। অনেক ব্রাহ্ম বরকে পৌত্তলিক কন্যা বিবাহ করিতে দর্শন করা যায়। তাঁহারা বিবাহকালে নজ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে, আপনার পুজ্যদেবতা ঈশ্বরের স্থানে অপরকে স্থাপন করিতে অণুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। বিবেকের কথা কি তাঁহাদিগেব শ্রুতিগোচর হয় না? তাঁহারা যে ঈশ্বরের অপমান ও সমাজের অনিষ্ট করিতেছেন, তাহা কি তাঁহাদিগের প্রতীতিপথে সমুপস্থিত হয় না? কি লজ্জার কথা! কি ঘৃণার কথা!! ঈশ্বরের সম্মান রক্ষা করিবেন না ত করিবেন কি? বিশ্বাসানুযায়ী কার্য্য করিবেন না ত করিবেন কি? সরলতা অকপটতারূপ সামান্য নীতিগুলিও যদি জীবনে পরিণত করিবেন না ত কবিবেন কি? বাস্তবিক বিবাহক্রিয়ায় ধর্ম্মসংস্রব থাকা যদ্রূপ আবশ্যক, সেই ধর্ম্মসংস্রব, বর কন্যার বিশ্বাসানুযায়ী হওয়াও তদনুরূপ বিধেয়। স্ত্রীব অপর নাম "সহধর্ম্মিণী",—একথা প্রত্যেক বারেই স্মরণ রাখা উচিত; বিবাহকে সুদৃঢ় বন্ধন বলিয়া জানা উচিত। পুরা কালে য়ীহুদিদিগের মধ্যেও পতি পত্নী ত্যাগের বিধি ছিল না; মুসা সেই বিধি দিয়াছিলেন; অবশেষে নেজারেথের অদ্বিতীয় ধর্ম্মশিক্ষক আবার তাহা নিবারণ করিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন,—"আর উক্ত ছিল, যদি কেহ আপন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে চাহে, তবে সে তাহাকে ত্যাগ পত্র দিউক। কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, ব্যভিচার দোষ না পাইয়া যদি কেহ আপন স্ত্রীকে পবিত্যাগ করে, তবে সে তাহাকে ব্যভিচারে প্রবৃত্ত করে।" হিন্দু শাস্ত্রেরও এইরূপ উপদেশ।—হিন্দু শাস্ত্র বলিতেছেন,—

"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যোবিধিয়তে॥"

অন্যথা ত্যাগের বিধি নাই। অতএব বিবাহকালে এই সকল উপদেশ স্মরণ করিয়া প্রত্যেক বর কন্যার বিবাহিত হওয়া কর্ত্তব্য। যাহা হউক এক্ষণে আমরা ক্রমে ক্রমে অসঙ্গত বয়সে বিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ বিষয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব শেষ করিব।

[ক্রমশঃ]

REGISTERED No. 109.

পথিক।

মাসিক পত্র ও সমালোচক

১ম খণ্ড] আশ্বিন—১৮০০ শক। [১১শ সংখ্যা

গাও।

শুভ দিন আজ এ ভারত মাঝে,
সাজি সবে আজ সুমোহন সাজে,
জড়, জীব জন্তু যে যথা বিরাজে,
গাও সবে আজ আনন্দে গাও!
গাও আজ সবে ভব-দুখ ভুলি,
ঐশ্বরিক ভাবে হয়ে কুতূহলি,
মহা-প্রেম-ভরে হৃদি, প্রাণ খুলি,
গাও আজ সবে বারেক গাও!
গাও আজ সবে সুপবিত্র স্বরে,
এক তান মনে, চিত প্রাণ পূরে,
হৃদিবিমোহন মহা উচ্চ-স্বরে,
চারু, সুললিত সঙ্গীত গাও!
প্রেম-ময় গীত গাও আজ সবে
গাও সুগন্ধিত, সুমধুর রবে,
জীবাজীব যত যে আছয়ে ভবে
সুবিমল চিতে সঙ্গীত গাও!

বিভু- প্রেম-রসে মজি বিশ্ব আজ
প্রেম-ময় সাজে চারুতর সাজ ;
প্রেম-ময়-রবে বাজা পাখোয়াজ ;—
পূত-জ্যোতিঃ-প্রদ সঙ্গীত গাও !
গাও মহাগীত গাও রে ভুবন,
যে গীতের আর নাই রে তুলন,
যেই গীত ভবে শমন-দমন,
ভক্তি-মুক্তি-দায়ী, সে গীত গাও !
যে গীতের গুণে পার্থিব যাতনা,
এ মর জীবনে কখন পাব না,
পাপ মৃত্যু ত্রাসে ত্রাসিত হব না,
সেই মহাগীত মধুরে গাও !
যে গীতের গুণে নবীন ভুবন :
বহে মৃদুরবে নবীন পবন ;
পাই সবে ভবে নবীন জীবন,
সেই ভূমা গীত সকলে গাও,
যে গীতের গুণে নর চিত্ত-পটে,
অনুপম শশী ঐশ্বরতা বটে,
জ্যোতির্ম্ময়ী ছটা চারিদিকে ছোটে,
সেই গীত আজ আনন্দে গাও !
যেই গীত, আহা ! তারা, গ্রহদল,
রবি, ধূমকেতু, শশী সমুজ্জ্বল,
পুলকিত চিতে গায় অবিরল,
সেই গীত সবে মধুরে গাও !
যেই গীতে, মরি ! মানব জীবন
অবহেলি এই নশ্বর সদন,

হেরে প্রেমময় অপূর্ব্ব ভুবন,
সে গীত পুলকে মধুরে গাও!
গাও সবে সেই মধু-ময় গীত,
দেহ, চিত, প্রাণ, হো'ক পুলকিত,
প্রীতি-ভক্তি-স্রোত হ'ক প্রবাহিত,
গাও আজ সবে সানন্দে গাও!
যে গীতের তেজে ঝরে ভক্তিজল,
ফোটে প্রেমানন্দে হৃদি-শতদল,
শোণিতের স্রোত হয় সুশীতল,
সে গীত সকলে মধুরে গাও!
যে গীতের তেজে হৃদি-গিরি-চূড়ে,
প্রেম-ময় ধ্বজা অতুলন উড়ে,
সমীরণ সনে ঘোর রবে নড়ে,
সে গীত মধুরে উল্লাসে গাও!
যে গীতের তেজে প্রেম-পারাবার,
উছলিয়া উঠে—ছুটে অনিবার,
বাজে হৃদিযন্ত্রে প্রতিঘাত তার,
সে মহান গীত বিভোরে গাও!
হৃদিবৃন্তে ফোটে—পূর্ণ পরিমল
বিকসিত রুচি কুসুম বিমল,
অনিল আদরে দোলায়ে কেবল
যে গীত আসারে—সে গীত গাও!
মহোৎফুল্ল চিতে, শোক, তাপ ভুলে,
হৃদি-বাতায়ন-অরগল খুলে,
সে মোহিনী গীতি নীলাকাশে তুলে,
অনন্ত উল্লাসে সকলে গাও!

গাও মহোল্লাসে এ বিপুল রঙ্গে,
চিত-বিনোদন তান ল'য়ে সঙ্গে,
বিশুদ্ধ, সরল, প্রেম ময়-বঙ্গে,
বিভু-প্রেম-গীত বিভোরে গাও!
ঐশী-শক্তি তেজে বিজলী জিনিয়া,
হৃদয়ের যন্ত্রী ধারুক্ নাচিয়া,
সে মহাসঙ্গীত হৃদয় ভরিয়া
মনের উল্লাসে মধুরে গাও!
জগত জীবন হইবে সফল,
পাবে অতুলন দৈবী মহাবল,
অন্ত কালে সবে পাবে মোক্ষ ফল,
অনন্ত উল্লাসে গাও রে কেবল,
সে মহান গীত অনন্ত গাও!

সুধা না গরল।

[পথিকের ৯ম সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর।]

মুসলমান প্রধানবর্গ অতঃপর নাজির সাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। নাজির সা প্রায় দ্বাত্রিংশৎ বর্ষ নির্ব্বিবাদে রাজ্য ভোগ করেন। ইতিমধ্যে তিনি গৌড় নগরকে দুর্গবেষ্টিত করিয়া, তাহার এক মনোহর সিংহদ্বার প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু কাল সর্ব্বহর, ইহার ভীষণ স্রোতে সে সমস্তই চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে অমরাবতীতুল্য গৌড় নগরী, সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যবাসের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। তথায় দৃষ্টিসুখকর অট্টালিকাশ্রেণীর পরিবর্ত্তে, নিবিড় বনরাজি এবং রাজা ও রাজপরিবারগণের পরিবর্ত্তে, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বানরাদির আবাসভূমি হইয়াছে। এখনও এই নগরের ধ্বংশাবশেষ কলি-

কাতার চিত্র শালিকায় যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে, প্রাচীন হিন্দু জাতির শিল্পনৈপুণ্য স্মরণ করিয়া স্পর্দ্ধা জন্মে।

নাজির সাহের মৃত্যু হইলে বার্বেক সা বঙ্গসিংহাসনে আরোহণ করেন। এই দুর্ব্বুদ্ধি নবাব সর্ব্ব-প্রথমে আবিসিনীয় ও নিগ্রোদাসদিগকে রাজ্যমধ্যে স্থান দেন। ইহাদের দ্বারা রাজ্যের অশেষবিধ অনিষ্ট ঘটিয়াছিল। বার্বেক সা পরলোক গমন করিলে, তাঁহার পুত্র ও ফতে সা কয়েক বৎসর রাজত্ব করেন। কিন্তু এক জন আবিসিনীয়, এই শেষোক্ত রাজাকে বিনষ্ট করিয়া, সুলতান সাজাদা নামে স্বয়ং রাজোপাধি গ্রহণ করেন, কিন্তু ৮ মাসের মধ্যেই মল্লিক আণ্ডেল নামক একজন সেনাপতি, ইঁহাকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন। সেই জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি, দেশমধ্যে সর্ব্বদাই আত্মবিদ্রোহ উপস্থিত হইত। যাহাহউক, আমাদের আখ্যায়িকাসংস্পৃষ্ট "মুজঃফর সা" এই মল্লিক আণ্ডেলেরই বংশসম্ভূত।

মুজঃফর সা যে সময়ে নবাবীপদ প্রাপ্ত হন, সে সময়ে তাঁহার বয়স ষট্‌ত্রিংশ বৎসর মাত্র। তাঁহার দেহায়তন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ অথচ শোভা সম্পন্ন ছিল। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলিষ্ঠ ও প্রকৃত বীরপুরুষের লক্ষণাক্রান্ত। বর্ণ উজ্জ্বল গৌর, মুখমণ্ডল দীপ্তিশীল অথচ শ্মশ্রুগুম্ফাবৃত। বস্তুতঃ ইহাকে দেখিলে ভয় ভক্তি উভয় ভাবেরই আবির্ভাব হইত।

মুজঃফর সার দুই বেগম ছিলেন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠার গর্ভে এক পুত্র ও কনিষ্ঠার গর্ভে এক লোকবিমোহিনী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন; কন্যার নাম পিয়রিবেণু এবং ইনিই বয়োজ্যেষ্ঠা। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে পিয়রিবেণু ষোড়ষ বর্ষীয়া বালিকা বা যুবতী। ইহাঁর অনুপম রূপলাবণ্যের কথা তৎকালে বঙ্গদেশের গৃহে গৃহে রাষ্ট্র ছিল।

অনেক ইতি-বৃত্ত-লেখকের মতে, মুজঃফর সা অত্যন্ত নিষ্ঠুরপ্রকৃতি ও অত্যাচারী নবাব ছিলেন। আমরা কিন্তু এ কথায় সম্পূর্ণরূপ অনুমোদন করি না। মুজঃফর সা স্থলবিশেষে অন্যায়াচরণ করিতেন সত্য, কিন্তু সে অন্যায়াচরণ না করিলে রাজ্য রক্ষা হইত না। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, বার্বেক সা

দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ নিগ্রো ও আবিসিনীয় দাসদিগকে রাজ্যমধ্যে আশ্রয় দিয়াছিলেন; তাহারাও প্রথম প্রথম নবাবের আজ্ঞাবহ থাকিয়া ক্রমে নিজমূর্ত্তি ধরিতে আরম্ভ করে। কয়েক বৎসর-মধ্যে তাহারা এমনি ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিল যে, শেষে বঙ্গদেশের সিংহাসনপর্য্যন্ত অধিকার করিয়া ফেলিল। এই অবস্থায় উহারা অন্যান্য প্রজাগণের ধন মান সম্ভ্রম হরণপ্রভৃতি গর্হিত কার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া দেশের সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যত হইয়াছিল। মুজঃফর সা এই সকল অত্যাচার নিবারণার্থ অমানুষী নিষ্ঠুরতা ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা মনুষ্য চরিত্রের একদেশদর্শী তাঁহারাই ইহাকে ঘোরতর নৃশংসতা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, আমারা কিন্তু এপ্রকার লোককে সাধু পুরুষ বলিয়া শ্রদ্ধা করি।

মুজঃফর সার আর একটি মহদ্‌গুণ ছিল; তিনি অধীনস্থ রাজগণের প্রতি যার পর নাই অমায়িকব্যবহার করিতেন। স্বয়ং উচ্চ-পদস্থ বলিয়া অভিমান বা অহঙ্কার করিতেন না। তিনি বলিতেন, "দেশীয় রাজাগণই রাজ্যের অবলম্বন-স্তম্ভস্বরূপ, তাঁহাদের সাহায্য ব্যতীত কখন রাজ্য রক্ষা হইতে পারে না।" এই জন্য তিনি সকলের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, কাহারও প্রতি কখন কোন সম্মানচ্যুতিকর বাক্য প্রয়োগ করেন নাই। তথাপি যে অধিকাংশ ভূম্যাধিকারী বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল, তাহার কারণ, হোসেন সাহের প্রবোচনায়—এবং মেকলে আমাদিগের প্রতি যে "সাধুভাষা" প্রয়োগ করিয়াছেন, সেইগুলির স্বার্থকতানিবন্ধন। হোসেন সা প্রচুর অর্থ-লোভ দেখাইয়া সকলকে বশীভূত করিয়াছিলেন।

এই বিপর্য্যয় সময়ে, মুজঃফর সা একদিন স্বীয় রত্নরাজিশোভিত মনোহর বিশ্রাম-কক্ষে উপবেশন করিয়া গাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। বৈশাখ-মাসের শেষ প্রখর উত্তাপের সময়, দুই জন দাসী দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া অনবরত বীজন করিতেছে, অপর একজন সুবর্ণ পাত্রে সুগন্ধযুক্ত পানীয় লইয়া দণ্ডায়মান আছে। মুজঃফর সা নীরবে নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া আছেন। তাঁহার যোদ্ধৃবেশ; যেন এখনি কোন বিশেষ কার্য্যে গমন করিবেন। সুদর্শন

শিল্পচাতুর্য্যপরিপূর্ণ কোষে অরাতিত্রাস করবারি অচ্ছাদিত; দুর্ভেদ্য আয়সী মণ্ডিত বক্ষস্থল রত্নের উজ্জ্বল বিভায় বিভাসিত; হীরকাদি মহারত্নখচিত মুকুটদ্বারা শিরোদেশ সুশোভিত। মুজঃফর সা যোদ্ধৃবেশে বিভূষিত হইয়া আজি নিশ্চল ভাবে বসিয়া আছেন। অনবরত বীজন হইতেছে, তথাপি তাঁহার ললাটদেশ ঘর্ম্মাক্ত। বীজনে বাহ্যিক তাপ নষ্ট হয় বটে, কিন্তু অন্তরের তাপ নষ্ট করা উহার সাধ্যায়ও নহে। মুজঃফর সা আজি সেই তাপে তাপিত, তাঁহার মহামহিম মুখমণ্ডল বর্ষণোন্মুখ মেঘের ন্যায় গম্ভীর; দাসীগণ সভয় চিত্তে মধ্যে মধ্যে তাঁহার সেই ভাব লক্ষ্য করিতেছে, ও মনে মনে প্রমাদ গণিতেছে। বাঙ্গালার একমাত্র অধিপতি, সর্ব্বেসর্ব্বা আজি, সংসারের অসারতা, রাজপদের বিপদপূর্ণতা, জীবনের অস্থিরতা প্রভৃতি আন্দোলন করিতেছেন। দুই দিন পূর্ব্বে যে সংসার স্বর্গ অপেক্ষাও মনোহর, যে রাজপদ সুখের একমাত্র সোপান, যে জীবন অবিনশ্বর ভাবিয়াছিলেন, আজি একটি ঝটিকায় সে জ্ঞানতরু উন্মূলিত হইয়াছে। মনুষ্য মহামূর্খ,—তাই ভাবে না যে, যখন মনুষ্যকৃত ঝটিকা এত ভয়ানক, তখন ঐশিক রোষসম্ভূত কাল-ঝটিকা কত প্রখর, কত ভয়ঙ্কর!

মুজঃফর সা বহুক্ষণ এই সমস্ত আন্দোলন করিয়া একটি নিশ্বাস ফেলিলেন, যেন কি একটা সংকল্প স্থির করিয়া লইলেন, পরে পানীয়ধারিণীর দিকে চাহিলেন। দাসী বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ পানপাত্র তাঁহার হস্তে দিল, তিনি তাহা পান করিয়া যেমন উঠিলেন, অমনি একজন দাসী আসিয়া সেলাম করিল। নবাব তাহার দিকে চাহিলেন, দাসী কহিতে লাগিল, "জাঁহাপনা ঘোড়া প্রস্তুত;—আর এই পত্রখানি একজন সওয়ার লইয়া আসিয়াছে, মীর মুন্সী সাহেব দাসীকে সরকারে দাখিল করিতে কহিলেন।" দাসী বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে পত্র বাহির করিয়া দিল।

নবাব পত্র হস্তে লইয়া পুনর্ব্বার উপবেশন করিলেন। পত্র খুলিতে খুলিতে তাঁহার মন নানাবিষয়িনী চিন্তায় সমাচ্ছন্ন হইল। প্রথমে ভাবিলেন "সওয়ারে পত্র লইয়া আসিয়াছে, তবে হয় ত পত্র ইন্দ্রগড়ের, কিন্তু

যদি ইন্দ্রগড়ের হয়, তবে ইহাতে কি থাকা সম্ভব? আমার এ দুর্গতিসময়ে মহারাজ সমরসিংহও কি সাহায্যদানে অস্বীকৃত হইয়া পত্র লিখিয়াছেন?” এই পর্য্যন্ত ভাবিয়া নবাবের বড় কষ্ট বোধ হইল। আবার ভাবিলেন “তাহা না হইতেও পারে, হয়ত মহারাজ অন্য কোন কথা লিখিয়াছেন, অথবা, এ পত্র অন্য কোন স্থান হইতে আসিয়াছে। আমি ত বিপদ-সাগরে পতিত, তাই বলিয়া “দূর হইতে বিপদকে এত ভয়ঙ্কর ভাবি কেন?” খোদা কি আমায় একবারেই ধ্বংশ করিবেন?” এই ভাবিয়া পত্র খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন।

(ক্রমশঃ)

বিজ্ঞাপন।

দেখিতে দেখিতে পথিক প্রথম বর্ষ অতিক্রম করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে পদ-বিক্ষেপ করিতে চলিল। যখন পথিক প্রথম কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করে, ক্ষুদ্রকায় বলিয়া কত লোক তখন ইহার স্থায়ীত্বের প্রতি সন্দেহ করিয়া-ছিলেন। আজ আনন্দের সহিত আমরা সংবাদ দিতেছি, আগামী অগ্রহায়ণ মাসে পথিকের দ্বিতীয় বৎসরের আরম্ভ; এত কাল আমরা আশানুযায়ী প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতে অসমর্থ ছিলাম, এক্ষণে পথিকের কলেবর বৃদ্ধি হইবে; আমাদিগের সঙ্কল্পিত জীবনচরিত, বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংক্রান্ত প্রবন্ধাদি প্রকটন দ্বারা আমরা সিদ্ধকাম হইতে সমর্থ হইব। ইহার আকার দুই ফর্ম্মা হইবে; নিবারণও থাকিবে না। পথিকের অভ্যর্থনা করণেচ্ছুক মহাশয়েরা অতঃপর “কলিকাতা ৬০ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট পথিক কার্য্যালয়ে” শ্রীযুক্ত চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের নামে মূল্য প্রেরণ করিবেন। গ্রহণার্থীগণ অবিলম্বে মূল্য প্রেরণ করিবেন।

মূল্য—অগ্রিম বার্ষিক ১৵০; ষাণ্মাসিক ।৷৵০

শ্রীরাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তী।

REGISTERED No. 10.

পথিক

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

১ম খণ্ড] কার্তিক—১৮০০ শক। [১২শ সংখ্যা

ত্যজিব লেখনী আমি ত্যজিব লেখনী।

১

ত্যজিব লেখনী আমি ত্যজিব লেখনী ;
কাঁদিব বিরলে বসি, ভাসাব ধরণী।
যাবনা সরযূ তীরে স্নান তরে তার নীরে,
যাব না যাব না আর গিরিচূড়া'পরে হে ;
ধরিব না আর আমি কল্পনার করে হে।
এত দিন ধরিতাম, করে ধরি নাচিতাম,
নাচি নাচি তালে তালে গাইতাম গান,
তুষিতে সবার হায়, হৃদি মন প্রাণ।

২

এইবার হতে আমি ত্যজিব লেখনী ;
কাঁদিব বিরলে বসি, ভাসাব ধরণী।
কল্পনা সখীর সনে, বেড়াতাম সুখী মনে,
কাননে নিকুঞ্জ মাঝে বসিতাম হায় রে ;
আর কিন্তু বসিব না, তার মুখ দেখিব না,
যদিও অভাগা প্রাণ, সদা তাহা চায় রে।

দেখিব না আর আমি সাধের সে মুখ,
যায় যাক্ তায় যদি ফেটে যায় বুক।

৩

মনের খেদেতে আমি ত্যজিব লেখনী;
কাঁদিব বিরলে বসি, ভাসাব ধরণী।
কল্পনার পাশে থাকি, সুমুখে দর্পণ রাখি,
তুলি ধরি' তুলিব না দর্পণের ছবি হে;
তুলিব না মন সাধে, বিনাইবা নানা ছাঁদে,
চা'ব না এবার হ'তে হ'তে আমি কবি হে।
দেখাব না প্রাণ খুলে দেখাব না প্রাণ;
দেখাব না এ জনমে কল্পনা বয়ান।

৪

শতশশী বিনিন্দিত কল্পনা বয়ান,
দেখিব না আর আমি থাকিতে পরাণ।
পূর্ণিমা নিশায় আর, করে ধরি কল্পনার,
হাসি হাসি ডুবিব না আর আমি সাগরে;
আর আমি গাইব না, সলিলের গুণপনা,
আর আমি বলিব না "প্রাণ আজ মাত রে।"
বলিব না "বারিনিধি বসাবন বলে,
ধরিয়া রেখেছে শশী নিজ বক্ষস্থলে।"

৫

বাঁকায়ে শরীর যদি নাচে বাঁকা জলে,
গগনের চাঁদ নামি, কভু কুতূহলে,
সে দিকেতে চাহিব না, কথা মুখে আনিব না,
হৃদি যদি ফুলে উঠে কাঁদিব কেবল;
কাঁদিব কাতর প্রাণে, চাহিব সবার পানে,
বলিব "আদর মোর হয়েছে বিফল,"

তাই আমি এইবার ত্যজিব লেখনী ;
কাঁদিব বিরলে বসি', ভাসাব ধরণী।

সুধা না গরল।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মুজঃফর সা সশঙ্কচিত্তে পত্র পড়িতেছিলেন, কিন্তু কয়েক পংক্তি পড়িবামাত্র তাঁহার রোমাঞ্চ হইল, মুখমণ্ডল আরক্ত হইল, ললাটদেশের শিরা সকল স্ফীত হইল, সর্ব্ব শরীর কাঁপিতে লাগিল, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ হইল, চক্ষু দিয়া অগ্নিশিখা বহির্গত হইতে লাগিল ;—ভীম ক্রোধে পত্র দূরে নিক্ষেপ করিয়া কক্ষতলে প্রচণ্ড পদাঘাত করিলেন, শেষে তরবারি নিষ্কাসন পূর্ব্বক দাসীর প্রতি ধাবমান হইলেন। দাসী "জাঁহাপনা" বলিয়া কক্ষতলে পড়িল, অন্য দাসীগণ দ্বারান্তর দিয়া প্রস্থান করিল। মুজঃফর সা দাসীকে আঘাত না করিয়া, সেই নিক্ষিপ্ত পত্র পদমর্দ্দন পূর্ব্বক গর্জ্জন করিতে করিতে কহিলেন, " মুরাদ খাঁ! পাপিষ্ঠ! নবপিশাচ! কাফের! এই পত্রের ন্যায় তোকেও পদদলিত করিয়া এ রোষানল নির্ব্বাণ করিব! কোথায় সওয়ার? এই বলিয়া বীরদর্পে বাহিরে আসিলেন।

বাহিরে আসিয়া নবাব দেখিলেন, আটজন আরোহীঅশ্ব লইয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহারা নবাবের অগ্নিমূর্ত্তি দেখিয়া চমকিত হইল—সকলে সসম্ভ্রমে সেলাম করিলে পর, নবাব পূর্ব্ববৎ ক্রোধপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "কোথায় সওয়ার?"

একজন যোদ্ধা অগ্রসর হইয়া মস্তক নত করিল।

নবাব পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথায় সওয়ার?"

অগ্রবর্ত্তী যোদ্ধা হাবিলদার, সে বিনীত ভাবে কহিল "এই ত জাঁহাপনা, সওয়ার সব প্রস্তুত!"

নবাব তখনও অস্থিরচিত্ত, সক্রভঙ্গে কহিলেন; "কোন্ সওয়ার আজ পত্র আনিয়াছে?'

অশ্বারোহিগণ পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল। নবাব কোন উত্তর না পাইয়া কহিলেন "শীঘ্র মীর মুন্সী সাহেবকে এখানে আনয়ন কর।"

একজন আরোহী বায়ুবেগে ছুটিল। নবাব অবনতমুখে পদচারণা করিতে লাগিলেন।

মীর মুন্সী সাহেব নায়েব দেওয়ান। বয়স প্রায় সত্তর বর্ষ হইবে কিন্তু এখনও শরীর এরূপ বলিষ্ঠ যে, অনেক বীরপুরুষ মস্তক নত করিয়া যায়। বৃদ্ধ যার-পর-নাই প্রভুভক্ত; আদেশ প্রাপ্তিমাত্র তৎক্ষণাৎ নবাবের সম্মুখীন হইলেন। নবাব তখন শান্তচিত্ত হইয়া ছিলেন, নায়েব দেওয়ানকে উপস্থিত দেখিয়া ধীরে ধীরে এক নিভৃত কক্ষে লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কহিলেন "কোন্ অশ্বারোহী আজি পত্র আনিয়াছিল?"

মুন্সী সাহেব কিছু গোলোযোগে পড়িলেন। বয়োবৃদ্ধি হেতু তাঁহার দৈহিকশক্তি, বুদ্ধিশক্তি বা দর্শনশক্তির বিশেষ কোন ন্যূনতা ঘটে নাই বটে, কিন্তু শ্রবণশক্তির কিছু ব্যত্যয় ঘটিয়াছিল। সুতরাং নবাব যে স্বরে প্রশ্ন করিলেন, মীরমুন্সীসাহেব তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না, কিন্তু তথাপি নবাবের কথায় কোন উত্তর না দেওয়া অনুচিত বিবেচনায়, মস্তক চালিতে চালিতে কহিলেন "হু! তার পর?"

নবাব, মীরমুন্সীর এই হ্রস্বশ্রুতির বিষয় অবগত ছিলেন, এবং কথা-বার্ত্তার সময়েও দীর্ঘস্বরেই কথা কহিতেন, কিন্তু আজ মানসিক কষ্টে তাহা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি মীর মুন্সীর উত্তর শ্রবণে কহিলেন,—

"তার পরের কথা পরে বলিব! এখন কোন্ সওয়ার পত্র আনিয়াছে, তাই তুমি বল!"

মুন্সী সাহেব এবারেও শুনিলেন না, কেবল দেখিলেন, নবাব মুখ নাড়িয়া কি কতকগুলা বকিয়া গেলেন। তিনি মনে করিলেন, আমি কি

করিতেছিলাম, তাই বুঝি জিজ্ঞাসা কবিতেছেন ; এই ভাবিয়া কহিলেন,—

"আমি সালতামামীব নকল করিতেছিলাম।"

নবাব এইবারে বুঝিতে পারিলেন—বুঝিতে পারিয়া ঈষদ্ধাস্য সহকারে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্বরে প্রশ্ন আবস্ত কবিলেন। মীর মুন্সী উত্তর করিলেন,—

"অশ্বাবোহী অনেকক্ষণ আসিয়াছিল, আমি পত্র পাইলে পর, তাহাকে বিশ্রাম কবিতে বলিয়া, পত্র দাখিল করিতে আসিলাম, হুজুর বিশ্রাম কবিতেছিলেন, সুতরাং আমার কিছু বিলম্ব হইল, ফিরিয়া গিয়া দেখি অশ্বারোহী সেখানে নাই।"

নবাব অধর দংশন কবিলেন। মীব মন্সী তখন কহিলেন,

"পত্রবাহক ত অনেকক্ষণ গিযাছে, কিন্তু জাঁহাপনার এ বেশ কেন? জাঁহাপনা কি তাহার অনুগমন কবিবেন?"

নবাব কহিলেন "অনুগমন কবিতাম, কিন্তু এখন তাহাতে কোন ফল হইবে না। পত্রবাহক পলাইয়াছে, তাহাও মুবাদখাঁর শিক্ষামতে। যাহা-হউক, তুমি এখন শুন,"—মীরমুন্সী দেখিলেন, নবাবেব চক্ষু জ্বলিতেছে।

নবাব কহিলেন "পত্রবাহক মুবাদ খাঁব প্রেবিত।"

মীর মুন্সী বাধা দিযা কহিলেন "এ বড় অন্যায় কথা! মুবাদ খাঁ কেল্লা হইতে আর স্বয়ং আসিতে পারিলেন না?"

নবাব ভ্রূভঙ্গে কহিলেন "মুবাদ খাঁ বিশ্বাসঘাতক! সে কেল্লায় নাই।"

মীরমুন্সী ভীত হইলেন, কহিলেন "সে কি?"

নবাব কহিলেন "সে কাফের, হোসেনের সহিত যোগ দিয়াছে। পত্র চাঁদপুব হইতে আসিতেছে। মুবাদ খাঁ কবে কেল্লা ছাড়িয়াছে, তাহা তুমি জান?"

মীর মুন্সী কহিলেন "দোহাই হুজুর! আমি কিছুই জানি না ; এইমাত্র শুনিয়াছি যে, সে রংপুরের মাঠে কেল্লা বানাইতেছে।"

নবাব গম্ভীরভাবে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন, পরে কহিলেন,

"ঐ ছলেই পামর সমস্ত সৈন্য লইয়া গিয়াছে। সে যে বিদ্রোহে যোগ

দিবে, তাহা পূর্ব্ব হইতেই জানিতাম, এইজন্য তাহার ইচ্ছায় কোন ব্যাঘাত দিই নাই। যাহাহউক, সে এই পত্রে কতকগুলি অন্যায় দাওয়া করিয়া পাঠাইয়াছে, আরও লিখিয়াছে, যদি সে দাওয়া পূরণ না করি, তবে তিন চারি দিবসের মধ্যে কেল্লা আক্রমণ করিবে। আমি কিন্তু প্রাণান্তেও সে দাওয়া পূরণ করিতে পারিব না।"

শেষ কথা কয়টি মীরমুন্সীর রুদ্ধকর্ণেও বজ্রগর্জ্জনবৎ বোধ হইল। তিনি স্তম্ভিত হইলেন, ধীরে ধীরে কহিলেন,—

"এক্ষণে বান্দার প্রতি কি হুকুম?"

নবাব কহিলেন, "হুকুম এই যে, আমি এক্ষণে ইন্দ্রগড় যাত্রা করিব। তুমি বুলন খাঁকে এখনি ডাকাইয়া, আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত কেল্লা ও নগর রক্ষার উপায় কর। বুলন খাঁর অধীনে যে সহস্র পদাতি ও পঞ্চশত অশ্বারোহী আছে, তাহারা অতি বিশ্বাসী, তদ্ভিন্ন যদি কোন সৈন্য কেল্লায় থাকে, তবে বুলন খাঁর পরামর্শমতে তাহাদের অস্ত্রাদি কাড়িয়া লইয়া বন্দী করিয়া রাখিবে। আমার সময় নাই, নতুবা এ কার্য্য স্বয়ং করিয়া যাইতাম।"

(ক্রমশঃ)

সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। উপহার—শ্রীযুক্ত গৌরীপ্রসাদ মজুমদার প্রণীত। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে ধবলগিরি ও দিল্লী দরবার আখ্যাত দুইটী সুন্দর কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। দুই পয়সা ডাকমাশুল পাঠাইলেই বঙ্গীয় শিক্ষিতা নারীগণ বিনামূল্যে গ্রন্থখানি পাইতে পারেন। ইহা গৌরী বাবুর সহধর্ম্মিণীর নামে উপহৃত হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থকার পুস্তকের নাম "উপহার" রাখিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে দুরবস্থাপন্ন ভারতবাসীর মনের ভাব যাদৃশ দুঃখময় হওয়া সম্ভব, উভয় কবিতাতেই তাহার চিত্র বর্ত্তমান। ধবলগিরি দেখিয়া কবির মনে যে ভাবের সমাগম হইল, দিল্লি দরবারেও সেই ভাব অবিকৃত ভাবে বর্ত্তমান।

"ধবলগিরি" আখ্যাত কবিতা শুনিলেই মনে হয় বুঝি কোন দিন্ কবির চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া ভাব কূপ উদ্বেলিত করিয়াছে, বুঝি তাঁহার লেখনী ধবলগিরির, নীহারলিপ্ত সুপ্রকাণ্ড সৌম্য মূর্ত্তি পাঠকের সম্মুখে আনয়ন করিতে উদ্যতা হইয়াছে, কিন্তু আমরা দেখিলাম, ইহা কবিকুলরত্ন রঙ্গলালের লেখনী নহে। রঙ্গলালের ন্যায় স্বভাব বর্ণনায় সুপটু কবি আমরা প্রায় দেখি নাই। রঙ্গলাল বাবুর লেখনী যেমন নানাবিষয়িণী বর্ণনাকুশলা, তেমনি বীরত্বাদি ভাবের উদ্দীপিকা। আমাদিগের গ্রন্থকার, পরজাতীয়ের অধীনত্ব নিবন্ধন হিন্দুজাতির হৃদয়ে যে ভাব সতত জাগ্রত, ধবলগিরিতে তাহারই প্রতিকৃতি মাত্র দর্শন করিয়াছেন। পাঠক শ্রবণ করুন, ধবলগিরি দেখিয়া কবি একস্থলে কি বলিতেছেন,—

"ইংরেজ রাজত্ব—ইংরেজ শাসন,—
হিন্দুর দেবতা ইংরেজ রতন,—
হিন্দুর শরণ—ইংরাজ চরণ,
ইংরাজ জীবনে হিন্দুর জীবন—
ইংরাজের কাছে হিন্দুর বিচার,
লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড তার—
ইংরাজে করিলে হিন্দুর সংহার,
নির্দ্দোষী ইংরাজ হইল তখন।
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে করের সৃজন,
মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হিন্দুরে দলন,
বিজাতীয় ধর্ম্ম—হিন্দুরে পীড়ন—
হিন্দুর বিনাশ—যবন শাসন।
"ভারত প্রদেশ গর্বিত সোনার,"
সুদূরে রুসিয়া শুনিল আবার,
লঙ্ঘি নদ নদী জঙ্গল পাহাড়
আসিছে রুসিয়া রুষিয়া এখন।

মিথ্যা জনরব তুর্কির নিধন,
মিথ্যা জনরব প্লেবনা পতন,
রুসিয়ার লক্ষ্য ভারত গ্রহণ,
জগতের লোভ ভারত লুণ্ঠন!
তাই যোগীবর ভাবনা তোমার,
ভারত-অদৃষ্ট বিপ্লব আঁধার!
দেখ যদি হয় ধ্যানেতে আবার,
ছিন্ন ভারতের উদ্ধার সাধন।

২। সমরোচ্ছ্বাস—বিগত রুসিয়া তুরস্কের যুদ্ধ ঘটনা উপলক্ষে এই কবিতাময় গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। প্রোক্ত গ্রন্থকর্ত্তাই ইহার রচয়িতা। কবিতা গুলি মন্দ হয় নাই। গ্রন্থখানির কলেবর এক ফর্ম্মা মাত্র; মূল্য দুই আনা। মূল্য অধিক করা হইয়াছে।

বিজ্ঞাপন।

কোন কারণ বশতঃ "পথিক" প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইল; আশা করি পাঠক মহাশয় কোন দোষ গ্রহণ করিবেন না। আগত অগ্রহায়ণ মাস হইতে "পথিক" দুই ফর্ম্মাকারে প্রকাশিত হইবে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৸০ আনা, ডাক মাশুল ।৶০ আনা; ষাণ্মাষিক ।৶০ আনা, ডাক মাশুল ৶০ আনা; নগদ মূল্য /১০। যাঁহারা টিকিট দিয়া মূল্য পাঠাইবেন, টাকায় এক আনা অতিরিক্ত পাঠাইতে হইবে। অগ্রিম মূল্য না পাইলে মফঃস্বলে পত্রিকা প্রেরিত হইবে না। গ্রাহকগণ কলিকাতা ৬০ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট পথিক-কার্য্যালয় শ্রীচন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের নামে মূল্য ও পত্রিকাদি পাঠাইবেন।

শ্রীরাজনারায়ণ চক্রবর্ত্তী।

Published by Baláichánd Ghose, Pathic Office,—Calcutta.
Printed by Ashutosh Ghose & Co. at the Albert Press,
8 *Mitter's Lane, Chorebagan,—Calcutta.*